শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

৪৮ নং নিধুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীশরৎকুমার সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সন ১৩২৩ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা [illegible]

বিপুল অর্থ সঙ্গে লইয়া তাহাকে সেই রাত্রের ডাক গাড়িতে রওনা হইতে হইবে। "যদি দস্যু কর্ত্তৃক সেই গাড়ি লুণ্ঠিত হয়"—অকস্মাৎ এই ধারণা তাহার মনে হওয়ায়, তিনি ভয়ে অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। একাকী এত অর্থ আর কখন তিনি লইয়া যান নাই।

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, সে সময় ইংলণ্ড দস্যু-পরিপূর্ণ ছিল। খুন, ডাকাতী, লুঠ, প্রত্যেক রজনীতে এবং সকল স্থানেই হইত। তাহাদের ভয়ে কি ধনী, কি নির্ধনী কি মধ্যবিৎ সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন। কত নিরীহ ভদ্রলোকের জীবন, কত রমণীর অমূল্য সতীত্বরত্ন, কতলোকের আজীবন উপায়ের অর্থরাশি—দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইত, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

দণ্ডবিধির কঠিন নিয়ম, পুলিস কর্ম্মচারিবর্গের সতর্ক অনুসন্ধান, অপরাধি ধরিবার আশাতীত পুরস্কার ঘোষণা, কিছুতেই তাহাদের কর্ত্তব্যসাধনে বাধা দিতে পারিত না। দ্বিগুণ উৎসাহে তাহারা স্বকার্য্য সাধন করিত। ভীষণ ভীষণ হত্যাকাণ্ডে লোকের মনে দারুণ আতঙ্ক সঞ্চার হইত। লোকে সর্ব্বদাই আত্মজীবন লইয়া ব্যস্ত থাকিত, ভয়ে দস্যুগণের নাম মুখে আনিতেও সাহস করিত না।

এই বিপদ সঙ্কুল পথে, প্রভূত অর্থ লইয়া বিলিকে একাকী যাইতে হইবে। মনে করিলেই তিনি দস্তুর মত পাহারার বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু পাছে লোকে—"ভিরু"—বলে, এই লজ্জায় সে কথা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এখন তাহার সে সাহস অন্তর্হিত হইয়াছে, ভাবি বিপদাশঙ্কায় আকুল করিয়াছে।

ক্রমে গাড়ী ছাড়িবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল, আর একঘণ্টা

মাত্র দেরী আছে। যত সময় নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, বিলির উৎকণ্ঠা ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কাশী যাইবার পূর্ব্বে, লোকে যেমন জন্মের মত খাইয়া লয়, বিলিরও সেইরূপ হইল।

বিলি ভাবিল—"মানুষ ত একবার ভিন্ন মরে না, আমি আমার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিব।"

যখন তিনি এইরূপ চিন্তামগ্ন, সেই সময়ে তাহার কক্ষের দরজা খুলিয়া একটী সুসজ্জিত যুবতী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। যুবতীর কমনীয় বপু, একটী কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত, মস্তকে সুদৃশ্য টুপি, তাহার চারি পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণকেশরাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যেন একটি পদ্মফুলের চারিধারে অসংখ্য ভ্রমর বসিয়া মধুপান করিতেছে। তাহার ভিতর হইতে, আকর্ণ বিশ্রান্ত কৃষ্ণতারাযুক্ত নয়ন যুগল যেন জ্বলিতেছে। যুবতীর সৌন্দর্য্য রাশিতে গৃহটি যেন হাসিয়া উঠিল।

বিলি মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলেন, মুহূর্ত্তের জন্য সেই রূপরাশি নয়ন ভরিয়া দেখিলেন। পুনরায় ভাবি বিপদের নিদারুণ চিন্তা তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। সৌন্দর্য্য দেখিবার সময় তাহার রহিল না।

যুবতী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া,যেখানে বিলি তাহার জীবনের শেষ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, সেইখানে আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া মৃদু মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার নাম কি বিলিরেণর?"

যুবতীর মধুর স্বর বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় বিলির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাহার চিন্তাজাল ছিন্ন হইল। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"হ্যা মিস্,—আমার নামই বিলিরেণর।"

যুবতী একদৃষ্টে তীক্ষ্ণ নয়নে বিলির আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ

করিতে লাগিল। বিলিও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যুবতীকে দেখি-লেন। উভয়ের নয়নে নয়নে মিলিত হইল, উভয়ের হৃদয়ের ভিতরে কি এক আবেগের তাড়িৎস্রোত প্রবাহিত হইল, লজ্জায় উভয়ের বদন আরক্তিম ও নয়ন নিম্নগামী হইল।

বিলি কিঞ্চিৎ লজ্জিত এবং বিরক্ত হইয়া মৃদু তিরস্কার স্বরে যুবতীকে বলিলেন—"আমি আশা করি, পুনরায় যখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে, তখন ভাল করিয়া আলাপ করিব।"

যুবতী হাসিয়া কহিল—"আমারও সেই ইচ্ছা। আপনার ন্যায় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতে পারিলে আমিও কৃতার্থ হইব। এখন আপনার নিকট আমি একটী ভিক্ষার জন্যে আসিয়াছি, অধিনীর সে আশা সফল হইবে কি?"

একে যুবতী তায় সুন্দরী, তার উপর সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত উজ্জল নয়নের অব্যর্থ কটাক্ষবাণ—বিলি জর্জ্জরিত হইল। সে মুখ দেখিলে দেবতা ভুলিয়া যান, সে কটাক্ষশরে পঞ্চশর অস্থির হয়—বিলি মানুষ বৈত নয়। বিলি অস্থির হইয়া উত্তর করিল—"ভিক্ষা! আমার নিকট? কি বলুন। আমার সাধ্য থাকিলে আমি আপনাকে পরান্মুখ করিব না।"

যুবতী বলিল—"আমিও—যাইব। কিন্তু আমার হাতে এমন পয়সা নাই যে ট্রেনের ভাড়া দেই। আপনি যদি আমাকে সঙ্গে লইয়া যান, তাহা হইলে আপনার নিকট চিরঋণী হইয়া থাকি। শুনিয়াছি আপনি একাকী একখানি স্বতন্ত্র গাড়িতে যাইবেন, আমাকে লইয়া যাইবেন কি?"

বিলি একটু গম্ভীর ভাবে বলিল—"আমার স্বতন্ত্র গাড়ি সত্য, কিন্তু রেলের নিয়মানুসারে তাতে আর কাহার যাইবার উপায়

নাই। উহারা জানিতে পারিলে আমাকে অপদস্থ হইতে হইবে। আপনি না হয় অপর গাড়িতে যান আমি ভাড়া দিব।”

যুবতী। আমি যে আপনার সঙ্গে যাবো, তা প্রকাশ করার আবশ্যক কি?

বিলি। আমি বলিব না, কিন্তু যদি কোন ক্রমে তারা জান্তে পারে, আমরা দুজনেই অপদস্থ হ’বো। আমি আপনাকে ভাড়া—”

সেকথায় বাধা দিয়া যুবতী বলিল—“না, না, তা জানতে পারবে না। আমি ভাড়া চাই না, আমি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে যাবো, আপনি তাতে অমত করবেন না। অতি গোপনে, কেউ জান্তে পারবে না, এমন ভাবে আমি আপনার সঙ্গে যাবো এখন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চেষ্টার ফল।

বিলি জীবনে কখন এমন সমস্যায় পতিত হন নাই। একটী অপরিচিতা সুন্দরী যুবতী, যাহাকে কখন চক্ষে দেখেন নাই, সে আপনি আসিয়া তাহার আশ্রয় প্রার্থনা করিল, দৃঢ়তার সহিত বলিতেছে—"আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাবো"—তার সকাতর দৃষ্টি, বাক্যের দৃঢ়তা, দেখিয়া বিলি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। কিছুক্ষণ স্থির চিত্তে ভাবিয়া কহিলেন—"না আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া হবে না।"

যুবতী। কেন হইবে না? নিশ্চয়ই হবে! আমি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে যাবো। ও বিষয়ে আর অমত করিবেন না। কারণ গাড়ি ছাড়িবার আর বেশী দেরি নেই।

বিলি বিস্মিত হইয়া যুবতীর মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন তাহার বদন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পালনে স্থির অবিচলিত অধরোষ্ঠ অকম্পিত, উৎসাহে নয়ন যুগল উজ্জ্বল। তাহার তৎকালীন সেই মূর্ত্তি দেখিয়া বিলি মোহিত হইলেন। তেমন সুন্দর রূপ তিনি বুঝি আর কখন দেখেন নাই। কিন্তু তখনি তার সে ভাব অন্তর্হিত হইল, কি দুর্দ্দৈব তাহার উপস্থিত হইবে, তাহার অদৃষ্টাকাশে কি বজ্র যে লুকাইয়া আছে তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। ভবিষ্যতের আশঙ্কায় তিনি অস্থির হইলেন।

আকুল হইলেন বটে কিন্তু প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন "বরাদ্দে যা আছে তাই হবে, রমণীকে সঙ্গে লইব।" প্রকাশ্যে কহিলেন—"তোমার আগ্রহ বা কাতরতা দেখিয়া আমি তোমাকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু একটী কায করিতে হইবে।"

যুবতী। কি কায বলুন।

বিলি। তুমি প্রথমে গাড়িতে উঠিও না, যখন গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিবে, সেই সময় আমি গাড়ির দরজা খুলে দেবো তুমি উঠো!—পারবেত?—

যুবতী হাসিয়া কহিল। "তাহাই হবে। আপনাকে শত শত ধন্যবাদ, আপনি আমার যে উপকার করিলেন, যদি কখন সময় পাই, এই উপকারের কণামাত্রও পরিশোধ করিতে পারি, তবে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। আপনার এ উপকার জীবনে ভুলিব না। কিন্তু মনে রাখিবেন, যদি আমি যাইতে না পাই তাহলে আমার মৃত্যু নিশ্চয়।

বিলি। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। প্রাণ যাবে তবু আমার কথা নড়িবে না। তুমি প্রস্তুত হও গে।

রমণী চলিয়া গেল।

তাহার অনিন্দ রূপরাশি, ফুল্ল মল্লিকাবৎ প্রফুল্ল মনোহর বদন, সুচারু নাসিকা, আয়তলোচন, বিলির হাড়ে হাড়ে অঙ্কিত হইল। সেই মুখ দেখিয়া বুক বাধিল, ভাবি বিপদ ভুলিল। জীবনকেও তুচ্ছজ্ঞান করিল, ইচ্ছা করিয়াই সেই আনন্দে ঝাঁপ দিল। বিলি ভাবিল—কি সুন্দর, এমনটী বুঝি আর নাই।

বিলি বলিয়া নহে, অনেকেরই এমন হইয়া থাকে।

গুরুভার স্কন্ধে লইয়া, রমণী সঙ্গে লওয়াটা যে কর্ত্তব্য কায হয় নাই, বিলি তাহা মনে মনে বুঝিতে পারিল। কিন্তু এখন বুঝিয়াও কোনও ফল নাই, ভাবিবারও সময় নাই।

বিলি যে মনে মনে একটু চিন্তিত হইয়াছে, যুবতী তাহা বুঝিতে পারিয়া মৃদুস্বরে কহিল—"আমি বড়ই ভাগ্যবতী, এত বাধা সত্বেও আপনার আশ্রয় পাইয়াছি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চঞ্চলতা।

যুবতী কি একাই ভাগ্যবতী?—না। তাহার সৌন্দর্য্যরাশি দেখিয়া, হৃদয়গ্রাহী বাক্যাবলী শুনিয়া, বিলিও মনে ভাবিল— "আমিও ভাগ্যবান, তোমার ন্যায় সুন্দরীর সহিত আলাপ করিতে পারিয়াছি বলিয়া।"

বিলি মন স্থির করিয়া কি প্রকারে তাহাকে লুকাইয়া লইয়া যাওয়া যায় সুন্দরীকে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল।

কিন্তু এই সময় একটি ঘটনায় বিলির আশা ভরসা সমস্ত দূর হইল। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের প্রফুল্লতাও নষ্ট হইল, বিলি স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

বিলির কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়া যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গায়ের উপরের পোষাক খুলিয়া ফেলিল। নিমেষ মধ্যে বিলি দেখিল, যুবতী একটী সুন্দর যুবকের আকৃতিতে পরিণত হইল। বিলির মস্তক ঘুরিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে সন্দেহ তাহার মনে হইয়াছিল তাহা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। বিলি ভাবিল গাড়ী থামাইয়া দিয়া তাহার বিপদের কথা গার্ডকে জানাই। কিন্তু ভাবনা মাত্র, সে সাহস তাহার হইল না। তাহার সাহস হীনতা দেখিয়া যুবক মৃদু হাসিয়া আপনার স্থানে উপবেশন করিল।

বিলির কিন্তু ভয় ঘুচিল না, বরং বাড়িল; কিন্তু তাহার ভিতর আবার একটু সাহসও হইল। বিলি মনে ভাবিল—"আমিত

মরিবই, কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে, অন্ততঃ ইহাদের একজনকেও মারিয়া তবে মরিব।”

এইরূপ স্থির করিয়া সাহস দেখাইবার জন্য বিলি তাহার “রিভলভার পিস্তল”—বাহির করিল। পিস্তল দুইটী বাহির করিয়া, ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া আপন মনে কহিল—“ইহাতেই আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে।”

উদ্দেশ্য তাহার সঙ্গিনীকে দেখান যে তিনি নিরস্ত্র নহেন, কিন্তু তাহার কোন উত্তর না দিয়া, যুবতী (এখন যুবক এই পরিচ্ছেদে যুবকই বলিব) ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল, এবং কহিল— “দেখি আপনার কেমন পিস্তল ?”

পাছে এই উপায়ে তাহাকে নিরস্ত্র করে, এই ভয়ে যুবকের হস্তে পিস্তল দিতে বিলি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু আবার কি ভাবিয়া একটী পিস্তল, তাহাকে দেখিতে দিল। বোধ হয় মনে ভাবিল—“একটাত আমার কাছে রহিল, আবশ্যক হয়, ইহাতেই কার্য্যোদ্ধার করিব।”

যুবক পিস্তল লইল, বিলি বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল, যেন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায়, আগ্রহ ও নিপুণতার সহিত যুবক পিস্তলটী পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে পিস্তলটী প্রত্যর্পণ করিয়া যুবক কহিল—“এ পিস্তল ভাল নয়। দেখি ওটা কি রকম ?”

যুবক অপর পিস্তল দেখিতে চাহিল, অন্তিম সাহসে ভর করিয়া বিলি জিজ্ঞাসা করিল—“ওটা ভাল নয় কেন ? আমিত জানি খুব ভাল জিনিস।”

“এই দেখুন ?”—পিস্তল বারুদ পূর্ণ করিয়া যুবক আওয়াজ করিল কিন্তু আওয়াজ হইল না।

হাসিয়া মৃদু তিরস্কারস্বরে যুবক কহিল—"এইরূপ পিস্তল লইয়া আপনি আত্মরক্ষা করিবেন? এই বারুদগুলি—সমস্তই জলে ভিজান, সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

"ঈশ্বর!—আমাকে নিশ্চয় মারিবেন কি!" বিলি আর মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিল না। যুবকের সেই অদ্ভূত আবিষ্কার দেখিয়া বিলি স্তম্ভিত হইল। জীবনে হতাশ হইয়া মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

যুবক হাসিয়া বলিল—"ভাবিবেন না, আমি আপনাকে পরিষ্কার শুষ্ক বারুদ, গুলি এবং ভাল রিভলভার দিতেছি, আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকুন, বোধ করি আজ রাত্রে আপনার প্রয়োজন হইবে।"

এই বলিয়া যুবক কোথা হইতে একবাক্স ভাল বারুদ ও গুলি এবং উৎকৃষ্ট সাতনলা রিভলভার পিস্তল বাহির করিয়া, বন্দুকে বারুদপূর্ণ করিয়া তাহার হাতে দিল।

তাহার প্রত্যেক কার্য্যেই বিলির সন্দেহ হইতেছিল। এখন সে সন্দেহ দৃঢ়রূপে ঘনীভূত হইল। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে যুবতী দস্যুর চর ভিন্ন আর কেহই নহে। কৌশলে তাহার ভাল বারুদ তফাৎ করিয়া তাহার আনীত মন্দ বারুদ ভাল বলিয়া তাহাকে দিল।

যুবক তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল—"সন্দেহের দরকার কি, পরীক্ষা করিয়া দেখুন, সত্য মিথ্যা প্রমাণ হইবে।"

যুবকের হাত হইতে পিস্তল লইয়া লক্ষ্য করিয়া বিলি পিস্তল ছুড়িল, এবার সে আগ্নেয় অস্ত্র গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং নিমেষ মধ্যে লক্ষ ভেদ করিয়া গুলি চলিয়া গেল।

এইবার বিলি পরাস্ত হইল। যুবকের বুদ্ধি এবং কার্য্য অভিজ্ঞতা দেখিয়া—বিলি আশ্চর্য্য হইয়া তাহার সেই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রসদৃশ বদন পানে চাহিয়া দেখিল, তাহাতে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ভিন্ন অন্য কোন দুরভিসন্ধি দৃষ্ট হয় না। নিজের বস্তুর উপর বিশ্বাস করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, যদি যুবককে গাড়ীতে স্থান না দেওয়া হইত, যদি সে গুলি ও বারুদের দোষ দেখাইয়া না দিত, আবার সে যদি নূতন বারুদ না আনিত, তবে বিপদ কালে তাহার উপায় কি হইত। যুবক যদি দস্যুর চর হইবে, তবে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবে কেন? আবার তাহার নিজের বারুদ যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাই বা যুবক জানিল কেমন করিয়া? কে এ যুবক? এই সমস্ত কথা যতই তাহার মনে হইতে লাগিল, বিলির মন ততই অস্থির হইতে লাগিল।

বিলি যখন এইরূপ চিন্তামগ্ন, সেই সময় যুবক আস্তে আস্তে বেঞ্চির নীচে কতকগুলি বাক্সের পাশে গিয়া লুকাইল, এবং তাহার সম্মুখে একখানি কাপড় এরূপ ভাবে ফেলিয়া দিল, যে যদি কেহ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সে সেই বাক্স ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। অথচ বাহিরে যাহা ঘটিবে, সেইখানে বসিয়া যুবক তাহা দেখিতে পাইবে।

গাড়ী চলিতেছে। প্রথম ষ্টেশন ছাড়াইয়া এবার একেবারে ৭০ মাইল যাইবার জন্য লৌহঅশ্ব প্রাণপণে ছুটিতেছে। গ্রাম ত্যাগ করিয়া গাড়ী ক্রমে মাঠের মাঝখান দিয়া চলিতে লাগিল। ছোট ছোট মাঠ, তাহার চারিধারে নিবিড় জঙ্গল, অদূরে পর্ব্বত শ্রেণী। রাস্তার মধ্যে এই স্থানটাই ভয়ানক। যতকিছু দুর্ঘটনা প্রায়, এই খানেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ইহার কোন প্রতিকার

অদ্যাবধি কেহই করিতে পারে নাই। এইখানে আসিলে আরোহীগণ শশঙ্কিত হয়। গাড়ী এইখানে দ্বিগুণবেগে চলিতে থাকে; তথাপি দুর্ঘটনা ঘটিতে বিরত থাকে না। এই খানেই বিলির ভাগ্য পরীক্ষা। বিলি যখন চিন্তামগ্ন সেই সময় সহসা দরজা খুলিয়া গার্ডের পোষাকপরা একটী লোক, বিলির কক্ষে প্রবেশ করিল।

বিলি বিস্মিত হইয়া আগন্তুকের মুখপানে চাহিয়া রহিল, কারণ এব্যক্তি তাহার অপরিচিত।

অপরিচিত হইলেও কোম্পানির পোষাকপরা দেখিয়া বিলি কিছু বলিতে পারিল না। ভাবিল এব্যক্তি হয়ত কার্য্যে অবসর পাইয়া বাড়ী যাইতেছে।

যদিও আগন্তুককে চিহ্নিত পরিচ্ছদধারি দেখিয়া রেলওয়ে কর্ম্মচারী জ্ঞানে তিনি বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু কে যেন কোথা হইতে অতি মৃদু ও সতর্ক সূচক স্বরে বলিল—"বিলি সাবধান।"

আগন্তুক বিলিকে সম্বোধন করিয়া কহিল--আপনি যে এই গাড়ীতেই যাইতেছেন দেখিতেছি ?"

বিলি উত্তর করিল—"হাঁ মহাশয়।"

আগন্তুক। আপনাকে অদ্য বিপুল অর্থ লইয়া যাইতে হইতেছে ?

বিলি। আপনি কেমন করে জান্‌লেন ?

আগন্তুক। "টম্‌" আসবে না বলে, আমিই, এই গাড়ী নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু টম এসে পৌছেচে, আর আমাকে যেতে হলনা। এখন ফিরে বাড়ী যাচ্ছি।--তাই আমি শুনেছিলাম।

তখনকার রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ, অতি অমায়িক ও সদালাপী ছিলেন। উভয়ে শীঘ্রই বন্ধুতা জন্মিল এবং নানাবিধ গল্প

হইতে লাগিল। অনেক কথাবার্ত্তার পর ডাকাতের কথা উপস্থিত হইল।

প্রথম দর্শনে আগন্তুকের প্রতি বিলির যে সন্দেহ হইয়াছিল কথাবার্ত্তায় তাহা অপনীত হইল। সে সংকেতবাক্যও তিনি বিস্মৃত হইলেন। তখন নিজের মনের কথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"বলিতে কি আজ গাড়ীতে আসিতে আমার বড় ভয় হইয়াছিল।"

আগন্তুক। কেন,—ভয়ের কারণ?

বিলি। যে রকম লুঠের হাঙ্গাম, ভাবিয়াছিলাম হয়ত আমার পালাই আজ পড়িবে।

আগন্তুক। যদি ভয়ই হয়েছিল, তবে সেখানে জানান নাই কেন? তারা ভালরূপ বন্দোবস্ত করে দিত।

বিলি। লোক হাসিবে, কাপুরুষ বলিবে, সেই লজ্জায় কাহাকেও জানাই নাই।

গার্ড। আমার বিবেচনায় কাজটা ভাল হয় নাই। সামান্য লজ্জার জন্যে এত বিপদপূর্ণ পথে, এই দায়িত্ব ঘাড়ে করিয়া একাকী আসা ভাল হয় নাই। পরের কাজে নিজের প্রাণ দেবার আবশ্যক কি?

বিলি। আগে বুঝিতে পারি নাই। এখন নির্ব্বিঘ্নে পৌছিতে না পারিলে আমার চিন্তা ঘুচিতেছে না।

আগন্তুক পকেট হইতে একটি ছোট ব্রাণ্ডির বোতল এবং গ্লাস বাহির করিয়া তাহাতে ব্রাণ্ডি ঢালিয়া বিলিকে দিয়া কহিল—"চিন্তায় ও ভয়ে আপনাকে যেরূপ দেখিতেছি, একটু উত্তেজক ব্যবহার করুন, দুর্ব্বলতা দূর হইয়া মনে স্ফূর্ত্তি হইবে।"

বিলি বেশী মদ খাইত না, তবে কখন কখন একটু

আদটু তাহার স্বাস্থ্যের নিমিত্ত থাইত। বিলিও বুঝিল তাহার মনের যেরূপ অবস্থা, দেহ যেরূপ দুর্ব্বল বোধ হইতেছে, তাহার উত্তেজনার্থ একটু সুরা পান করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। সুতরাং আগন্তুকের বাক্য বিলি সন্তোষের সহিত অনুমোদন করিয়া আগ্রহের সহিত গ্লাস লইয়া পানার্থে উত্তোলন করিল।— কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল।

প্রথমে যখন গার্ডের পোষাক পরা অপরিচিত ব্যক্তিটা গাড়ীতে প্রবেশ করে, যুবক তখন সেই বেঞ্চির নীচে হইতে বিলিকে সাবধান করিয়া দেয়। কিন্তু বিলি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আগন্তুকের সহিত বন্ধুভাবে আলাপ করিয়া মনের কথা খুলিয়া বলিতে লাগিল, আবার তাহার প্রদত্ত সুরাপান করিতে উদ্যত হইতেছে দেখিয়া, যুবক আর স্থির থাকিতে পারিল না। দ্রুতপদে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বিলির হস্তস্থিত পান পাত্র ফেলিয়া দিয়া কঠোর তিরস্কারসূচক স্বরে কহিল—"বিলি আজ তোমার মদ থাইয়া স্ফূর্ত্তি করিবার দিন নহে।"

অকস্মাৎ একজন যুবককে গাড়ীতে দেখিয়া আগন্তুক কিছু বিস্মিত হইল, এবং বিলিও লজ্জিত হইল।

এই সময় গাড়ীর দরজা খুলিয়া ৩।৪ ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাদের দেখিয়া যে ব্যক্তি রেলওয়ে কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল সে পকেট হইতে গুলিপোরা পিস্তল বাহির করিয়া কর্কশস্বরে বিলিকে কহিল—"বিলি তুমি যথার্থই বলিয়াছ, এইবার তোমার পালা পড়িয়াছে এখন প্রাণ বাঁচাও।"

এই বলিয়া তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিল। বিলিও অন্তিম সাহসে ভর করিয়া, নিজের পিস্তল বাহির করিলেন।

কিন্তু তাহার লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই কাহার অব্যর্থ আঘাতে সে ভূতলশায়ী হইল। তাহার হস্তস্থিত বন্দুকের গুলি গাড়ীর সারসি ভেদ করিয়া চলিয়া গেল।—বিলির প্রাণ বাঁচিল।

হর্ষবিস্ময়নেত্রে বিলি চাহিয়া দেখিল, যাহাকে সে দস্যুর চর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল, সেই যুবতীই তাহার কপট বন্ধুকে অব্যর্থ আঘাতে ভূতলশায়ী করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিল। যুবতীর সাহস ও লক্ষ্য দেখিয়া বিলি আশ্চর্য্য হইল।

আবার যুবতীর হস্তের পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল, আবার অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া উত্তপ্ত গুলি শত্রুনাশ করিতে ছুটিল।

মুহুর্মুহুঃ পিস্তল গর্জ্জিতে লাগিল, অজস্র গুলির আঘাতে গাড়ীর সারসি দরজা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বারুদের ধোঁয়ায় গাড়ীর মধ্যে ঘোর অন্ধকার হইল, পরস্পর কেহ কাহাকেও আর দেখিতে পাইল না।

হঠাৎ গাড়ীর গতি মন্দ হইল, বন্দুকের আওয়াজ বন্ধ হইল, গাড়ী থামিল। বায়ু প্রবাহে ধূমরাশি অপসৃত হইলে বিলি দেখিল, কেবল সে একাকী গাড়ীতে আছে, আর কেহই নাই। বিলি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। এই সময় গার্ড লণ্ঠন হস্তে তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বিলিকে বাহিরে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইয়াছে মহাশয়?"

বিলি। আমার গাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল।

গার্ড। ডাকাত! কি সর্ব্বনাশ! কিছু লইতে পারিয়াছে কি?

বিলি। কি যে হইয়াছে, তা এখন আমি দেখি নাই। প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্য নামিয়া পড়িয়াছি।

গার্ড। আচ্ছা এখন তবে আপনি গাড়ীতে যান, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে আমি তদন্ত করিব।

এই বলিয়া গাড়ী ছাড়িবার সঙ্কেত করিয়া গার্ড আপন স্থানে প্রস্থান করিল। বিলিও নিজের কামরায় উঠিয়া বসিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিলির হাজত।

বিলির সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যে ভয় নিরন্তর তাহার মনে জাগিতেছিল তাহাই ঘটিয়াছে।—তাহার সেই অর্থরাশি অপহৃত হইয়াছে। এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত সতর্কতা, কিছুতেই বিলি অর্থরাশি রক্ষা করিতে পারিল না। দস্যুর অব্যর্থ লক্ষ্য হইতে রমণী তাহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, অবিরাম পিস্তল ছুড়িয়া দস্যুর আগমনে বাধা দিয়াছে, কিন্তু সেই গুলিবৃষ্টি তুচ্ছ করিয়াও দস্যুদল তাহার মুদ্রাপূর্ণ বাক্স লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। বিলির জীবন বাঁচিয়াছে, কিন্তু প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় অর্থরাশি নষ্ট হইল। সেই সঙ্গে তাহার মান, যশ, সম্ভ্রম সকলই অন্তর্হিত হইল। ইহা অপেক্ষা তাহার প্রাণ যাইলে বোধ হয় ভাল হইত।

বিলি ভাবিল—"হায়! দস্যুর হাতে আমি মরিলাম না কেন? আমার এ জীবন্মৃত্যু অপেক্ষা সে যে ভাল ছিল।"

ভাবনায় বিলি অবসন্ন হইয়া পড়িল। বিলি দেখিল, গাড়ী রক্তময়, গুলি বারুদ চারিদিকে ছড়ান, অপরাপর দ্রব্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, কিন্তু সেই মুদ্রাপূর্ণ বাক্স,—হায়! প্রায় দশ লক্ষ মুদ্রা সে আজ হারাইয়াছে। বিলি ভবিষ্যত ভাবিল, বুঝিল তাহা ঘোর তমসাচ্ছন্ন। অদৃষ্টে যে কি আছে, ভাবিয়া বিলি কিছু ঠিক করিতে পারিল না।

গার্ড বেশধারী দস্যু বিলিকে যে সুরাপান করিতে দিয়াছিল সেই মদের বোতলটা গাড়ীতে পড়িয়াছিল। বিলি সেটা উঠাইয়া, পকেটে রাখিল, ভাবিল, যদি ভবিষ্যতে ইহাতে কিছু উপকার হয়। তখনও তাহাতে মদ ছিল।

গাড়ী ছুটিতেছে। বিলি একাকী তাহার সেই অন্ধকার কক্ষে বসিয়া নিজের অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে। "লোকে জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব, মনিবকে কি বলিব, আমার অক্ষত দেহ দেখিয়া লোকে আমার কথা বিশ্বাস করিবে কি না" এই সকল কথা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে মনে মনে স্থির করিল -"যথার্থ যাহা ঘটিয়াছে, আমি সকলকে তাহাই বলিব। তবে সেই রমণীর কথা—সে কথা কাহাকেও বলিব না!"

রমণীর কথা মনে হওয়ায় তাহার মনে অনেকটা আশা হইল। ভাবিল—"যদি সে আসিয়া আমার পক্ষ সমর্থন করে, তাহা হইলে হয়ত আমি নিস্কৃতি পাইতে পারিব। কিন্তু সেকি আর আসিবে? সে নিশ্চয় দস্যুর চর।"

সেই সময় যুবতীর দ্বারা তাহার প্রাণ রক্ষার কথা মনে হইল। আবার মনে ভাবিল—যদি সে দস্যুর চর হইবে,

তবে আমার জীবন রক্ষা করিবে কেন? দস্যুদেরই বা বাধা দিবে কেন? বিলি গোলযোগে পড়িল, কিছু মীমাংসা করিতে পারিল না।

অকস্মাৎ মনে হইল, যুবতী গাড়ীতে উঠিয়াই স্ত্রীবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ বেশ ধরিয়াছিল। সে পোষাকটা আছে কি? বিলি উঠিয়া তাহা খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু তাহা দেখিতে পাইল না। হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল।

নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। তখন যাবতীয় কর্ম্মচারী এবং আরোহীগণ আসিয়া বিলিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। বিলি একে একে সমস্ত পরিচয় দিল। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী এবং আরোহীগণ গাড়ীর ভিতরকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই তাজা টাটকা রক্ত, গুলির আঘাতে কক্ষের সেই ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা, এবং ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি তাহারা দেখিলেন—কিন্তু কেহ কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। নিকটবর্ত্তী পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইল, এবং বিলিকে সেইখানে রাখিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে পুলিসের কোন একজন লোককে সেই গাড়ীতে বসাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে ডাক গাড়ীর এই ভয়ানক লুঠের কথা চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধে, নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া এই লুঠের খবর প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যিনি যাহা লিখুন, মন্তব্য কিন্তু সকলের এক রকমই বাহির হইল। সকলেই এক বাক্যে—"এই লুঠের কথা যেন উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। এত মুদ্রা অপহৃত

হইল, অথচ মুদ্রা রক্ষক অক্ষত দেহে রহিল,—একথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দস্যুর সহিত বিলির নিশ্চয় ষড়যন্ত্র ছিল, নতুবা একাজ কখন হইতে পারে না। গাড়ী ভাঙ্গা, গাড়ীতে রক্ত,—ও একটা সাফাই মাত্র। মূলে কোন সত্য নিহিত নাই"—এই কথা সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক শব্দিত হইতে লাগিল, এবং তাহাই পাঠকগণের মুখে প্রতিধ্বনি হইল। বিলির ভাগ্যদোষে তাহার কথা কেহই বিশ্বাস করিল না।

বিলির মনিব, এই চুরি ধরিবার নিমিত্ত গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেন। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহারা শীকারান্বেষণে বাহির হইল। ২।৪ দিন একটা খুব হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ছুটাছুটী, দৌড়াদৌড়ি, ধরপাকড় খুব চলিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। শেষ সিদ্ধান্ত এই হইল যে, বিলির সহিত ডাকাতের যোগ ছিল, উভয়ের যোগেতে এই চুরিটা হইয়াছে। বিলির উপরেই চুরির চার্জ্জ পড়িল, নিরাপরাধী বিলি বিনা বিচারে কারাগারের হাজতে রুদ্ধ হইল। যখন কারাবাসের আদেশ হইল, সেই সময় বিলি মনে মনে ভাবিল —"কোথায় সে ব্যক্তি যে আমাকে এই বৃথা অপবাদ হইতে মুক্ত করিয়া—আমার মান বাঁচাইতে পারে!" বিলি হতাশ নয়নে একবার আদালতের চতুর্দ্দিকে চাহিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না;—একটী গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিলি কারাগৃহে প্রবেশ করিল।

কারাগৃহে দুই সপ্তাহ অতীত হওয়ার পর, বিলি শুনিল তাহার সঙ্গে যে রমণী ছিল, সে কথা প্রকাশ হইয়াছে এবং

সেই জন্য সকলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, যখন নিষেধ সত্ত্বেও বিলি একজন স্ত্রীলোককে গাড়ীতে লইয়াছিল এবং সে কথা গোপন করিয়াছিল, তখন সে রমণী নিশ্চয় দস্যুচর এবং বিলিও তাহাদের সহযোগী।

বিলির সহিত যে রমণী ছিল, একথা বিলি ভিন্ন আর কেহই জানিত না। তথাপি কথাটা যে কিরূপে প্রকাশ হইল, বিলি তাহা ভাবিয়া পাইল না কিন্তু আমরা ইহার কারণ জানি। যে রাত্রে এই ঘটনা ঘটে, সেই রাত্রে বিলি যখন গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে, সেই যুবতীর সহিত কথা কহিতেছিল যখন তাহাকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিবার চেষ্টা করিতেছিল সেই সময় তাহার অনতিদূরে বস্তার পাশে একটা লোক দাঁড়াইয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল, পাঠকের তাহা স্মরণ আছে কি? সেই লোকের নিকট হইতেই যুবতীর কথা প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু বিলি একথা স্বীকার করে নাই। পুলিসের লোক, গোয়েন্দা মহাশয়েরা এবং তাহার মনিব—সকলে মিলিয়া সেই স্ত্রীলোকের কথা এবং বিলিও যে ইহার ভিতর আছে আর তাহার যোগেই যে এই চুরিটা হইয়াছে, এই কথা স্বীকার করাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বিলি দৃঢ়স্বরে তাহার মনিবকে কহিল—"আপনারা যতই আমাকে দোষী বলিয়া স্থির করুন, কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। এমন সময় আসিতে পারে, যখন আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইবে, এবং আপনারা এই কথার জন্য অনুতপ্ত হইবেন।"

প্রত্যুত্তরে বিলির মনিব কহিলেন—ঈশ্বর করুন তাহাই হউক। যত টাকা আমাদের লইয়াছে যদি ততটাকা খরচ করিয়াও আমরা দস্যুদল ধরিতে পারি, এবং তোমার কলঙ্ক মোচন হয়, তাহাও আমরা করিব।

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইল। বিলি কারাগারে সেই ভীষণ যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। ক্রমে বিলি হতাশ হইল, জীবনে ঘৃণা জন্মিল, অবশেষে প্রাণত্যাগ স্থির সঙ্কল্প করিল। একদিন বিলি বসিয়া আপন অবস্থা চিন্তা করিতেছে, এমন সময় দস্যু-প্রদত্ত সেই মদের বোতলে তাহার দৃষ্টি পড়িল। বিলি বোতলটা বাহির করিল,—দেখিল তাহাতে অনেকটা মদ রহিয়াছে। কিন্তু মদের রং দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ হইল, মদটা যেন ঘোলা ঘোলা, যেন তাহাতে কিছু মিশান আছে। বিলি পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিল। প্রত্যহই ২।১টা চড়ুই পাখী সেই গৃহে আসিত, তাহার ভোজনের একটু আধটু রুটীর টুকরা যাহা ইতস্তত পড়িয়া থাকিত, তাহারা তাহাই খুটিয়া খাইত, আহারান্তে একটু এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইত, ২।১ বার ডাকিয়া ডাকিয়া সেই নিস্তব্ধ কারাগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই লৌহময় বাতায়ন পথ দিয়া উড়িয়া যাইত।

সেই দিন আহারান্তে বিলি একটু রুটী সেই সুরায় ভিজাইয়া ফেলিয়া রাখিল, যথা সময়ে পক্ষীরা আসিল, একটী পাখী সেই রুটীর টুকরা খাইয়া ফেলিল, এবং তৎক্ষণাৎ ঢলিয়া পড়িল ও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব পাইল। বিলি বুঝিল, সুরার সহিত তীব্র বিষ মিশ্রিত আছে।

বিলি বিস্মিত হইল। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল,—"এই জন্যই যুবতী আমাকে সুরাপান করিতে দেয় নাই, দুই-বার সে তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু সুরা যে বিষমিশ্রিত একথা সে জানিল কি করিয়া? একথার উত্তর কে দিবে। যদি সে কখন আবার দেখা দেয়, তবেই ইহার মীমাংসা হইবে, নচেৎ নহে। বিলি ভাবিল—"সে কি আর আসিবে? না, আর আসিবে না, যদি আসিত তবে এতদিন আমি বোধ হয় মুক্ত হইতে পারিতাম, কিন্তু সে আসিবে না, আসিতে পারিবে না, আমারও নিষ্কৃতি হইবে না। ইহার পর না জানি, আরও কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। এই ঘৃণিত জীবন, মিথ্যা অপবাদে দেশ পরিপূর্ণ, সে অপবাদ সহ্য করিয়া, এ জীবন ধারণে ফল কি? জীবনের অবশিষ্টাংশ যখন কারা-গারেই কাটাইতে হইবে, তখন বাঁচিয়া কি লাভ? আর এ প্রাণ রাখিব না। এস সুরা! তুমিই আজ আমার বন্ধু! তোমার সাহায্যে আজ আমি এ কলঙ্ক-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব। তোমারই সাহায্যে আজ আমি সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। এস বন্ধু! আজ তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করি। হায়! যদি সেদিন হাত হইতে সুরাপাত্র ফেলিয়া না দিত, তাহা হইলে এ যন্ত্রণা, এ অপবাদ সহ্য করিতে হইত না। যুবতী তুমি যেই হও, তোমার সেই সুন্দর মুখ খানি দেখিয়াই তোমার কথা বিশ্বাস করিয়াছিলাম, এখনও করি। আমাকে কি এই নরক ভোগ করিবার জন্যেই বাঁচাইয়াছিলে?

তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল, বিলি ধীরে ধীরে সেই সুরাপাত্র নিকটে রাখিল, চক্ষু মুদিয়া জন্মের মত জগদীশ্বরকে

একবার ডাকিয়া লইল, তাহার পর সেই বিষমিশ্রিত সুরাপান করিবার নিমিত্ত ওষ্ঠপ্রান্তে সুরাপাত্র স্থাপন করিল, এমন সময় ঝন ঝন শব্দে সেই গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল। সেই পান পাত্র হাতে করিয়াই একবার বিলি দ্বারের দিকে চাহিল,—দেখিল একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। বিলি পুনরায় সেই সুরা পান করিবার নিমিত্ত উঠাইল, কিন্তু বৃদ্ধা দ্রুতপদে যাইয়া তাহার হস্ত হইতে পানপাত্র ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে গৃহের কপাট বন্ধ হইল।

বিলি রোষকষায়িত নয়নে বৃদ্ধার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। বৃদ্ধাও বিনা বাক্যব্যয়ে নিকটবর্ত্তী একখান চেয়ারে বসিয়া পড়িল। উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বৃদ্ধা কহিল—

"যুবক! আত্মহত্যাই কি চোর অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রধান উপায়?"

বিলির মর্ম্মে মর্ম্মে একথা—এ তীব্র শেল বাজিল। ক্রোধে বিলির নয়ন জ্বলিয়া উঠিল,অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল,সে গর্জ্জিয়া উঠিল। রুক্ষস্বরে কহিল—"হতভাগা বুড়ি! তোর ওকথার মানে কি?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল—"মানে আর কিছুই নহে। আমি বুড়ো হয়েছি অনেক দেখেছি, মুখ দেখে লোকের মনের ভাব বলতে পারি। তোমার মুখ দেখেই আমার বোধ হচ্ছে, তুমি কোন দুঃসাহসিক কাজে রত হয়েছ। আমি তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কহিতে ইচ্ছা করি।" বিলি চঞ্চল হইল। সে ভাবিয়াছিল শীঘ্রই এই নরক-যন্ত্রণা এবং অপবাদ হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই মঙ্গল। কিন্তু সে কাজে বাধা পড়িল। আবার

সেই বিষমিশ্রিত সুরা,—এক্ষণে যাহাকে সুধা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে,—একমাত্র সেই সুরাই তাহাকে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম—আর কেহ নহে। বৃদ্ধার আঘাতে তাহা ভূতল-শায়ী হইয়াছে।

বিলি ভাবিল—"অদৃষ্টে কষ্ট থাকিলে কিছুতেই তাহা নিবারণ করা যায় না। মরিতে যাইতেছিলাম, অদৃষ্ট তাহাতেও বাদ সাধিল। হায়! কতকাল এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।" কথার কোন উত্তর না পাইয়া বৃদ্ধা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"ও বিষাক্ত সুরা পান করিতেছিলে কেন?"

বিরক্তিস্বরে বিলি উত্তর করিল—"সুরা বিষাক্ত, কে তোমায় একথা বলিল?"

বৃদ্ধা। তোমার বদন বলিতেছে। অপবাদে দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে, তার উপর আত্মহত্যা করিয়া অপরাধের মাত্রা বাড়াইতেছ কেন? আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করার কি শাস্তি জান?

বিলি। কে তুমি? কেন আমাকে জ্বালাতন করিতে আসিয়াছ?

বৃদ্ধা। আমি তোমাকে জ্বালাতন করিতে আসি নাই, সান্ত্বনা করিতে আসিয়াছি। যে সকল ভদ্রঘরের ছেলে, যৌবনে অত্যাচারী হইয়া কারাগারে অবস্থান করে, আমরা তাহাদের সান্ত্বনা করি,—সদুপদেশ দিয়া তাহাদের হৃদয়ের কলুষতা নষ্ট করি। ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা সৎপথে চলে, সৎকর্ম্ম করে,—সেই চেষ্টা আমাদের। তুমি ধর্ম্ম উপদেশ শুনিতে চাও?

বিলি উত্তেজিত স্বরে বলিল—"না না, আমি কিছুই শুনিতে চাই না। তবে যদি আমার কেহ কোন উপকার করিতে চায়,

আমাকে সান্ত্বনা করিতে চায়, – আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়া আমার এই বৃথা অপবাদ ভঞ্জন করুক। ঈশ্বর জানেন, বিনা-দোষে আমার এই অপবাদ।

বৃদ্ধা। তুমি নিরপরাধী ?

বিলি। হাঁ; আমি নিরপরাধী।

বৃদ্ধা। যদি বাস্তবিক তুমি অপরাধী না হও, তবে তোমাকে হাজতে দেওয়া অতি অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু বাহিরে আমি যে সকল কথা শুনিয়েছি তাহাতে বোধ হয় তুমি চুরির বিষয় সকল কথা প্রকাশ কর নাই। শুনিলাম তোমার গাড়ীতে মেয়ে-মানুষ ছিল---সে নাকি ডাকাতের চর ?

বিলি। লোকে যা ইচ্ছা তাই বলুক, আমি তা, গ্রাহ্য করি না।

বৃদ্ধা। ভাল তা নাই কর। কিন্তু আমার কাছে সব খুলে বল দেখি, কোন কথা গোপন কর না। আমি সাধ্যানুসারে তোমার ভালর চেষ্টা করিব।

বিলি। তুমি আমার কিছুই ভাল করতে পারবে না।

বৃদ্ধা। পারবো বইকি। আমি তোমায় বৃথা আশ্বাস দিচ্ছি না। যথার্থ যা' ঘটিয়াছিল আমাকে ঠিক ঠিক সব বল—সে মাগীটা, যে তোমার গাড়ীতে ছিল, সে যে দস্যুদেরই একজন এ কথা তোমার মনে বিশ্বাস হয় কি ?

বিলি। আমি কা'র কাছে বলেছি যে আমার গাড়ীতে মেয়ে মানুষ ছিল ?

বৃদ্ধা। ছিল—ছিল। তুমি না বললে কি হয়, অনুসন্ধানে সব কথা. বেরিয়ে পড়েছে। সে তোমার সঙ্গে আসবার জন্য

কত কাঁদাকাটা করেছিল, তার ভাড়ার পয়সা ছিল না, নিরাশ্রয়, কপর্দ্দক বিহীনা আহা! তারে জায়গা দিয়ে তুমি ভাল কাজই করেছ।—কিন্তু হাঁ—কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম,—সে যে ডাকাতের চর এ বিশ্বাস তোমার হয় কি? ঐ কথাটাই এখন বিশেষ দরকারি—বুঝলে?

বিলি নিরুত্তরে বৃদ্ধার মুখপানে চাহিয়া রহিল। উত্তর না পাইয়া বৃদ্ধা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—ঠিক করিয়া বল সে রমণী যে দস্যু, একথা তোমার বিশ্বাস হয়?

বিলি বলিল—আমি তোমার মতলব বুঝেছি। তুমি কোন রকমে আমার গাড়ীতে মেয়েমানুষ ছিল এই কথা স্বীকার করাইবে। হাঁ ছিল—তাতেই বা ক্ষতি কি! আমি বুঝিয়াই তাঁকে স্থান দিয়াছিলাম; আহা!—সে বিপন্ন তাকে আশ্রয় দেওয়ায় আমার কিছুই পাপ নাই—তা সে যেই হোক।

বৃদ্ধা। আমি সে কথা শুনতে চাহিনা। সে যে তোমার সঙ্গে ছিল একথা বিশেষরূপে প্রমাণ হয়েছে। যখন সে গাড়ীতে উঠে, তখন অনেকেই তাকে দেখতে পেয়েছিল। সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি—সে যে দস্যুর চর, এধারণা তোমার মনে হয় কি?

বিলি। হাঁ হয়।

বৃদ্ধা। তাই বল। আচ্ছা কিসে বিশ্বাস হয়?

বিলি। যদি সে দস্যু না হবে, তা'হলে নিশ্চয় সে আমার এই বিপদের কথা শুনে—আমাকে বিপন্ন দেখে,—সে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত না।—আমাকে উদ্ধার করবার জন্য—আমার অপবাদ খণ্ডনের জন্য—সে আ'সত। কিন্তু দুসপ্তাহ হ'ল যখন সে

এলোনা—দেখা দিলেনা, তখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে সে দস্যুর চর এবং ছল করে আমার সঙ্গ নিয়েছিল।

বৃদ্ধা হাসিয়া কহিল—আচ্ছা বিলি, তাই যদি হবে,—সে যদি দস্যুই হবে,—তবে সুরার আসন্ন মৃত্যু থেকে তোমার প্রাণ রক্ষা করলে কেন?

বিস্মিত হইয়া বিলি জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কেমন করে জানলে যে সে আমার প্রাণ রক্ষা করেছে?

বৃদ্ধা। গোয়েন্দারা সব কথাই বের করেছে।

বৃদ্ধার কথায় বিলির কিছু সন্দেহ হইল এবং জড়িতস্বরে বলিল—"হাঁ, তাঁহারা তা পারে।—কিন্তু তুমি কে?"

অকস্মাৎ বৃদ্ধা তাহার গায়ের বনাত খুলিয়া ফেলিল, মাথার পরচুলা, এবং চথের চসমা খুলিয়া ফেলিল। বিস্মিত নয়নে বিলি দেখিল, সেই সুন্দরী—যে তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সুন্দরী মৃদু হাসিয়া কহিল—"বিলি আমি আসিয়াছি।" বিলি নির্ব্বাক্। যুবতী পুনরায় কহিল—"হাঁ বিলি আমি আসিয়াছি, আমি দস্যু নহি।"

বিলি জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে? তোমার পরিচয় আমায় বল। যুবতী হাসিয়া বলিল—আমার পরিচয় শুনবে?—তুমি মীরার নাম শুনেছ?—যে গোয়েন্দাগিরি করে?

বিলি উত্তর করিল—হাঁ; মীরা নামে একজন মেয়ে গোয়েন্দার নাম আমি অনেক বার শুনেছি।

যুবতী কহিল—আমিই সেই মীরা।

হর্ষ বিস্ময়ে উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলি কহিল—"জগদীশ্বর! এই বার আমি মুক্তি পাইব।"

মীরা কহিল—"হাঁ বিলি তুমি মুক্তি পাইবে—কিন্তু বিলম্বে।"

বিলম্বের কথা শুনিয়া বিলির মুখ শুখাইয়া গেল, ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তার মানে? তুমি যদি মীরা হও, তাহলে তোমার কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট,—তুমি বলিলেই আমার মুক্তি হইবে।"

মীরা। তোমার কথা ঠিক, কিন্তু উপস্থিত আমি কোন কথা বলতে পারব না।

বিলি।—কেন?

মীরা। কারণ আমার ইচ্ছা তোমার যে সমস্ত টাকা চুরি গেছে, সে সমস্ত টাকা দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার না করে, আমি তোমায় মুক্ত করবার চেষ্টা করবো না।

বিলি। যখন তুমি প্রমাণ দেবে, তখন টাকার সঙ্গে আমার কি দরকার?

মীরা। সে কথা আমি তোমায় পরে বলবো। যদি তুমি বিশ্বাস কর, আমার উপর নির্ভর কর, তবে আমি প্রাণপণ করিয়া তোমার উদ্ধারের এবং নির্দ্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করবো। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। তবে যদি তুমি আমায় অনুরোধ কর, কাজেই বলতে হয়, কিন্তু আমার তা ইচ্ছা নয়।

বিলি। কেন?

মীরা। আমার পরিচয় বলি শোন। আমার জন্ম ভারতবর্ষে। আমার পিতা বড়ঘরের ছেলে, কিন্তু বদমায়েসিতে সব উড়িয়ে দুরবস্থায় পড়ে, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য শেষে দস্যুদলে মিশে-ছিলেন। আমার মাতামহ ইউনাইটেডষ্টেটের সৈনিক পুরুষ। পিতার এইরূপ অধঃপতনে মা আমার বাপের বাড়ীতে থাকতেন। মাতামহ অনেক সময়েই ভারতে থাকেন, সেই খানেই আমার

জন্ম বলে, সকলেই আমাকে ভারতের মীরা বলেই জানে। যে দস্যুদল তোমার টাকা লুটেছে, এই দলেই আমার পিতা ছিলেন। তিনি দস্যু ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ এদের মত কঠিন ছিল না, কোন নরহত্যায় তিনি কখন যোগ দেন নাই। পিতার কথা তত ভাল মনে পড়েনা, কিন্তু মা আমার অতি সৎ ছিলেন। তিনিই আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ দেবার জন্য, মাতামহের নিকট অস্ত্রচালনা শিখেছি। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ, অস্ত্রচালনায় আমার সমকক্ষ এই দস্যুদলে কেহই নাই।

প্রায় দুই বৎসর, আমি এই দলের পেছনে আছি। যে সকল দুর্ব্বৃত্তেরা আমার পিতাকে হত্যা করেছে, তা'দের প্রত্যেকের নাম আমি জানি। তারা সকলেই দয়ামায়াহীন নরঘাতী। লোকে যেমন কীট পতঙ্গ বধ করে, তাতে যেমন কারু কষ্ট বোধ হয় না, এদের মনুষ্য জীবনও সেইরূপ। তোমাকেও এরা মেরে ফেলতো, কেবল আমি ছিলাম বলেই তুমি রক্ষা পেয়েছ। এখন বিলি, আমি নিজেই স্বীকার কচ্ছি যে আমি তাদের দলভুক্ত, এবং তাদেরই একজন।

মীরার কথা শুনিয়া, একদৃষ্টে বিলি তাহার বদন পানে চাহিয়া রহিল। তাহার সেই প্রসন্ন বদন, আয়ত লোচনের স্থির দৃষ্টি দেখিয়া বিলি, মীরার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া বিষন্নবদনে মীরাকে কহিল— "এখন আমি বুঝতে পারলুম কেন তুমি আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারিবে না।"

মীরা কহিল—এখন বুঝতে পারলেত? আমি দস্যুদলের

একজন সঙ্গী, অথচ তাঁদের প্রধান শত্রু আমি, সর্ব্বদাই তাদের ধরবার চেষ্টায় আছি। যখন দস্যুদলে আমি থাকি, তখন তাদের যে দলপতি,—তার চাকর আমি।—তখন আমি কালা বোবা—শুনতেও পাইনে, বলতেও পারিনে,—ভারি বিশ্বাসী। আর যখন বাইরে থাকি তখন আমি মীরা!—মেয়ে গোয়েন্দা। প্রতিহিংসা সাধনে সদাই আমার যত্ন।

বিলি উত্তর করিল—আমি দেখছি বিনা দোষে কারাবাস, আমার অদৃষ্ট লিপি!

মীরা। ইহাই কি তোমার স্থির কল্পনা?

বিলি। বড় কঠিন—মীরা—কিন্তু করতে বাধ্য।

মীরা। শোন বিলি, যদি এখন আমি তোমার মুক্তির চেষ্টা করি, তাহলে প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়াতে হবে। একবার দস্যুরা আমায় চিন্তে পারলে, তখনি তারা আমায় মেরে ফেলবে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করবে না। কারণ আমার ভয়ে তা'রা ব্যতি ব্যস্ত হয়েছে। আমার এতদিনের চেষ্টা, আমার এতদিনের প্রতিশোধ-তৃষ্ণা সকলই বিফল হবে। কিন্তু যদি আমি মাস খানেক সময় পাই, তা'হলে তাদের সকল মতলব নষ্ট করে আমি তোমাকে মুক্ত করতে পারি। এতে আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ; যদি আমি ইতিমধ্যে মরেও যাই, তা'হলেও তুমি মুক্ত হবে,—আমি সে সম্বন্ধে সমস্ত কথা লিখে আমার উকিলের কাছে রেখেছি।

বিলি। না মীরা আমার কথা আর তুমি ভেবোনা। তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর—আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

মীরা। না বিলি—তা হবেনা।

বিলি আশ্চর্য্য হইয়া মীরার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তার মানে? আমি তোমার কথার মানে বুঝতে পারলাম না।"

মীরা কহিল—তোমায় গারদে থাকতে হ'বে না। তুমি বাতাসের মত স্বাধীন হ'বে। কেবল দিন কতকের জন্য এই মিথ্যা অপবাদ থাকবে—যে কয়দিন, তোমার মনিবের সমস্ত টাকার সন্ধান করিতে না পারি। তারপর আমি আমার নিজের পরিচয় দিয়া তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করবো, এবং তখন সে কথা লোকে বিশ্বাস করবে। এখন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যে হঠাৎ তাহারা আমার কথা বিশ্বাস করে এরূপ আমার মনে হয় না। আপাততঃ আমি তোমায় এখান থেকে বার করে নিয়ে যা'ব।

বিলি। এই চোর অপবাদ ঘাড়ে করে, এখান থেকে যদি আমি পালাই তা'হ'লে প্রকারান্তরে, আমি যে দোষী তা' স্বীকার করা হ'বে।

মীরা। এখানে থা'কলেও তুমি অপরাধী ভিন্ন আর কিছুই নও। না, না, বিলি,—তোমার পবিত্র অঙ্গে চোর অপবাদ লেখা,—তা' আমার জীবন থা'কতে সহ্য হ'বে না। তা'র চেয়ে, ১।২ মাসের জন্য তুমি চোর—একথা তা'দের ভা'বতে দাও। তার পর যখন তোমার সমস্ত অপবাদ ঘুচে যাবে, এ পালানর মানে তখন বুঝতে পেরে, সকলেই তোমাকে একজন বীরপুরুষ বলবে। কিন্তু বিলি একবার বেড়ি পায়ে দিলে, চোর বলে একবার তোমার চামড়ায় দাগ দিলে, কেউ তোমার পানে ফিরেও চাইবে না। সহস্র চেষ্টাতেও তোমার পূর্ব্ব মান ও গৌরব ফিরবে না। তোমার জীবনের সুখশান্তি চিরদিনের

মত নষ্ট হবে। পলাও, বিলি!—নতুবা নিশ্চয় জেনো তোমার পবিত্র নামে—সুন্দর দেহে—"চোর"—অপবাদ লেখা দেখার পূর্ব্বেই আমার মৃত্যুই মঙ্গল।

বিলি। তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু মীরা আমরা একাজ কেমন করে সাধন করবো?

মীরা। সে বিষয় তুমি আমার উপর নির্ভর করতে পার আমি তোমাকে অতি সহজে এখান থেকে বার করে দেব।

বিলি। আমায় তা'হলে লুকিয়ে থাকতে হবে?

মীরা। সামান্য দিনের জন্য। যে ক'দিন আমি সমস্ত চালাক ধরতে না পারি। তুমিত ভীরু নও?

বিলি। না, আমি ভীরু নই।

মীরা। তা' আমি জানি। কিন্তু এখন শোন, আমার মনের কথা তোমায় সব বলেছি, এখন তোমার কি ইচ্ছা আমায় খুলে বল।

বিলি। সম্পূর্ণ ভার তোমার উপর। তুমি বনে জঙ্গলে, যেখানে নিয়ে যেতে চাও, আমি সেই খানেই যেতে রাজি আছি। যদি আবশ্যক হয়—তোমার পাশে দাঁড়িয়ে তোমার কথা রক্ষা করবার জন্য আমি মরতেও কুণ্ঠিত নই।

মীরা। যদি এত বিশ্বাস আমার উপর তোমার হয়ে থাকে তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি তোমায় ২।১ দিনের মধ্যেই এখান থেকে উদ্ধার করবো।

বিলি। কিন্তু মীরা এত কাণ্ড করার চেয়ে আমার মরাই ভাল ছিল। ২।৩ বার আসন্ন মৃত্যুমুখ থেকে আমায় বাঁচিয়েছ কিন্তু আমার জীবন বড় দুঃখময়। জন্মাবধি আমি দুঃখের

সাগরে ভাসছি, জীবনে আর আমার কিছুমাত্র মায়া নাই। বিনা দোষে কত কষ্ট সহ্য করছি, বিনা অপরাধে চোর অপবাদে হাজতে আছি, জানিনা জীবনে আর কত বিপদ, আর কত কষ্ট সহ্য করতে হবে। তার চেয়ে আমি মরি—মীরা—আমার জন্য তুমি আর কোন চেষ্টা করো না। আমার জন্য তুমি কেন বিপদে প'ড়বে। তোমার প্রতিহিংসা তুমি অপর উপায়ে পূর্ণ কর,—আমার মরণে বাধা দিও না।

মীরা। শুনেছি পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে, এ জন্মের সুখ দুঃখ ঘটনা হয়। আবার আত্মঘাতী হয়ে পাপের বোঝা বাড়াবে কেন? তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে যদি এত উতলা হও, এত অধীর হও,—তবে আমার কি হয়? উচিত একবার ভেবে দেখ দেখি? আমার জীবনের মূল্য কি? আমি মেয়ে মানুষ হয়ে কেন এই ডাকাতের দলে ঘুরে বেড়াচ্ছি? যে রকম বিপদের মাঝখানে আমি আছি—লোকের তা কল্পনা করতেও সাহস হয় না। কি আশায়—কার জন্য—আমি এত কষ্ট সহ্য করছি? আমার কে আছে—এই বিশাল পৃথিবীতে আমার —"আমার"—বলতে কেউ নাই। তোমার চেয়ে কি আমার প্রাণের মমতা বেশী?

বিনি। আমারও ত কেউ নাই মীরা—আমি এই এত বছরের মধ্যে, আপনার লোকত কাউকে পেলুম না। বাল্য-কালে দরিদ্রাবাসে প্রতিপালিত, কে মাতা, কে পিতা, জগতে কেউ আপনার আছে কি না, তা জানিনা। দরিদ্রাবাসে—দরিদ্রের ঘরেই দিন কাটিয়েছি। প্রায় ১৪ বছর সেখানে থাকার পর, একদিন একটী ভদ্রলোক, আমায় পোষ্যপুত্র করবার জন্য

নিতে এলেন। ভাবলুম—আমার দুঃখের বুঝি অবসান হলো। তার সঙ্গে যাবার সময়—সেই দরিদ্রাবাসের যিনি অধিকারিণী—তিনি গোপনে আমায় ডেকে, একখানি পত্র দিয়ে ব'ললেন, —"এই পত্রখানি তোমার. যিনি তোমায় এখানে রেখে গিয়াছিলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল উপযুক্ত সময়ে, তোমাকে এখানি যেন দেওয়া হয়। এখন তুমি বড় হয়েছ, নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারবে, বিশেষ এখান থেকে চলে যাচ্ছো বলেই তোমাকে আমি দিলেম। পত্রখানি পড়ে দেখ বোধ হয় তোমার পরিচয় এতে আছে।" কত আশায় বুক বেধে, মনের কত উদ্বেগ দমন করে, কম্পিত হস্তে—তার সামনেই পত্রখানা আমি খুলে ফেললুম। কিন্তু পত্র পড়ে কোন আশাই আমার পূর্ণ হ'লনা। লাভের মধ্যে জীবনের একটা লক্ষ ভ্রষ্ট হল। —মনের আশা চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে গেল। চখের জলে হৃদয়ের বেদনা কমলো না—বরং বেড়ে উঠলো!

মীরা। পত্রে কি লেখা ছিল?

বিলি। পত্রে লেখা ছিল—"তোমার প্রকৃত নাম, হেনেরিলিনিয়রবুটন; কিন্তু যতদিন না তোমার খোঁজ হয়, ততদিন তোমার এই প্রকৃত নামের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, করিলে বিপদে পড়িবে। ততদিন বিলিরেণর নামে আত্মপরিচয় দিও, যখন তোমার প্রকৃত নামে তোমাকে খুঁজিয়া আনিবে, সেই সময় তোমার জন্মের এবং তুমিই যে প্রকৃত হেনেবিলিনিয়র তাহার সমস্ত কাগজপত্র সেই সময় উপস্থিত করা হইবে।

"কিন্তু সেই সময় পর্য্যন্ত, তুমি তোমার মান, যশ, সম্ভ্রম ও গৌরব যাহাতে বজায় থাকে সেই চেষ্টা করিবে। এমন কোন

কাজ করিও না যাহাতে তোমার অপযশ হয়, তোমার পবিত্র বংশে ও তোমার নামে কলঙ্ক স্পর্শে। যে বংশে তোমার জন্ম, সে অতি মহৎ বংশ, যেন কোন প্রকারে তাহাতে কলঙ্ক স্পর্শ না করে সর্ব্বদাই সে কথা মনে রাখিয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবে। যথা সময়ে তুমি প্রভূত সম্পত্তি ও অতুল সম্মান লাভ করিবে, তোমার চিরদুঃখের অবসান হইবে।”

মীরা। ইহার মধ্যে কেউ তোমার প্রকৃত নামের খোঁজ করেনি?

বিলি। না।

মীরা। তবে বোধ হয় এখনও ঠিক সময় হয়নি।

বিলি। ভগবান জানেন, কতদিনে সে সময় হবে। কি হয়ত একেবারেই হবে না। আমার ত সব প্রহেলিকা বলেই বোধ হয়। যে আমার অদৃষ্ট তা'তে আমার ভাল হ'বে বলে বোধ হয় না।

মীরা। তার পর পোষাপুত্রের কি হল?

বিলি। আমি সেই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে চলে গেলুম। তিনি আমায় অতি যত্ন করে লেখা পড়া শিখাতে লাগলেন। একজন বড়লোকের ছেলের যাহা শেখা উচিৎ, যে রকমে চলা ফেরা উচিৎ তিনি আমায় সে সমস্তই শিখিয়েছিলেন। এই রকমে তিন চারি বৎসর কেটে গেল। একদিন রাত্রে হঠাৎ কে তাকে খুন করে গেল। তার জীবনের সঙ্গে আমার সমস্ত আশাভরসা ফুরিয়ে গেল। তিনি কোন উইল করে রাখেন নাই, কিম্বা থাকলেও কেউ তা দেখতে পায় নাই। যাহারা তার বিষয়ের অধিকারী হলেন, দয়া করে তাঁহারা আমাকে ৫০০৲ টাকা আর অনেক মিষ্ট উপদেশ দিয়ে, আমাকে আমার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য

এই বিশাল পৃথিবীতে ছেড়ে দিলেন। আমি আবার আশ্রয় শূন্য হইলাম। তার পর অনেক চেষ্টায়, এই আফিসের এই কাজে ভর্ত্তী হ'লাম। কিন্তু সুখে থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়, তা নইলে এ বিপদে পড়তে হবে কেন। সেই জন্যই জীবনে আর আমার মমতা নাই, কিন্তু তুমিই দু'বার আমায় মরতে দিলে না।

মীরা। সেও সেই ঈশ্বরের ইচ্ছায়। হয় ত কিছুদিন পরে তোমার এ দুঃসময় কেটে যাবে, অনন্ত সুখের অধিকারী হবে। সেই জন্যই আমায় উপলক্ষ করে তিনি তোমার জীবন রক্ষা কর্‌লেন।

বিলি একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া, একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল—"তুমি গাড়ীতে যাকে গুলি করেছিলে, সে বেঁচে আছে না মরেছে ?"

মীরা। মরেনি, কিন্তু মেরে ফেলার ইচ্ছাই আমার ছিল।

বিলি। এর আগে তুমি কি আমায় চিনতে ?

মীরা। না, আমি তোমায় কখন দেখিনি। ওদের দলে থেকে সেই দিনকার ডাকাতীর খবর আমি জান্তে পারি। সেই জন্য ষ্টেশনে তোমার সন্ধানে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। তোমার ভাগ্য ভাল যে তুমি আমায় সঙ্গে করে নিয়েছিলে।

বিলি। সেই সময় তোমার পরিচয় আমায় দিলে না কেন ?

মীরা। যদি এ রকম উল্টো ঘটনা না হ'ত, তা'হলে কস্মিন কালেও তুমি আমার পরিচয় পেতে না। কোন রকমে টাকাটা তারা নিয়ে যেতে না পারে, সেই চেষ্টাই আমার ছিল। কিন্তু আমি যেমন ভেবে ছিলাম, তার চেয়ে ক্ষিপ্র গতিতে তারা কাজ শেষ করে ছিল। আমরা যখন একদলকে আটকাচ্ছিলুম, অপর দল সেই সময় টাকার বাক্স নামিয়ে নিয়েছিল।

বিলি। তুমিও তাদের সঙ্গে নেবে গিয়েছিলে?

মীরা। তখনি, কারণ তাদের আগে আমার আড্ডায় পৌছান দরকার।

বিলি। আচ্ছা তাদের কি কোন সন্দেহ হয়নি, যে তুমি কে?

মীরা। না, কিন্তু তারা আমায় বার করবার চেষ্টায় আছে এমন সময় সেই গৃহের চাবি খোলার শব্দ হইল। মীরা চুপি চুপি বিলিকে কহিল—"ভয় করিও না, আমি তোমায় ৫।৭ দিনের মধ্যেই এখান থেকে বার করে নিয়ে যাবো।

প্রহরী প্রবেশ করিল, মীরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিলিকে কহিল—"আমি আবার একদিন আসবো। সেই সময় ঈশ্বরের কৃপায় যেন তোমাকে এ অপেক্ষা সুস্থ দেহ দেখতে পাই।" উভয়ে প্রস্থান করিল, কারাগারের লৌহ কপাটের ঝন্ ঝন্ শব্দে বিলির পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হত্যাকাণ্ড।

মীরা কারাগার হইতে বাহির হইয়া, বরাবর রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিল এবং তথা হইতে ট্রেণে উঠিয়া পরবর্ত্তী গ্রামে আসিয়া নামিল। মীরা যখন ষ্টেশন হইতে বাহিরে যাইবার জন্য ফটকের নিকট আসিয়াছে, সেই সময় একব্যক্তি তাহার কাঁদে হাত দিয়া, যেখান হইতে মীরা আসিতেছে

সেই ষ্টেশনের নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি—ষ্টেশন হইতে আসিতেছ?"

মীরা উত্তর করিল,—"হাঁ।—কেন?"

আগন্তুক। একজন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন।

মীরা। কে তিনি?

আঃ। তুমি দেখলেই চিন্তে পারবে।

মীরা। তুমি কে?

আঃ। তিনিই আমার পরিচয় দেবেন।

মীরার তখন মনে পড়িল এই রকম একব্যক্তি পরবর্ত্তী ষ্টেশন হইতে যেন তা'র সঙ্গ লইয়াছে। মীরা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি চাও?"

লোকটা মীরার একটু নিকটে আসিয়া, চুপি চুপি বলিল—"তুমি ছদ্মবেশে আছ, আমি তোমাকে চিনেছি, তাই বরাবর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।"

মীরা বিস্মিত হইয়া কহিল—"তুমিও কি—

আঃ। আমিও গোয়েন্দা।

মীরা। আমার কাছে কি তোমার কিছু দরকার আছে?

আঃ। হাঁ, কিন্তু এখানে নয়।

মীরা। কোথায় যেতে হবে?

আঃ। যেখানে নির্ব্বিঘ্নে আমরা আমাদের কাজের কথা বলতে পারবো।

মীরা একটু ইতস্ততঃ করিল, একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিল। ডিটেক্‌টিভের কাছে তার কোন ভয় নাই। কিন্তু

যদি এব্যক্তি দস্যুদের গুপ্ত চর হয়, তাহলেও তাকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিশেষ দরকার। বিশেষ লোকটা কে সেটা ঠিক করা নিতান্ত আবশ্যক। সাত পাঁচ ভেবে চিন্তে মীরা কহিল—"চল আমি তোমার সঙ্গে যাবো।"

উভয়ে সেখান হইতে বাহির হইল। খানিকদূর আসিয়া মীরা দেখিল পথের ধারে একখানা টমটমগাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ী দেখাইয়া লোকটা মীরাকে কহিল—"এই গাড়ী করে আমার বাসায় যেতে হবে।"

মীরা। গাড়ী করে যেতে হবে!—কতদূর তোমার বাসা?

আঃ। প্রায় ক্রোশ খানেক।

মীরা। তবে যাওয়া হবেনা—আমার সময় নাই।

আঃ। না গেলেই নয়। কোন বিশেষ পরামর্শের জন্য, আমাদের উপরওয়ালা তোমার জন্য সেখানে বসে আছেন।

আবার মীরার মনে সন্দেহ হইল—"লোকটা কে?" কিন্তু ভয়ের কোন চিহ্ন তার মুখে প্রকাশ পাইল না। যে কাজে মীরা ব্রতী তাতে সর্বদাই প্রাণ হাতে করিয়া ফিরিতে হয়। একটু অনামনস্ক হইলেই, কোন রকমে ছদ্মবেশের যদি একটু মাত্র প্রকাশ হয়, সেই দণ্ডেই তাহার জীবন যাইবে। কিন্তু এত বিপদ সত্ত্বেও মীরা তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করে না। যে কাজ একজন সাহসী পুরুষ করিতে ইতস্ততঃ করে, মিরা অনায়াসে সে কাজে অগ্রসর হয়। তাহার হৃদয়ে এমন অসীম বল—এমন তার সাহস। গাড়ী চলিতে লাগিল ক্রমে একটা বনের ধারে আসিয়া গাড়ী উপস্থিত হইল। নিকটে পাহাড় তাহার চারিদিকে উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী—মধ্যে নিবিড় জঙ্গল—যেন দুষ্কর্মের প্রকৃত স্থান।

স্থান দেখিয়া মীরার সন্দেহ দূর হইল, সে সঙ্গীকে কহিল—"তুমি আমার পিছু লেগেছ, কেমন?

সঙ্গী কহিল—"হাঁ। আমি আজ কদিন তোমার গতিবিধি দেখে বেড়াচ্ছি।"

মীরা। আমার গতিবিধি দেখবার তোমার দরকার?

সঙ্গী। আমার কিছুই বলবার হুকুম নেই—তিনিই সব বলবেন এখন।

মীরা। তুমি আমাকে এইরকম মিথ্যাকথা বলে আনবার জন্য প্রস্তুত ছিলে?

সঙ্গী। হাঁগো! যদি সহজে না হত, তবে জোর করেও আমি তোমায় সঙ্গে আনতুম।

মীরা। যখন বুঝতে পারবে, তখন দেখবে তোমার মস্ত ভুল হয়েছে।

সঙ্গী। আমি বুঝতে পারলুম না। কিন্তু আমরা এই খানেই নামবো।

উভয়েই বনের ধারে গাড়ী হইতে নামিল। ঘোড়াটা একটা গাছে বাঁধিয়া, গাড়ী খানাকে রাস্তার একধারে টানিয়া রাখিয়া কহিল—"এইবার এসো।"

মীরা। এই বনের ভিতর কোথা যাবে?

সঙ্গী। এই—খানিক দূর।

মীরা। তুমি কি—

মীরার কথা শেষ না হইতেই লোকটা এমন ভাবে হাসিয়া উঠিল, যে সে হাসিতে খুব সাহসী লোকেরও প্রাণে কেমন একটা আতঙ্ক হয়, কিন্তু মীরা তাহাতে ভীত হইল না। স্বাভাবিক

ধীরস্বরে মীরা সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোন পথে যাবে?" একটা পথ দেখাইয়া লোকটা কহিল—"চল এই পথে যাই।"

মীরা। এ পথ কোথায় গিয়াছে?

সঙ্গী। এই পথেই আমরা যাব—বাস্!

মীরা। যদি আমি না যাই।

ভ্রূকুটি করিয়া লোকটা কহিল—"আমি জোর করে তোমায় নিয়ে যাব। তুমি আমার গ্রেপ্তারি—আসামী।

মীরা। আমি আসামী!

সঙ্গী। হাঁ।

মীরা। কিসের জন্য?

সঙ্গী। ডাক গাড়ীতে ডাকাতের সহায়তা করার জন্য। একটু হাসিয়া মীরা কহিল—আমি যদি আসামী, তবে এখানে আনা হল কেন? আমায় পুলিসে দিলে না কেন?

সঙ্গী। পুলিসে দেবার আগে, আমাদের কর্ত্তা তোমার সঙ্গে ২।১টা কথা কহিতে ইচ্ছা করেন।

লোকটা ক্রমে অধৈর্য্য হইতেছে দেখিয়া মীরা আর কোন কথা না বলিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে আরম্ভ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, কুয়াশায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। সেই অন্ধকার বনের পথে উভয়ে চলিতে চলিতে ক্রমে পাহাড়ের ধারে একটা নদীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে পুল ছিল—উভয়ে সেই পুলের উপর উঠিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া মীরা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, দেখিল চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল ২০০ শত হাত নিচে পাথরের ভিতর দিয়া সেই পার্ব্বত্যনদী খরস্রোতে প্রবাহিতা। আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছে, শুভ্র ফেন

পুঞ্জ চন্দ্রালোকে মণ্ডিত হইয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে। মীরা তাহার সঙ্গীর বদন পানে চাহিয়া দেখিল, দেখিল তাহার নয়ন হইতে এক অস্বাভাবিক জ্যোতি বাহির হইতেছে। মূর্ত্তি পূর্ব্বাপেক্ষাও যেন ভয়ঙ্কর হইয়াছে। বুদ্ধিমতী মীরা সমস্তই বুঝিতে পারিল,—তাহার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াও ছিল। মীরার মনে সন্দেহ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, লোকটা পুনরায় বিকট হাসি হাসিয়া, তাহার মস্তকের টুপি, কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ, মাথার পরচুল এবং চোখের চসমা খুলিয়া নিজ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিল। মীরা দেখিল তাহার ছদ্মবেশী সঙ্গী—দস্যুদলের একজন।

"তুমি কি আমায় চেন?"—ভাঙ্গাগলায়, অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া দস্যু মীরাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি আমায় চেন?"

স্থির স্বরে মীরা উত্তর করিল—"কই না। আমি তোমায় কেমন করে চিনবো!"

দস্যু কহিল—"আমিও তা জানি। চিনতে পারলে কখন তুমি আমার সঙ্গে আসতে না। কিন্তু আমি তোমায় চিনি, তুমিই সে ছুঁড়ী, যে ডাকাতির সময় বিলিয়েনারের সঙ্গে ভাব করেছিল, তুমিই সেই হারামজাদী—যে আমাদের ভাবাকে গুলি মেরেছিল—কেমন?"

মীরা হাসিয়া উত্তর করিল—"ভাল, ভাবো যেন আমি!"

দস্যু। তুমি জান, কেন আমি তোমায় এখানে এনেছি?

মীরা। কি জানি—বুঝি ভয় দেখাবার জন্য?

উত্তেজিত স্বরে দস্যু কহিল—"না না, মিস্, তা ভেবো না।

তুমি যেই হও, আমি তোমাকে মেরে ফেলবার জন্যই এখানে এনেছি এবং এখনি সে কাজ শেষ ক'রবো।"

এই বলিয়া দস্যু বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে তাহার পিস্তল বাহির করিতে লাগিল।

তাহাকে পিস্তল বাহির করিতে দেখিয়া, গম্ভীর স্বরে মীরা কহিল—"থাক, অত কষ্ট তোমায় করতে হবে না.—আমি সব বুঝতে পেরেছি।"

শোণিতলোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফ দিয়া, দস্যু মীরার সম্মুখে পতিত হইল।

তীব্রস্বরে মীরা কহিল—"খবরদার! যেখানে আছ সেই খানে দাঁড়াও।"

দস্যু কহিল—"এখন আমি জানলুম তুই কে।"

মীরা। কে আমি? চিনলে কি আমায়?

দস্যু। তুই! তুই মীরা! তুই হারামজাদীই আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছিস। তোর জন্যই আমরা কোথাও ডাকাতি করতে পারছি না। কিন্তু আর তুই আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবি না, আজ তোর শেষ!

এই বলিয়া মীরাকে লক্ষ্য করিয়া দস্যু পিস্তল ছুড়িল, কিন্তু মীরার পরিবর্ত্তে, একটা যন্ত্রণাসূচক চীৎকার করিয়া দস্যু লাফাইয়া উঠিল। মীরার গুলিতে সে আহত হইয়াছে।

আহত বন্যশূকর যেমন হত্যাকারীর প্রতি ধাবমান হয়, সেও সেইরূপ ভীষণ ভাবে মীরাকে হত্যা করিবার জন্য ছোরা হাতে করিয়া ছুটিল। কিন্তু মীরাকে আঘাত করিবার পূর্ব্বেই পুনরায় মীরার পিস্তলের গুলি আসিয়া তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া

টলিয়া গেল। দস্যু ধরাশায়ী হইল। পড়িয়া গিয়া দস্যু কহিল—"তোর হাতে আমায় মরতে হল ?"

মীরা বলিল—"আমি তাতে দুঃখিত নই—ষ্টিব! কারণ তুমি প্রধান বদমায়েস।"

দস্যু কহিল—"ওঃ! তুই আমায় চিনিস তবে ? কিন্তু তোর মৃত্যু নিশ্চয়। তোকে খুঁজে বা'র করবার জন্য আমরা সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

দস্যু নিস্তব্ধ হইল, তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেল। যাহাকে মারিতে আসিয়াছিল, তাহার পদতলে তাহার জীবনহীন দেহ পড়িয়া রহিল। মীরা তাহার সেই মৃতদেহ পুলের উপর হইতে নদী জলে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভীষণ পরীক্ষা।

প্রায় তিন মাস হইল দস্যুরা কোন গতিকে জানিতে পারে যে তাহাদের একজন নূতন শত্রু উপস্থিত হইয়াছে। যে পরামর্শ তাহারা করে, তাহা যেখানে বসিয়া বা যত গোপনে হউক না কেন, সে কথা, সে গুপ্ত পরামর্শ অপ্রকাশ থাকে না। যেখানে ডাকাতি করিতে যাইবে, সেই খানেই বাধা পায়; কেমন করিয়া গৃহস্বামী সে কথা পূর্ব্বেই জানিতে পারে। এই কারণে তাহারা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছে। কিন্তু কে বা কাহার দ্বারা এমন কথা

প্রকাশ হয়, কোন মতেই তাহারা সে ব্যক্তিকে ধরিতে পারি-তেছে না।

ক্রমে কোন ঘটনায় তাহারা দেখিল, তাহাদের সেই প্রধান শত্রু—সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু দলের ভয়ের কারণ, একটী ১৫।১৬ বৎসরের বালিকা, নাম মীরা।—একজন মেয়ে গোয়েন্দা! তাহার দ্বারাই, তাহাদের এত অনিষ্ট হইতেছে।

কিন্তু মীরা কেমন করিয়া তাহাদের এই সমস্ত গুপ্ত পরামর্শ জানিতে পারে, এই ভাবিয়া তাহারা অতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল। এ যাবৎকাল মীরাকে তাহারা কখন দেখে নাই, কেবল আন্দাজে তাহার অনুসরণ করিয়া তাহাকে খুঁজিতে ছিল। বিলির সঙ্গে মীরাকে সেই রাত্রে তাহারা দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিতে পারে নাই। যদিও তাহারা অতি কষ্টে সে রাত্রে লুণ্ঠনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু সে টাকার বখরা করিতে সাহস হয় নাই। কারণ তাহারা বুঝিয়াছিল, যে টাকা বখরা করিতে বসিলেই ধরা পড়িতে হইবে। সেইজন্য তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আগে মীরাকে মারিয়া তাহার পর অপর কাজ করিব।

এই সময় মীরাকে সাহায্য করিবার জন্য নিউইয়র্কের বিখ্যাত একজন গোয়েন্দা নিযুক্ত হইয়াছিল।

ইউরোপের যত সওদাগর, রেলওয়ে কোম্পানী এবং বিলাতের যত ধনী লোক মিলিয়া দস্যুদল ধরিবার জন্য অনেক টাকা পারিতোষিক ঘোষণা করিয়াছিল। পুলিস হইতেও একটা ঘোষণা পত্র বাহির হইয়াছিল—কিন্তু পুলিসের বাহাদুরী সকল স্থানেই সমান।

ডাকগাড়ী লুণ্ঠনের পরেই, সমস্ত দস্যু একত্রিত হইয়া একটা গোপন সভা করিয়া সকলে স্থির করিল, যে কোন উপায়ে হউক মীরাকে ধরিতে হইবে। সে নিশ্চয়ই জেলখানায় বিলিকে দেখিতে যাইবে, সেখান হইতে ফিরিবার সময়, তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বধ করা হইবে। সেইজন্য দিবারাত্র জেলের ধারে পাহারার বন্দোবস্ত হইল। অনেক দিনের পরিশ্রমের পর, তাহারা কৃতকার্য্য হইল, মীরাকে ভুলাইয়া দূর জঙ্গলে লইয়া গেল। যে সময় ছদ্মবেশে মীরা জেলখানায় প্রবেশ করিয়াছিল, সে সময় ষ্টিবের পাহারা। সে দেখিবা মাত্র মীরাকে ছদ্মবেশী বলিয়া চিনিতে পারিল, এবং শত্রুকে নিকটে পাইয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া তাহার নিধন সংকল্প স্থির করিতে লাগিল। তার পর কিরূপে মীরাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল এবং ষ্টিবের পরিণাম কি হইয়াছিল, পাঠক পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

দস্যুদলের সর্দ্দারের নাম মার্কলে। মার্কলে সুশিক্ষিত এবং উচ্চকুলোদ্ভব, কিন্তু সঙ্গদোষে পূর্ব্ব সম্পত্তি নষ্ট করিয়া দস্যুদলে মিশিয়াছিল। পাঠক! বিলাতে প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে। মার্কলে দলপতি ছিল বটে, কিন্তু যে গ্রামে অপর দস্যুরা থাকিত সে সেখানে থাকিত না। সুদূর চিকাগো সহরে, ভাল হোটেলে, খুব ধনীর ন্যায় সে বাস করিত। তাহার আমীরের ন্যায় চালচলন দেখিয়া কেহই অনুমান করিতে পারিত না, যে এই সম্পত্তিশালী ভদ্রলোকটী—দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের সর্দ্দার।

মার্কলের একটী ছোকরা চাকর ছিল,—সে বোবা ও কালা। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া, সকলে তাহাকে ভারতীয় বালক বলিয়া ডাকিত।—তাহার আদত নাম পিক্রু।

তাহার সুন্দর চেহারা, কার্য্যতৎপরতা, অধিকন্তু কালা ও বোবা দেখিয়া দলপতি তাহাকে পছন্দ করিয়া রাখিয়াছিল। বোবা ও কালা বলিয়া তাহাদের কার্য্যের কোন ব্যাঘাত হইত না, সঙ্কেতে সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ হইত।

দস্যুদলের সমস্ত গুপ্তকথা পিড্রুর সামনেই হইত, তাহাতে কেহ কোন দ্বিধা ভাবিত না। এক দণ্ডের জন্যও তাহাদের মনে উদয় হয় নাই যে এই বোবা ও কালা ছোকরা তাহাদের প্রধান শত্রু, দস্যুদল ধরাইয়া দিবার প্রধান উদ্যোগী—মীরা!

দস্যুকবল হইতে বিলিকে উদ্ধার করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করা অতি কঠিন কাজ। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াও যখন সমস্ত অপরাধ বিলির উপর পড়িল, তখন মীরা অত্যন্ত চিন্তিত হইল। এ রকম ভাবে যে পাশা উল্টাইয়া যাইবে, সে ধারণা মীরার হয় নাই। তখন মীরার প্রধান কাজ—বিলিকে উদ্ধার করিয়া দস্যুদলকে ধরাইয়া দেওয়া। সেই নিমিত্ত সে ছদ্মবেশে বিলির সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া তাহার মনের কথা সব তাহাকে বলিয়া আসে, এবং বিলিকে আশ্বস্ত করে। বাহিরে আসিয়া ষ্টিবের হাতে যখন পড়িল, তখন মীরার মনে ভয় হইয়াছিল, হয়ত তাহার পিড্রু নাম প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু ষ্টিব যখন মীরা ভিন্ন অপর নাম বলিল না, তখন মীরার সাহস হইল, ভাবিল, এখন কিছুদিন সে দস্যুদলে থাকিতে পারিবে। কিন্তু তাহার জীবন যে বিপদাপন্ন, পদে পদে যে শত্রু ঘুরিতেছে, সে তাহা বুঝিতে পারিল। ষ্টিবকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়া মীরা পুনরায় সেই ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। তখন তাহার আর পূর্ব্বের বেশ নাই। তখন সে পিড্রু। সেই দিন তাহার মনিব—মার্কলে,

সেই খানে আসিবে। গুপ্ত সভায় কি পরামর্শের নিমিত্ত ডাকাতেরা তাহাকে আসিবার জন্য সংবাদ দিয়াছে। পিক্রকে পূর্ব্বে জানান হইয়াছে, সে তাহার মনিবের প্রতীক্ষায় ষ্টেশনে উপস্থিত থাকে।

পিক্র দস্যুদলের বড় আবশ্যকীয় ভৃত্য। গুপ্ত সভায় সে প্রহরীর কাজ করে,—অথচ তাহার দ্বারা কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। আবার তাহাদের বিশ্রামের সময়,—মদ, সোডা, চুরুট প্রভৃতি আনিয়া দিতে—পিক্র অগ্রগামী। কাজেই পিক্রকে সকলেই ভালবাসিত।

যথা সময়ে ট্রেন আসিয়া ষ্টেশনে পৌছিল। মার্কলে গাড়ী হইতে নামিলে পিক্র দৌড়াইয়া গিয়া তাহার দ্রব্যাদি নিজহস্তে লইয়া উভয়ে ষ্টেশন ত্যাগ করিল এবং যথা সময়ে যেখানে সে দিনের গুপ্ত সভা হইবে, সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সেখানে অপর সকলেই উপস্থিত ছিল। দলপতি উপস্থিত হইলে সকলে যত্ন করিয়া তাহাকে ভিতরে বসাইল এবং মদ, চুরট দিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল।

আজ তাহারা ডাকগাড়ীর লুটের টাকা বখরা করিবার পরামর্শের জন্য সমবেত হইয়াছিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, দলপতি জিজ্ঞাসা করিল—

"আমায় কিজন্য তোমরা সংবাদ দিয়াছ? তোমাদের মনের ভাব, এবং আমায় কি করতে হইবে খুলিয়া বল।"

তাহাদের মধ্যে যে প্রধান, তাহার নাম ডেলজন।

ডেলজন বলিল—"টাকাটা ভাগ করে নেবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হয়েছে। সেই জন্যই তোমায় খবর দেওয়া হয়েছে।"

দলপতি। বেশ, ভাল কথা। তোমরা যা', বলবে, তোমাদের যা', মত হবে,—আমারও সেই মত।

আর একজন বলিল—"ভাগের এত দেরী কেন হচ্ছে, আমি তা বুঝতে পারছি না।"

ডেলজন বলিল—"ও কথার উত্তর আমি দিচ্ছি। লুটের টাকার মধ্যে অনেক টাকা নম্বরী নোট ও চেক আছে। যে রকম হৈ চৈ হয়ে পড়েছে, চারি দিকে যে রকম তল্লাস হচ্ছে, তাতে নোট কিম্বা চেক যে ভাঙ্গাতে যাবে, সেই ধরা পড়বে, তাকে আর ফিরে আসতে হবে না। এমন ভাবে হৈ চৈ, আর কখন হয়নি। এখন একটা বিষয় নিশ্চিন্ত হতে পারলেই আমরা সব সুবিধে করে নিতে পারি।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল—"কি বিষয়?"

সেই সময় কে যেন কোথা হইতে বলিল—"মীরা!" অন্ধকার রাত্রে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে, অশান্ত বালকদের নিকট ভূতের নাম করিলে যেমন তাহারা ভয়ে চুপ করিয়া থাকে, নড়ে চড়েনা, এই আলোকিত ঘরে, সুরোন্মত্ত নরঘাতী দস্যু-দলের নিকট, মীরার নাম উচ্চারিত হওয়ায় ঠিক সেই ফল ফলিল। সকলেই নিস্তব্ধ, কাহার মুখে আর কথা সরিল না। প্রত্যেকের নিশ্বাসে, প্রত্যেকেই যেন চমকিত হইতে লাগিল। গৃহে মানুষ আছে বলিয়া বোধ হইতেছে না সমস্ত নিস্তব্ধ।

কেবল অদূরে একখানি বেঞ্চের উপর নিদ্রিত বালকের নাসিকাধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল।

অনেক কষ্টে গলা পরিষ্কার করিয়া, আস্তে আস্তে দলপতি কহিল—"ডেলজন ঠিক বলিয়াছে, যতদিন না সেই হারামজাদীকে

ধরা যায়, ধরে তাকে মেরে ফেলা না যায়, ততদিন আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে কোন কাজ করতে পারবো না, করতে গেলেই বিপদে পড়তে হবে।" ডেলজন সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, তাহার পকেট হইতে একখানি বৃহৎ ছোরা বাহির করিল, এবং তাহার অগ্রভাগটা টেবিলের উপর পুঁতিয়া—কম্পিতস্বরে কহিল—"আমি কিছু বলতে ইচ্ছা করি।" সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ডেলজন পুনরায় বলিল—"যেদিন আমাদের এই শেষ ডাকাতির পরামর্শ হয়েছিল, সে কথা তোমাদের বেশ মনে আছে, কেবল আমরা তিনজন সেখানে ছিলাম। তার মধ্যে আমি একজন, মার্কলে একজন, আর ডারবি একজন, এই তিনজন মাত্র সেখানে। আমাদের কথা ছিল, যা'বার আধঘণ্টা আগে ভিন্ন একথা কাহাকেও জানিতে দেওয়া হবে না, কিন্তু কাজের সময় আমরা কি বাধা পেয়েছিলাম,—সে কথা মনে আছে কি?" সকলেই নিস্তব্ধ, কেহই সে কথার উত্তর দিল না। ডেলজন পুনরায় বলিল—"এত গোপনে পরামর্শ করেও, সে কথা কিন্তু অপ্রকাশ ছিল না—কোন কথা থাকেও না। যেখানে আমরা যাই, সেই স্থানেই সেই হারামজাদী—সেই স্থানেই ডিটেক্‌টিভের পাল, আমাদের কাজে বাধা দেয়। ডাকগাড়ীতে সেই হারামজাদী মীরা—ডারবিকে তো তার হাতে প্রাণ দিতে হ'ল,—আমাদের একজন বিশ্বাসী বন্ধু হারালুম। কত বেগ পেয়ে তবে আমরা সে কাজ উদ্ধার করেছিলাম। যখন আমরা বলি নাই, তখন একথা কেমন করে প্রকাশ হয়? আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যেই কেহ একথা প্রকাশ করে।"

কাহার মুখে কথা নাই, সকলে অবাক্ হইয়া ডেলজনের কথা শুনিতে লাগিল। ডেলজন থামিল, গৃহটী নিস্তব্ধ হইল, এত নিস্তব্ধ, বোধ হয় একটী সূচ পড়িলেও তাহার শব্দ শোনা যায়। কেবল নিদ্রিত পিদ্রুর নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাস শোনা যাইতে ছিল। ডেলজনের শেষ কথায় দলপতির বদন বিষণ্ণ হইল। কিন্তু এই সময়ে পিদ্রু বা মীরার আন্তরিক অবস্থা কি ভয়ানক তাহা পাঠক একবার আপন মনে ভাবিয়া দেখুন। যদিও সে নিদ্রার ভান করিয়া আছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সে সমস্তই শুনিতেছে, এবং তাহাকে যে কতটা সন্দেহ করিয়া ডেলজন একথা বলিতেছে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মীরার তা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাহার অন্তরে অত্যন্ত আশঙ্কা হইল, কিন্তু বাহিরে তাহার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পাইল না,—শ্বাস প্রশ্বাসেরও কোন তফাৎ হইল না।

ডেলজন পুনরায় বলিল "আমি বলিতে পারি কে এ কথা প্রকাশ করে, এবং সেই বিষয় আমি আজ পরীক্ষা করিব। ডারবি যে কথা আমায় বলিয়াছিল, তাই ঠিক, আমারও তাই বিশ্বাস হইয়াছে। আজ তার সত্যাসত্য প্রমাণ করিব।

দলপতি তখনও নীরব; কেবল একদৃষ্টে ডেলজনের মুখের পানে চাহিয়া আছে। আর সেই ঠেশ দেওয়া কথা শুনিতেছে। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ডেলজন পুনরায় বলিল—"কিন্তু তা বলে মার্কলের দ্বারা এ কথা প্রকাশ হয়, এমন ধারণা তোমরা করো না। কিন্তু বল দেখি ভাই, আমাদের পরামর্শ মীরা কেমন করে জানিতে পারে? আমি সেই কথাই তোমাদের আজ বলবো।, তবে তাড়াতাড়ি করোনা, বসে দেখ আমি কি করি।"

সকলেই নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া, সোৎসুক নয়নে তাহার বদন পানে চাহিয়া রহিল।

ডেলজন বলিল—"যদিও আমরা তিনজনে সেই গভীর রাত্রে সেই পাহাড়ের গর্ত্তের ভিতর বসে পরামর্শ করেছিলাম, সেখানে শুনিবার লোক আর কেহ না থাকিলেও আমরা চারজন ছিলাম এবং সেই জন্য আমি জানিতে চাই—যে সেই কালা, তখন বা কেমন ছিল আর এখন বা কেমন আছে।"

সকলের দৃষ্টি সেই নিদ্রিত পিদ্রুর উপর পড়িল। সকলেই দেখিল সে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত।

আস্তে আস্তে দলপতি কহিল—"অসম্ভব!—বিশ্বাস হয় না।" ডেলজন বলিল—"অসম্ভব বটে, কিন্তু আমাদের গোপনীয় কথা বাহির হওয়া—সেটাও অত্যন্ত অসম্ভব।"

দলপতি। তুমি কি ধারণা কর?

ডেলজন বলিল—'আমি পরীক্ষা করিতে চাই।'

সকলেই তাহাতে সম্মতি দিল।

ডেলজন তখন অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—"আমাদের এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার দরকার।"

একজন বলিল—"তোমার কথাই ঠিক ডেলজন।"

ডেলজন বলিল—"যার দ্বারা আমাদের অনিষ্ট হয়, যার দ্বারা আমরা বিপদে পড়ি, তেমন লোকে আমাদের কাজ কি? তার জীবনে আমাদের মায়া কি?"

আর একজন বলিল—"কিছুই না।"

ডেল। আমিও তাই বলি—কিছুই না। আমরা যদি ওই

ছোঁড়াটাকে ওই খানেই কেটে ফেলি, তাহলে বোধ হয় আমরা নিশ্চিন্ত হই। তোমরা কি বল?

দলপতি বলিল—"আমি ওকে ত্যাগ করলুম, তোমরা যা ইচ্ছা কর।"

ডেল। তোমার তা'হলে কোন আপত্য নাই?

দলপতি। কিছু না।

—"তবে জাগাও ওকে"—

ডেলজন গিয়াই পিদ্রুকে (মীরা) তুলিল। এ রকম ঘুম ভাঙ্গান তাহার অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটিত। সেইজন্য কোন রকম ভীত না হইয়া, স্বাভাবিক ভাবে নিদ্রা ভাঙ্গিলে যেমন লোকে উঠে, কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিলে যেমন লোকে একটু বিরক্ত হয়,—পিদ্রুও ঠিক সেই রকমে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন রূপ ভয়ের চিহ্ন তার বদনে প্রকাশ পাইল না।

পিদ্রু উঠিলে, কর্কশ বচনে, আধা হিন্দি আধা ইংরাজীতে, ডেলজন বলিল—"বদমায়েস, পাজি, বাদর! এতদিন তোর ওই কচি লালমুখ দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখে, আমাদের সর্ব্বনাশ কচ্ছিলি, কিন্তু আজ তোকে আমরা ধরেছি, আর তোর নিস্তার নাই।"

পিদ্রু যেন সে কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না, সে পূর্ব্বের ন্যায় হাসি হাসি মুখে তার মনিবের দিকে চাহিয়া ডেলজনের কথার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিল।

কিন্তু মার্কলে কথা কহিবার পূর্ব্বেই ডেলজন পুনরায় বলিল—"শোন! আর তোকে আমরা চাইনে। তোর জুয়াচুরি ধরা পড়েছে, তোকে আমরা আজ কেটে ফেলবো।"

তথাপিও পিদ্রুর মুখের কোন ভাবান্তর হইল না। সে যেন

কিছুই শুনিতে পায় নাই, কিছু যেন সে বুঝিতে পারে নাই, সেইরূপ ভাবে ডেলজনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ডেলজন আবার বলিল - "আমার কথা বুঝিতে পারলি? তুই শুন্‌তে পাস?"

পিড্রু বিস্মিত হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কোন রকমে কৃতকার্য্য না হইয়া দলপতিকে ডেলজন কহিল—"আমার কথা ওকে বুঝিয়ে দাও।"

মার্কলে যখন সঙ্কেত দ্বারা তাহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিল, তখন পিড্রুর মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। সে ছল ছল চক্ষে, বিষণ্ণ বদনে তাহার মনিবের পা দুখানি ধরিয়া করুণা ভিক্ষা চাহিল।

পিড্রুর পরীক্ষা কালে, গৃহের সকলের দৃষ্টিই তাহার উপর ছিল, প্রথমে সকলেরই সন্দেহ হইয়াছিল, যে ডেলজনের অনুমান সত্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষার ফল দেখিয়া সে সন্দেহ সকলের মন হইতে দূর হইল। তখন তাহার ভয় মিশ্রিত কাতর বদন দেখিয়া একজন বলিল—

"আর ওকে ভয় দেখিয়ে কাজ নাই। বাস্তবিক ও একটা থামের মত।"

ডেলজন বলিল—"তোমাদের কথাই ঠিক, ও জন্মাবধিই বোবা কালা। কিন্তু ভাবনা যে আরো বেশী হ'ল।"

এই কথা বলিয়া ডেলজন পিড্রুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল এ কথায় তার মুখের কোন ভাবান্তর হয় কি না। কিন্তু পিড্রু সে কথাও যেন শুনিতে পাইল না, সেইরূপ ভাবেই তার মনিবের পা জড়াইয়া রহিল। পরিশেষে মার্কলে সঙ্কেত দ্বারা বলিল—"ডেলজন তোমাকে তামাসা করিতেছে—ও সব মিছা কথা।"

এইবার পিক্রর মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইল, সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডেলজন বলিল—"এতো হ'ল, কিন্তু এ বিষয় যে কোন উপায়ে হোক, আমাদের বা'র করতে হবে।"

এমন সময় বাহির হইতে কে দরজায় আঘাত করিল। মার্কলে জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি?"

আগন্তুক তাহাদের সাঙ্কেতিক কথায় উত্তর দিল।

একজন উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। আগন্তুক ভিতরে প্রবেশ করিল। তার মুখের ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল কোন একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে।

মীরাকে ধরিবার জন্য নূতন পাঁচজন লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা পালা করিয়া দিবারাত্রি জেলখানার চতুর্দ্দিকে পাহারা দিবে এবং মীরাকে পাইলে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া নিধন করিবে এইরূপ আদেশ ছিল। আগন্তুক তাদের একজন। লোকটা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে দলপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এত রাত্রে—এত ত্বরস্ত—কি খবর?"

লোকটা কহিল—"ষ্টিবের মৃত্যু হইয়াছে।"

সকলেই বিস্মিত হইয়া সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—

"কে তাকে মারলে?"

দস্যু। যদিও আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু আমার বোধ হয় মীরার হাতেই তার মৃত্যু হয়েছে।

সকলে নির্ব্বাক হইয়া আগন্তুকের মুখ পানে চাহিয়া রহিল। কাহার মুখে আর কথা সরিল না। অনেকক্ষণ পরে দলপতি বলিল—"সব খুলে বল।"

দস্যু কহিল—"আমি ও ষ্টিব আজ বিকালের পাহারায় ছিলাম, একজন মেয়ে মানুষ জেলের ভিতর এসে ঢুকলো, তাকে দেখেই ষ্টিব আমায় বল্লে,—"ওই দেখ আমাদের শিকার! যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে বেরিয়ে আসে ততক্ষণ আমরা সেই খানেই রইলুম। ইতিমধ্যে আমাদের পরামর্শ হলো যে ষ্টিব তার সঙ্গ নেবে, তাকে ভুলিয়ে পাহাড়ের ধারে নিয়ে যাবে, আমি একটু পরে, একটু তফাতে তফাতে তার সঙ্গে গিয়ে যথা স্থানে মিশবো। তার পর পাহাড়ে নদীর সেই শাঁকোর উপর তাকে মেরে ফেলে, নদীতে ফেলে দেওয়া হবে।"

দস্যু একবার চুপ করিল, হত্যার কথা মনে হওয়ায় তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো।

তাই দেখে মার্কলে বলিল—থেমনা শীঘ্র বলে ফেল।

দস্যু বলিতে লাগিল—সেই পরামর্শের পর আমি সেখান থেকে সরে গেলুম, একা ষ্টিব রইলো। কিন্তু এখন দেখছি ষ্টিব তাকে মারতে পারেনি,—নিজেই মরেছে।

মার্কলে। তুমি তার সঙ্গে যাওনি কেন?

দস্যু। আমায় বল্লে দুজন দেখ্‌লে যদি তার মনে সন্দেহ হয়, যদি যেতে না চায়, তার চেয়ে তুমি একটু পেচিয়ে গিয়ে আমার সঙ্গে মিশো। সেই জন্যই এক সঙ্গে যাওয়া হয়নি।

মার্কলে। যাকে দেখেছিলে সেই যে মীরা তা কেমন করে ঠিক করলে?

দস্যু। ষ্টিব তাকে চেনে।

মার্কলে। তার পর?

দস্যু। আমি পরের ট্রেণে গিয়ে ষ্টেশনে নেমে কারুকে

দেখতে না পেয়ে বরাবর বনের ভিতর চলে গেলাম, এদিক ও দিক করে খানিক খুজলাম, ২।৩ বার সঙ্কেত ধ্বনি করলাম, তবু কোন উত্তর পেলাম না। কোন শাড়া শব্দ না পেয়ে ভাবলাম, হয় তারা এসে পৌছায় নাই, না হয় ষ্টিব কাজ শেষ করে চলে গেছে। সাত পাঁচ ভেবে বরাবর শাঁকোর দিকে গেলুম, তখন জোৎস্না উঠেছে, চারিদিকে বেশ আলো হয়েছে, সেই আলোয় দেখলাম পোলের উপর রক্তের ছড়া পড়েছে। আবার সঙ্কেত করে ষ্টিবকে ডাকলাম, কিন্তু কোন শাড়া পেলাম না। তখন নিশ্চয় করবার জন্য বরাবর নদীর ধারে নেমে গেলাম। গিয়ে দেখলাম মীরার বদলে ষ্টিবের মৃতদেহ জলে ভাসছে।

শুষ্ককণ্ঠে ত্বরিত স্বরে দলপতি জিজ্ঞাসা করিল—"জলে ভাসছে ষ্টিবের দেহ ?"

দস্যু। আজ্ঞে হাঁ।

মার্কলে। ভাল করে দেখেছ ?

দস্যু। হাঁ।

মার্কলে। এখনও সেই রকম ভাসছে ?

দস্যু। না, আমি তাকে টেনে স্রোতে ফেলে দিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছি।

ডেলজন বলিল—"খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। আচ্ছা এখন তুমি যেতে পার, তার পর আমাদের যা পরামর্শ হয় কাল জান্তে পারবে।"

দস্যু চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে একজন বলিল—"ক্রমেই খারাপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

ডেলজন বলিল—"হাঁ, একটা ছুঁড়ী আমাদের নাকাল কচ্ছে।"

মার্কলে বলিল—"ডেলজনের মত আমিও আশ্চর্য্য হয়েছি, যে কেমন করে আমাদের পরামর্শ বাহিরে বেরয়।"

ডেলজন বলিল—"আমি একটা মতলব ঠাউরেছি।"

মতলবের কথা শুনিয়া সকলেই শুনিবার জন্য উৎসুক হইল। তারা এখন সাগরে ভাসছে, একটা তৃণও তাহাদের নিকট মহা মূল্যবান। সকলে একবাক্যে জিজ্ঞাসা করিল—

"কি মতলব—ডেলজন?"

ডেলজন বলিল—কথা এই, ছুঁড়ীটার এমন কোন গুপ্তচর আছে বা এমন কিছু সে জানে, যার দ্বারা আমাদের পরামর্শ সে জান্তে পারে। কিন্তু এর ভিতর এমন কোন মজা আছে, যেজন্য সে আমাদের ধরিয়ে দিয়ে বিলিকে উদ্ধার করতে পারছে না। বিলির বেশি দিন হাজতে থাকাও আমাদের পক্ষে মঙ্গলের নয়।

দলপতি বলিল—ওকথা আমিও আজ কদিন ধরে ভাবছি।

ডেলজন বলিল—কথাটা ভাববার বিষয়। আমার বুদ্ধিতে যতদূর আসে, তাতে আমার মতে যদি আমরা শীঘ্র সে হারামজাদীকে খুঁজে ধরতে না পারি, তা হলে আমাদের নিস্তার নাই। আমি শুনেছি নিউইয়র্ক থেকে আর এক শালা আমদানী হয়ে তার সঙ্গে মিশেছে। সে শালাও ভারি ঘাগী, অনেক চোর ডাকাত সে ধরেছে।

মার্কলে। তোমার কি মতলবের কথা বলছিলে?

ডেল। হাঁ, কিন্তু বড় সাহসের, বড় দায়িত্বের কাজ।

আমি বলি,—আমরা বিলিকে ওখান থেকে বার করে নিয়ে আসি,—কিম্বা মেরে ফেলি।

মার্কলে। তাতে কি লাভ হবে?

ডেল। মীরার ও তাদের দলের একটা মতলব ফাঁসিয়ে দেওয়া যায়। নিশ্চয় তাদের মনে একটা কি অভিসন্ধি আছে, সেই জন্য তারা পেবেও বিলিকে মুক্ত না করে আদালতে দাঁড় করাবে।

মার্কলে বলিল—এ মতলব আমার পছন্দ হয় না ডেল।

ডেল। কেন?

মার্কলে। বিলিকে সেখানে মেরে ফেললে, তার নির্দ্দোষিতাই প্রমাণ হবে। লাভের মধ্যে দেশের যত গোয়েন্দা আমাদের ধরবার জন্য ছুটে বেড়াবে।

বিরক্ত স্বরে ডেলজন বলিল—"না মশায় তা হবে না বরং লোকে ভাবে পাছে বিচারের সময় আমাদের নাম বলে দেয়, আমাদের চিনিয়ে দেয়, সেই ভয়েতেই আমরা তাকে মেরে ফেলেছি।"

মার্কলে। তা'হলেও, যদি সেই ভাবনাই ভাবে, তাহলেও কি তারা আমাদের ছেড়ে দেবে? তাতে সমান ফল। তার চেয়ে আমি এক মতলব বলি।

ডেলজন বলিল—বল, পাঁচ জনে পরামর্শ করে যা ঠিক করবে আমি তাতেই রাজি আছি।

মার্কলে। এসো আমরা আর একবার সেই ছুঁড়িকে ধরবার চেষ্টা করি।

ডেল। সেও ভাল।

মার্কলে। সেত বাঘিনী নয়। যখন ষ্টিবের সঙ্গে গিছলো তখন আর একজনের সঙ্গেও যেতে পারে।

অপর একজন বলিল—"দেখ, আমার বোধ হয়, এ মাগী

আর ওই নিউইয়র্কের সেই মিনসে এ দুটোই এক ভিন্ন নাই। নইলে এমন মেয়ে মানুষ আমি দেখতে পাই না, যে ষ্টিবের মত লোককে খুন করে।"

মার্কলে। যদি তাই হয়, সেত আরো ভাল। এক গুলিতে দুই পাখীই মারা পড়বে। ষ্টিবের উচিত ছিল সাবধান হয়ে কাজ করা। মেয়ে মানুষ বলে তাচ্ছল্য করেই তার এই বিপদ হয়েছে।

ডেল। তার পর, তোমার কি মতলব বল?

মার্কলে। আমরা তাকে মেয়ে মানুষ বলেই ধরে নিলুম। সে নিশ্চয় আবার বিলির সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

ডেল। এবার আর কোন বেশে যাবে।

মার্কলে। যে কোন বেশেই যাক, আমরা তাকে দেখলেই চিনতে পারবো। যেই দেখা অমনি কাজ শেষ করা।

ডেল। তাহলে বখরা এখন হচ্ছে না?

মার্কলে! আর ২।৪ দিন থাক।

ডেল। ভাগের জন্য সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মার্কলে। উপায় নাই। যদি এ শিকার আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয় যেন আমরা বিপদে পড়বো। বিলিকে হাজতে রেখেছে কেন জান?

ডেল। কেন?

মার্কলে বলিল—আমি শুনিয়াছি তারা টাকার সন্ধানে আছে। আমি একজন উকিলের সঙ্গে ভাব করে, তাকে কিছু ঘুস দিয়ে, সব কথা বের করে নেবার চেষ্টায় আছি।

ডেল। ওই রকম একটা কিছু মতলব তাদের আছে। কেমন

তুমি এ কথা জানতে পেরেছ, চেষ্টা করলে এটাও বোধ হয় জান্তে পার।

মার্কলে। কোনটা? কেমন করে কথা প্রকাশ হয়?

ডেল। হাঁ।

মার্কলে। আচ্ছা, এ বিষয় আমি ভাল করে সন্ধান করবো।

পিদ্রু দেখিল এই সময় তার মনিবের চেহারার যেন কিছু পরিবর্ত্তন হইল। সে বুঝিতে পারিল তার মনে কোন সন্দেহ হয়েছে।

ডেলজন বলিল—তুমি কি বোধ কর আমরা ছুঁড়ি টেকে নারতে পারবো?

মার্কলে। নিশ্চয়, যেমন পাহারার বন্দোবস্ত ছিল, সেই বন্দোবস্ত করে দাও।

ডেলজন। খুব ভাল বন্দোবস্তই হবে। এবার আমরা খুব সতর্ক হয়েই কাজ করবো।

মার্কলে। অন্ততঃ ৪।৫ জন, দিনরাত সেখানে যেন থাকে। কোন সময় যেন কম না হয়।

মার্কলে যতবার কথা কহিতেছিল, ততবারই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিদ্রুর দিকে চাহিতেছিল। তাহার চাহনি দেখিয়া মীরা বুঝিতে পারিল, যে তাহার পরীক্ষার সময় এমন কোন কাজ হয়েছে, যাহাতে দলপতির মনে তার প্রতি সন্দেহ হয়েছে। মীরা আসন্ন বিপদের জন্য পুনরায় প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সমস্ত পরামর্শ স্থির করিয়া দলপতি নিজের বাসায় যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত প্রকাশ—দলপতির পরিণাম।

যখন সভা ভাঙ্গিল, তখন রাত্র দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। যেখানে সভা হইয়াছিল, সেখান হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে মার্কলের একটি নিজের বাগানবাড়ী ছিল। কোন দূর সম্পর্কীয় একজন আত্মীয় সেই বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ করিত। কিন্তু এক দিন সে উপস্থিত ছিল না, কোন বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সহরে গিয়াছিল।

পথে চলিতে চলিতে মীরা দেখিল মার্কলে কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। নীরবে উভয়ে বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া মার্কলে আলোক জ্বালিল, এবং বরাবর রান্নাঘরে গিয়া আগুণ করিবার জন্য কতকগুলা কাষ্ঠ যোগাড় করিয়া আনিল। মীরাও অকম্পিত ও ত্বরিত হস্তে পূর্ব্বের ন্যায় তাহার মনিবের সাহায্য করিতে লাগিল।

যখন আগুণ বেশ ধরিয়া উঠিল, তখন মার্কলে একখানি চেয়ারে বসিল, এবং টেবিলের অপর ধারে, ঠিক তাহার সম্মুখে আর একখানি চেয়ার দিয়া পিদ্রকে তাহাতে বসিবার ইঙ্গিত করিল। পিদ্রু তাহাতে বসিল, অল্পক্ষণ মধ্যে মার্কলে কি ভাবিয়া পরক্ষণেই পকেট হইতে একটা গুলিভরা পিস্তল বাহির করিয়া টেবিলের উপর, ঠিক মীরার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া রাখিয়া জড়িত স্বরে কহিল—

"ডেলজনের অনুমান ঠিক,—তুমি মেয়ে মানুষ!"

"তুমি কেমন করে জানলে যে আমি মেয়ে মানুষ ?"

যদি সেই সময় শত বজ্রাঘাত সেই ঘরে হইত, অথবা কোন অশরীরি জীবাত্মা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে সেই খানে আসিয়া দাঁড়াইত, তাহলেও দলপতি বোধ হয় এত আশ্চর্য্য হইত না। এতদিনের পর তাহার কালা বোবা চাকরকে কথা কহিতে শুনিয়া সে যত আশ্চর্য্য হইয়াছিল। রোষে, ক্ষোভে সে যেন কেমন এক রকম অবাক্ হইয়া মীরার মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

মূহূর্ত্ত মধ্যে সে আত্মসম্বরণ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"এত দিনের পর আজ তুমি ধরা পড়িলে।"

মীরা বলিল—"তুমিই ধরলে আমাকে, কিন্তু যথার্থ করে বল দেখি আমি যে মেয়ে মানুষ তা কেমন করে তুমি জান্তে পারলে ?"

মার্কলে সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল—"তুমি নড়ো চড়ো না, উঠলেই আমি তোমায় মেরে ফেলব।"

মীরা। তুমি কি মেয়ে মানুষকে ভয় কর ?

মার্কলে। না, কিন্তু তুমি আমাদের দলের একজনকে মেরেছ, সুতরাং তোমার মারাই উচিত।

মীরা। তোমার ধারণা কি—আমিই মীরা ?

মার্কলে। আমি জানি তুমিই মীরা।

মীরা হাঁসিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে যার জীবন যাইতে পারে, এমন শঙ্কটে মীরার আশ্চর্য্য স্থিরতা দেখিয়া দস্যুপতি অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

পুনরায় হাসিয়া মীরা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি বল্‌লে না, কেমন করে জানতে পারলে আমি মেয়েমানুষ ?"

মার্কলে। ডেলজনের কথায় ভীত হয়ে তুমি আমার পা জড়িয়ে ধরেছিলে সেই সময় আমি জান্তে পেরেছিলাম তুমি মেয়ে মানুষ।

মীরা। কেমন করে—কিসে জান্তে পারলে?

মার্কলে। তোমার নিশ্বাসে।

মীরা। নিশ্বাসে?

মার্কলে। হ্যাঁ, ওরকম অবস্থায় পুরুষ মানুষের অত তাড়াতাড়ি নিশ্বাস পড়ে না।

মনে মনে মীরা দলপতির অনুমানের তারিপ করিতে লাগিল এবং একটা সঙ্কেত জানিয়া রাখিল।

মার্কলে বলিল—"এখন বল দেখি তুমি মীরা কি না?"

মীরা। হাঁ—আমিই মীরা।

মার্কলে। তোমার জোড়া বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই। তোমাকে মেরে ফেলাই আমার উচিত।

মীরা। আমাকে মেরেই ফেল্‌বে?

মার্কলে। নিশ্চয়, দ্বিতীয় কথা বলবার পূর্ব্বেই তোমাকে গুলি করা উচিত, কারণ তুমি আমাদের প্রধান শত্রু। কেবল ২।১টা কথা কয়ে একটু আমোদ করবার ইচ্ছে আমার হয়েছে।

মীরা। এতে কি তোমার আমোদ হয়?

মার্কলে। হাঁ, হয় বৈকি।

মীরা। তবে দেরি কোচ্ছ কেন?

মার্কলে। আমি তোমায় কিছু বল্‌তে ইচ্ছা করি। যদি তুমি আমার কথায় রাজি না হও তা'হলে এই দণ্ডে তোমায় খুন কর্‌বো।

মীরা। ভাল ভাল! তোমার এমন কি কথা বল শুনি।

উপস্থিত বিপদ সত্ত্বেও মীরার কথার দৃঢ়তা, তাহার স্থির

গম্ভীর মূর্ত্তি, ভয়শূন্য হাস্যময় বদন দেখিয়া দস্যুপতি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে তাহার প্রতিহিংসা ভুলিয়া গেল।

মার্কলে মুখে কথা কহিতেছিল, কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্ত সেই গুলিভরা পিস্তলের ঘোড়ার উপর ন্যস্ত ছিল। যেন আবশ্যক মাত্রেই সে তাহার পিস্তল ছুড়িতে পারে এমন ভাবে বসিয়া ছিল।

একটু নিস্তব্ধের পর মার্কলে বলিল—"আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

মীরা বলিল—"কি বল ?"

মার্কলে। যদি তুমি আমায় বিবাহ কর তাহলে তোমার জীবন রক্ষা হইবে, নতুবা তোমার নিশ্চয় মৃত্যু।

মীরা হাসিয়া বলিল—"তোমার মত দুর্বৃত্তকে বিবাহ করা অপেক্ষা মরাই ভাল।"

ক্রোধে দস্যুপতির বদন রক্তবর্ণ হইল, সে তাহার পিস্তল উঠাইয়া মীরার বদনের উপর লক্ষ্য করিয়া ধরিল। কিন্তু মীরা নির্ভয়ে সেইরূপ হাসি মুখে, তাচ্ছল্য নয়নে তার হত্যাকারীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

পিস্তল উঠাইয়া কর্কশ স্বরে মার্কলে বলিল—"এখন বল আমার কথায় রাজি আছ কি না ?"

মীরা। কখনই না।

"তবে মর"—বলিয়া মার্কলে তাহার পিস্তল ছুড়িল, পিস্তলের ঘোড়া পড়িল, কিন্তু আওয়াজ হইল না। লক্ষ্য ব্যর্থ দেখিয়া মার্কলে বিস্মিত হইয়া এক বিকট চিৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মীরা হাসিয়া উঠিল।

মীরার কৌশল এতক্ষণে দস্যুপতি বুঝিতে পারিল। তাহাকে কথায় ভুলাইয়া অন্য মনস্ক করিয়া মীরা তাহার পিস্তলের ক্যাপ তুলিয়া লইয়াছে।

ক্রোধে পিস্তল ছুড়িয়া ফেলিয়া এক তীক্ষ্ণধার ছুরি বাহির করিয়া লম্ফ দিয়া টেবিলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

মীরা দেখিল, প্রতিহিংসায় তাহার মনিবের দুই চক্ষু যেন জ্বলিতেছে, শোণিত লোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাকে হত্যা করিবার জন্য সে অগ্রসর। মুহূর্ত্তের মধ্যেই সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাহার হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ হইবে। তখন নিজের জীবন বাঁচাইবার জন্য, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মীরা দস্যুকে গুলি করিল। গুলি তাহার পাঞ্জর ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। হাতের ছুরি খসিল, মার্কলে অচেতন হইয়া টেবিলের উপর হইতে নীচেয় পড়িয়া গেল। মীরা খানিকক্ষণ তাহার সেই জীবনহীন দেহ দেখিল, তার পর ত্বরিত পদে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নূতন কাণ্ড।

সেখান হইতে বাহির হইয়া মীরা পূর্ব্ব বেশ পরিত্যাগ করিল, আজ হইতে তাহার পিত্রুর বেশ ত্যাগ হইল। মীরা যখন সহরে পৌছিল, তখন ভোর হইয়াছে। সেই উষার আলোকে মীরা দেখিল যে গলি পথে সে যাইতেছে, তাহার বিপরীত দিক হইতে

ছদ্মবেশী কে একজন আসিতেছে। তাহাকে দস্যু বলিয়াই তাহার ধারণা হইল, কারণ সে জানিত, ৭।৮ জন দস্যু তাহাকে ধরিবার জন্য ছদ্মবেশে দিবারাত্র চারিদিকে ঘুরিতেছে। এক রাত্রে দুইটা খুন করিয়া মীরার মন কিছু খারাপ হইয়া গিয়াছিল, আবার একজন বিপক্ষ সম্মুখে হয়ত কার্য্যগতিকে একেও খুন না করিলে তার পথ পরিষ্কার বা নিজের জীবন রক্ষা হইবে না।

একটু কাতর ভাবে আপন মনে মীরা ভাবিল—"হা ভগবান আবার একটা জীবহত্যা করতে হবে?"

মীরা আর অগ্রসর হইল না, সেই খানে দাঁড়াইয়া তাহার বিশ্বাসী পিস্তলে হাত দিল। এবং সতর্ক দৃষ্টিতে আগন্তুকের গতি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

মীরার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, আগন্তুক একটু উচ্চৈস্বরে কহিল—দেখো ভগ্নি! আমায় যেন গুলি করো না।

স্বর শুনিয়া মীরা তাহাকে চিনিতে পারিল, হাতের পিস্তল যথা স্থানে রাখিয়া আনন্দিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—

"আপনি ফিরে এসেছেন?"

আগ। হাঁ! বোধ হয় ঠিক সময়েই পৌঁছিয়াছি।

মীরা। তার মানে?

আগ। একটা মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, লাসটা ষ্টিবের। তুমি কি বড় ব্যস্ত ছিলে?

মীরা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

আগন্তুক বলিল—"প্রায় এক ঘণ্টার ওপর সেটা পুলিসে এয়েছে।"

মীরা। আর কেউ তাকে চিনতে পেরেছে?

আগ। না।

মীরা। খুব হৈ চৈ হচ্ছে নাকি?

আগ। খুব।

মীরা। আমি কি পালাবো?

আগ। না! তারা অপর সন্দেহ করেছে। তাদের ধারণা লোকটা নিজের দলের লোকের দ্বারাই খুন হয়েছে।

চুপি চুপি মীরা বলিল—"দিনের বেলায় আর একটা খুন দেখ্‌তে পাবে।"

বিস্মিত হইয়া আগন্তুক বলিল "আবার একজনকে খুন করেছ?"

মীরা। হাঁ, এবার দলপতি।

আগ। সেকি তোমায় জান্তে পেরেছিল?

মীরা। হাঁ।

মীরা তখন সমস্ত ঘটনার পরিচয় দিল।

আগন্তুক কহিল—"তুমি ইচ্ছা করে বিপদে পা দিচ্ছ কেন?"

মীরা। বাধা হয়ে আমায় করতে হয়েছে, নইলে আমার জীবন যেত।

আগ। তবে তুমি দিন কতক একটু গা ঢাকা হয়ে থাকো।

মীরা। সে সময় আমার নাই। বিলিকে বারকরতে না পারলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

উপস্থিত ব্যক্তি নিউইয়র্কের একজন প্রধান ডিটেক্‌টিভ। ইনিই মীরাকে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। অনেকক্ষণ উভয়ে পরামর্শ করিয়া দুইজন দুই পথে প্রস্থান করিল।

মীরা চলিয়া গেলে, যে বাড়ীতে মার্কেল নিহত হইয়াছিল,

ডিটেক্‌টিভ বরাবর সেই খানে উপস্থিত হইল। অকুস্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহার বিলম্ব হইল না, কারণ বাড়ীটা তাহার পূর্ব্ব পরিচিত। তিনি মার্কলের মৃতদেহ দেখিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন, কিন্তু শূন্য ঘর দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। চতুর্দ্দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে মার্কলে মরেনি—আহত হইয়াছে মাত্র।

মীরার জীবনের এই প্রথম ভুল দেখিয়া তিনি আপন মনে একটু হাসিলেন। কিন্তু মার্কলের জীবনের সঙ্গে মীরার বিপদ যে বাড়িয়া উঠিল, ইহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন এবং একটু চিন্তিত হইলেন। মার্কলে মরিলে মীরা নিরাপদে পিদ্রুর বেশে বেড়াইতে পারিত, কেহ কোন সন্দেহ করিতে পারিত না। কিন্তু সে পথ একেবারে বন্ধ হইল। পিদ্রু ও মীরা যে এক এ কথা যখন দস্যুদলে শুনিবে, তখন তারা পিদ্রুকে মারিয়া ফেলিবার বিশেষ রূপে চেষ্টা করিবে। অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া মার্কলে যে বিনা সাহায্যে সে স্থান ত্যাগ করিয়াছে, এ কথা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, এবং চিন্তিত মনে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

মীরা সমস্ত দিন আপন বাসায় রহিল। সন্ধ্যার পর এক নূতন সাজে সাজিয়া বাহির হইল।

সাহসে ভর করিয়া দস্যুদলের এক প্রধান আড্ডায় মীরা উপস্থিত হইল। আড্ডা ঘর একটা মদের দোকান। সেখানে প্রায় অধিকাংশ দস্যুই উপস্থিত থাকিত।

দোকানীর নাম টনি সিনচার। গ্রামের মধ্যে টনির দোকানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রসিদ্ধ। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানের যত যুবক

আসিয়া এই দোকানেই মদ খাইত, আমোদ করিত। বাহিরে টনির বেশ সুনাম ছিল, কিন্তু ভিতরের খবর কেহ জানিত না।

দোকানের সামনের ঘরে অনেকগুলি দস্যু বসিয়া মদ খাইতে ছিল, হাসি তামাসা এবং খোস গল্প করিতেছিল। হঠাৎ দেখিলে তাহাদের পাড়াগেঁয়ে চাষা ভিন্ন তাহারা যে নরঘাতি, লুণ্ঠনকারি দস্যু একথা কাহার বিশ্বাস হইত না।

পাড়াগেঁয়ে চাষার বেশে নীরা সেই দোকানে উপস্থিত হইল, এবং এক বোতল মদ লইয়া, একটু দূরে অন্ধকারের দিকে, একটা বেঞ্চির উপর গিয়া বসিল। সেখান হইতে নীরা উপস্থিত সকলকে দেখিতে লাগিল, দেখিল সকলেই তার পরিচিত। অল্প মদ খাইয়া যেন নেশা হইয়াছে, সেইরূপ ভাণ করিয়া, নীরা সেই বেঞ্চির উপর শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

দস্যুগণ তখন প্রেম সঙ্গীতে মত্ত ছিল।

অকস্মাৎ একটা ভূতের আবির্ভাবে তাহাদের সে আনন্দে বাধা পড়িল।

সর্ব্বাঙ্গ একটা বড় কোটে আচ্ছাদন করিয়া, এবং মস্ত একটা টুপীতে মুখ পর্যান্ত ঢাকিয়া একজন লোক তাহাদের মাঝে উপস্থিত হইল।

যখন কোট খুলিয়া টুপিটা এক ধারে সরাইয়া রাখিয়া মলিন বদনে, রক্তহীন দেহে মার্কেল যখন দাঁড়াইল, তখন হঠাৎ তাহাকে ভূত বলেই সকলের ধারণা হইয়াছিল।

দলপতির অকস্মাৎ এইরূপ চেহারা পরিবর্ত্তন দেখিয়াই, সকলে বুঝিল কোন একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়াছে।

উপস্থিত দলের মধ্যে ডেলজন ছিল, মার্কেলের এই চেহারা

দেখিয়া সে লাফাইয়া নিজের স্থান ছাড়িয়া দাঁড়াইল এবং দলপতিকে তাহার পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মার্কলে সভয় নেত্রে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, নিদ্রিত চাষার ছেলেটা ভিন্ন আর সকলি নিজের লোক। তখন সে আস্তে আস্তে সকলকে একজায়গায় বসিতে বলিল, সকলে তাহাকে ঘিরিয়া বসিল। তখন মার্কলে জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমরা কেউ আজ পিদ্রুকে দেখিয়াছ?"

সকলেই একবাক্যে উত্তর করিল—"না।"

মার্কলে বলিল—"সে শালা ভারি পাজি।"

ডেলজন জিজ্ঞাসা করিল—তাকে ধরতে পেরেছ না কি?

মার্কলে। হাঁ।

ডেলজন। সেই কি তবে আমাদের সব কথা প্রকাশ করে দিত?

মার্কলে। সে ছেলে নয় মেয়ে—সেই মীরা!

সকলে বিস্ময়ে দলপতির মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

ডেলজন কহিল—কি করে তুমি তাকে ধরলে? আমাদের সব খুলে বল। যদি সে আমায় ফাঁকি দিতে না পারে তবে আমি তাকে নিশ্চয় একদিন ধরবো।

মার্কলে তখন একে একে সমস্ত পরিচয় প্রদান করিল।

ডেলজন বলিল—তা'হলে তুমি আহত হয়েছ বল?

মার্কলে বলিল—মরা বলেই সে ফেলে গিছলো। বাঁচবার আশাও কিছুই ছিল না। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম তা জানি না, জ্ঞান হয়ে উঠে, ডাক্তারের বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পেরেছিলাম বলেই এখন বেঁচে আছি, নইলে সব শেষ হয়ে যেত। ডাক্তার

ত অনেক ভরসা দিয়েছে, এখন ভগবানের হাত। কেবল তোমাদের সতর্ক করবার জন্য এত দুর্ব্বল অবস্থায়ও আমি এসেছি।

ডেলজন। কি করে এলে।

মার্কলে। টমটমে, তাতেই আবার ফিরে যাবো। পিদ্রু ভেবেছে আমি মরে গেছি, তাকে তাই ভাবতে দাও। এখন সে হয়ত কোন ভাবে তোমাদের কাছে আসবে, কিন্তু তাকে দেখবা মাত্রেই গুলি করে মারবে, এখন আমি চল্‌লুম।

মার্কলে প্রস্থান করিল।

তাহার প্রস্থানের পর ডেলজন বলিল—মার্কলে যদিও ঠিক লোক, কিন্তু আজকের এই গল্প কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

দস্যুদলের মধ্যে মার্কলে ভিন্ন কেবল এক ডেলজনের কিছু প্রভুত্ব ছিল। তাহাকে সকলেই ভাল বাসিত এবং সকলেই তাহার কথা শুনিত। কারণ এই নিরক্ষর, বুদ্ধিহীন দলে ডেলজন একটু বুদ্ধিমান।

একটু থামিয়া ডেলজন পুনরায় বলিল—যে রকম পরীক্ষা আমি তারে করেছিলাম এমন লোক আমি দেখতে পাইনে সেরূপ ভাবে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পিদ্রু ত দূরের কথা, নিশ্চয় এর ভিতর কিছু মজা আছে। তবে এই পর্য্যন্ত আমি বলতে পারি যে তোমরা আর কখন পিদ্রুকে দেখতে পাবে না, এ কথা নিশ্চয়।

একজন জিজ্ঞাসা করিল - তোমার ধারণা কি হয়?

ডেলজন বলিল—আমি কাকেও সন্দেহ করতে ইচ্ছা করি না, তবে আমার একটা ধারণা হয়েছে।

দলের মধ্যে মিক নামে দলপতির একজন গোড়া ছিল, সে

ডেলজনের সন্দেহের কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল—"দেখ ডেল, যদি তোমার বিশ্বাস হয়ে না থাকে, যদি সে সম্বন্ধে কোন কথা তোমার বলবার ছিল, তবে তার সামনে তোমার বলাই উচিত ছিল।"

ডেলজন। আমি অবিশ্বাস কি সন্দেহ কিছুই করছি না। তবে আমার মনে যেটা লাগে তা আমি বলবো না কেন?

মিক্ বলিল—মার্কলে আহত হয়েছে এটা ঠিক ত?

ডেল। তাতে কি বুঝ্‌বো।

মিক। তার পরিচয়।

ডেলজন। বুঝবো যে একটা কালা বোবা লোক কথা কইতে পারে, কেমন? যদি সে কথা সত্য হয়, তবে জনের গাধাটা কথা কইতে পারে এ বিশ্বাস হবে না কেন?

মিক। তোমার এ অবিশ্বাসের কথা তার সামনে বলাই উচিত ছিল।

ডেলজন। সে জমা খরচ আমি তোমার দিতে চাইনা।

মিক বলিল—"কিন্তু তোমার এ রকম আড়ালে কথা বলাও আমি ভাল বলিনে।"

ডেলজন। না বল নাই বল্‌লে। তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাও?

কথাটা ডেলজন একটু রাগত ভাবে বলিল, গোঁয়ার বলিয়া সকলেই তাহাকে ভয় করিত।

ডেলজনের রাগ দেখিয়া মিক একটু খোসামুদে সুরে বলিল—"না না, আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া কত্তে চাইনে। তবে সর্দ্দারের ওপর তোমার যে সন্দেহ হয়েছে, সেটা তার জানা উচিত, সেই কথাই আমি বলছি।"

এই বলিয়া নিক সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে ডেলজন বলিল—"আমি ওর কথা গ্রাহ্য করি না। ও জিজ্ঞাসা কচ্ছিল, মার্কলের মতলব কি? তাতে আমি এই মাত্র বল্‌তে পারি, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু আসে, যে লুঠের সমস্ত টাকাই তার হাতে,—অনেক টাকা! তাতে তার মনের ভাব কি হতে পারে,—কি মতলবে সে ফিরছে, তা তোমরাই আপন আপন মনে বুঝে দেখ।"

কথাটা এতক্ষণের পর সকলের মনে লাগিল, এবং সকলেই একটু ভাবিত হইল।

লুণ্ঠিত অর্থ রাশি কাহার নিকট আছে, তাহা জানিবার জন্য মীরা অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোন মতেই সে তাহা জানিতে পারে নাই। এতদিনের পর আজ তাহার সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল—"পিদ্রর সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি হয়?"

ডেলজন বলিল—"বোধ করি তাকে মেরে ফেলেছে।"

সেই ব্যক্তি কহিল—তা'হলে মার্কলেকে আহত করলে কে?

ডেলজন। একজন ভাল শিক্ষিত লোকের হাতের গুলি তার জীবন নষ্ট না করে,সামান্য একটু মাংস ভেদ করলে, আবার তাতেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লো, সেটাও ত বড় আশ্চর্য্যের কথা। যাই হোক, কিন্তু এই টাকা বার করতে আমাদের খুব বেগ পেতে হবে।

তারা পুনরায় যখন কথোপকথনে নিযুক্ত হইল, তখন মীরা যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিল—এইরূপ ভাবে উঠিয়া আবার একটু মদ খাইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

পর দিন সন্ধ্যার সময়, মীরা পুনরায় সেই সাজে সেই দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পরেই ডেলজন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে তখন অপর দস্যু কেহই ছিল না। মীরা তাহাকে মদ খাইবার নিমন্ত্রণ করিল, আহ্লাদের সহিত ডেলজন সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল।

এ কথা সে কথার পর মীরা বলিল—"কাল রাত্রে যাবার সময় আমি বড়ই ভয় পেয়েছিলাম। অত্যন্ত মাতাল হয়েছিলাম, কিন্তু ভয়ে আমার নেশা ছুটে গিয়েছিলো।

ডেলজন জিজ্ঞাসা করিল—কেন, কি দেখেছিলে?

মীরা বলিল—রাস্তা দিয়ে যখন যাই, তখন অনেক রাত চারিদিক নিস্তব্ধ, হঠাৎ ওই বনের ধারে কি যেন নড়ে উঠলো। একটু এগিয়ে গিয়ে যেমন বেড়ার কাছে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ পিস্তল হাতে একটা ছোঁড়া লাফিয়ে আমার সমানে এসে দাঁড়াল। ছোঁড়াটা যেন বাঙ্গালা দেশের বলে বোধ হল।

বিস্ময়ের সহিত ডেলজন জিজ্ঞাসা করিল—"কি বললে বাঙ্গালা দেশের ছেলে?"

মীরা। হাঁ, যেন সেই রকম আকার তার।

ডেলজন। ভারি আশ্চর্য্য ত! তার পর তুমি কি করলে?

মীরা বলিল—আমি ত খানিকক্ষণ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে, সে জিজ্ঞাসা করলে—"কি চাও?" তখন আমার হুস হলো। আমি ভয়ে ভয়ে বললুম—কিছু না, কিছু চাইনে আমি।

সেইরূপ বিস্ময়ের সহিত ডেলজন জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমার সঙ্গে কথা কইলে সে ছোঁড়া?"

মীরা বলিল—হাঁ, কথা কইলে।

মীরার কথা শুনিয়া ডেলজন যেন কিছু চিন্তিত হইল। আপনা আপনি বলিতে লাগিল—"তাইত, সে কথা কইলে। তবে মার্কলে যা বল্‌লে তা কি সত্য?"

তার পর মীরাকে জিজ্ঞাসা করিল—"যখন তুমি তাকে দেখেছিলে তখন রাত কত হবে?"

মীরা। প্রায় দুপুর রাত।

ডেলজন। তার পর, সে তোমায় আর কি বল্‌লে?

মীরা। অনেক রকম ভয় দেখিয়ে আমায় বল্‌লে, যে তারে আমি দেখেছি, যদি এ কথা কারু কাছে আমি বলি, আর যদি সে তা শুন্‌তে পায়, তবে যেখানে আমায় পাবে, গুলি করে মার্‌বে।

এই যে কথাটা হ'ল, বরাবর ধারাবাহিক রূপে হল না। গল্পের মাঝে মাঝে, যেন অনিচ্ছা সত্বে মীরা বলিতেছে, আর ডেলজনেরও যেন সে কথায় কোন দরকার নাই, অথচ যেমন একটা নূতন কথা শুনে একটা কৌতূহল হয়, সেইরূপ ভাবে সে মীরার নিকট থেকে সে কথাটা বার করে নিচ্ছে। এইরূপ কৌশলে উভয়ে উভয়ের মনস্কামনা সিদ্ধ করিল।

গল্পটা শুনিয়া ডেলজন যেন কিছু অন্যমনস্ক হইল, এবং পাছে মীরা সে ভাব বুঝিতে পারে, এই ভয়ে সে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। মীরাও নিজের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া সেখান হইতে অপর কাজে চলিয়া গেল।

এক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় বারজন দস্যু পুনরায় সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডেলজনও তাদের মধ্যে ছিল। মীরাও পূর্ব্ব বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ভ্রমণকারীর বেশে তাদের আস্‌বার আগেই

সেখানে আসিয়া বসিয়াছিল। উপস্থিত দস্যুদলকে সম্বোধন করিয়া ডেলজন বলিল—"তোমাদের সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

সকলেই সেখান হইতে উঠিয়া পাশের ঘরে গেল। সকলে বসিলে একজন জিজ্ঞাসা করিল—"কি খবর বল?'

ডেলজন বলিল—"আমার বোধ হয় আমি মার্কলেকে মিথ্যা সন্দেহ করেছি।"

সকলেই একবাক্যে জিজ্ঞাসা করিল—"কিসে জান্তে পারলে?"

ডেলজন বলিল—"আমি শুনেছি, বেশ ভাল লোকের মুখে, সেই বোবা ছোঁড়াটা শুনতেও পায়, কথা কইতেও পারে। সে এইখানে চারিদিকে ঘুরে বাড়াচ্ছে।"

একজন বলিল—তা'হলে তোমার মত কি?

ডেলজন। আমার মত—দলপতির কথাই ঠিক্।

আর একজন বলিল "তা'হলে—পিদ্রু ও মীরা একই?"

ডেলজন। তা'হলে তাই বই কি।

"তা'হলে এখন কি করবে?

ডেলজন। মীরার বিষয় একরূপ ঠিক হল। এখনকার কাজ, আমাদের মধ্যে যে কেউ পিদ্রুকে দেখতে পাবে, তখনি তাকে গুলি করবে, তা যেখানেই হোক্, বা যখন হোক। তাকে মারতে পারলেই আমরা নিষ্কণ্টক।

সকলেই সে মতে সায় দিল।

পুনরায় ডেলজন বলিল—"এখন প্রধান কাজ, যারা বিলির পাহারায় আছে, তাদের খবর দেওয়া, যদি তারা পিদ্রুকে দেখতে পায়, তাহ'লে যেন তার সঙ্গ নেয় এবং যে কোন উপায়ে হোক,

তাঁকে মেরে ফেলে। এই পরামর্শ স্থির করিয়া, তাহারা আপনাপন কাজে প্রস্থান করিল।

ইতিমধ্যে মীরা সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া ট্রেনে উঠিয়া যে গ্রামে বিলি কারাবদ্ধ সেই গ্রামে আসিল। সমস্ত দিন এখানে ওখানে ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় একটা মদের দোকানে বসিল। দল-পতির চাকর রূপে মীরা দস্যুদিগের সকল আড্ডা, সকল গুপ্তস্থান এবং প্রত্যেক দস্যুকেই চিনিয়া রাখিয়াছিল। দোকানে আসিয়া মীরা দেখিল দুইজন দস্যু অতি গোপনে কি পরামর্শ করিতেছে। মীরা তাদের মদ্যপানের নিমন্ত্রণ করিল। দস্যুদ্বয় আহ্লাদের সহিত সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। মদ খাইতে খাইতে একজন মীরাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমায়ত এখানে কখন দেখিনি, আজ নতুন এয়েছ বলে বোধ হচ্ছে?"

মীরা উত্তর করিল—"হাঁ ভাই, তোমাদের দেশে আমি আজ নতুন এসেছি।"

দস্যু। কোথা থেকে আসছো?

মীরা। ফিলা ডেলফিয়া থেকে।

দস্যু। আমোদ করেই বেড়াচ্ছো না কোন কাজে?

মীরা। কোথায় কি ব্যবসা চলে, কোথায় কি কি মালের কাটতি বেশী হয় এই সব খবর জানা, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ানও হচ্চে।

মীরা কত দেশের কত রকম লোকের গল্প বলিতে লাগিল, দস্যুদ্বয় অবাক্ হইয়া তাহার আশ্চর্য্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিল, কিন্তু গল্পের অধিকাংশ ভাগটা ভোজবাজি সম্বন্ধে হইতে লাগিল। মীরা বলিল—"এই সে দিন, যে নগরে যা দেখ্‌লাম, সে অতি আশ্চর্য্য। এমন আমি কখন দেখিনি। একটা ছোঁড়া, ছোঁড়াটা

বাঙ্গালা দেশের বলেই সকলে অনুমান করলে, আমরা যে হোটেলে ছিলাম, সেই হোটেলে খেলা দ্যাখাচ্ছিল। নানা রকম আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য খেলা দেখিয়ে সকলকে মোহিত করলে। অধিক আশ্চর্য্য ছোঁড়াটা বোবা কালা। কালা বোবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে সকলে বিস্মিত হল। কিন্তু পরে জানলাম, সেটা তার ভাণ! কারণ তার দুদিন পরে তার সঙ্গে এক ট্রেনে যেতে যেতে দেখ্‌লাম সে বেশ কথা কইতে পারে।”

দস্যু বলিল—“হাঁ,আমরাও ঐরকম একটা ছোঁড়াকে জানি।”

মীরা। তা দেখে থাকবে, কেন না কাল সন্ধ্যার সময় আমিও তাকে এই গাঁয়ে দেখেছি!

দস্যু যেন একটু ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

“এই খানেই দেখেছ তাকে? কোথায় বল দেখি?”

মীরা। হাঁ ভাল কথা, তাকে বা সেই রকম একজনকে দেখেছি বটে, কিন্তু সে তখন আর ছোঁড়া নয়—দিব্য এক ছুঁড়ি! ষ্টেশনের একটু দূরে খেল্‌না বিক্রী কর্‌ছে। আমি তাকে তার বেশ পরিবর্ত্তনের কথা জিজ্ঞাসা কত্তে গেলাম, কিন্তু সে ইঙ্গিতে আমায় বল্‌লে যে সে শুনতে পায় না।

দস্যু জিজ্ঞাসা করিল—“তাই কি, সত্যই সে শুন্‌তে পায় না?”

মীরা। সেটা তার ভাণ।

দস্যু। কেমন করে জানলে?

মীরা। আজ এই সন্ধ্যার আগে, তারে ওপাড়ায় দেখ্‌লাম। কিন্তু আর ছুঁড়ি নয়—এবার ছোঁড়া।

দস্যু বিস্ময়-সূচক স্বরে কহিল—“আবার ছোঁড়া হল? তুমি কি আমায় তামাসা কচ্ছো নাকি?”

মীরা একটু রাগত ভাবে বলিল—"আমার কি দরকার! কি লাভ আমার তাতে? তোমায় দুটো ভুয়ো কথা বলে আমার কি লাভ হবে তাতে?"

দস্যু। হয়ত তোমার দেখ্‌বার ভুল হতে পারে।

মীরা। ভুল! না। সে বিষয় আমি তোমার সঙ্গে বাজি রাখ্‌তে পারি। এর ভেতর একটু মজা আছে।

দস্যু। মজা! কি মজা?

মীরা। ছোঁড়া আর ছুঁড়ী দুটোরি এক চেহারা। হঠাৎ দেখ্‌লেই যেন যমজ বলে বোধ হয়। আবার এমনি তাবিপ. দুটোরি গালে কাটার দাগ, ঠিক এক জায়গায়। আলাদা আলাদা দেখ্‌লে কোনটা কে তা চেনবার যো নাই।

যে সময় এই গল্প হইতেছিল, সে সময় প্রায় অধিকাংশ দস্যুই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। সকলেই মীরার পরিচিত।

একজন জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি নিশ্চয় বল্‌ছো, তাদের দুজন-কেই এক জায়গায় দেখেছ?"

মীরা। হাঁ।

আর একজন জিজ্ঞাসা করিল—মাগীটে যে মিথ্যা কথা কইলে তা তুমি কিসে বুঝ্‌লে?

মীরা বলিল—গাড়িতেই, গাড়িতেই তা আমি জান্তে পেরেছি।

পূর্ব্ব দস্যু বলিল—তোমার বোধ হয় ভুল হয়েছে ভাই।

মীরা ঘাড় নাড়িয়া একটু চিন্তা করিয়া কহিল—ভুল! না, কথনই না, আমি ছোঁড়াটাকে বেশ ভাল রকম কথা কইতে শুনেছি।

আরো একটু ঔৎসুকের সহিত আর একজন দস্যু জিজ্ঞাসা করিল—"কার সঙ্গে কথা কইলে—তোমার সঙ্গে?"

মীরা। আমার সঙ্গে না। সে আপনাআপনিই কথা কয়।

দস্যু। কি কথা কয়, তার কিছু বুঝ্‌তে পেরেছিলে?

মীরা। কতক, কিন্তু তোমার আমার সুমুখে সে বোবা।

দস্যু। বোবা!

মীরা। হাঁ।

দস্যু। তবে তার ঘুরে বেড়াবার দরকার কি? সেটাত কালা বোবার চিহ্ন না?

মীরা। না, কিন্তু আমার বোধ হয়, সে কোন মতলবে ফিরছে।

দস্যু। তাকে দেখে, সে কি মতলবে ঘুরছে—তোমার কি বোধ হয়?

মীরা একটু গম্ভীর ভাবে বলিল—তার কথার ভাবে এই বোধ হয়, যেন তার কেউ আপনার লোক জেলে আছে, তার সঙ্গে যেন সে দেখা কর্‌তে সদাই ব্যস্ত।

যাহারা মীরাকে ধরিবার জন্য সর্ব্বদাই পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, যদি তাহারা পিক্রকে দেখিতে পায়, তবে তৎক্ষণাৎ গুলি করে। যদি মার্কলের কথা ঠিক হয়, যদি কালা বোবা কথা কইতে পারে, তবে পিক্রর দ্বারা তাহারা সমূহ বিপদে পড়িতে পারে। কারণ প্রত্যেক দস্যুকে, তাদের প্রত্যেকের বাসস্থান, এমন কি প্রত্যেক আড্ডাঘর পর্য্যন্ত সে ভালরূপ জানে। মনে করিলেই সে সকল দস্যুকে—দলকেদল সে ধরাইয়া দিতে পারে। আর যদি পিক্র ও মীরা—দুই এক হয়, তবে তাদের জীবনের আর কোন আশা নাই। তাকে নিধন কর্‌তে না পার্‌লে কোন মতেই তাদের নিস্তার নাই। দলের প্রত্যেক

ব্যক্তিকে, এই বিপদের কথা জানান হইয়াছিল। ডেলজন বুঝিয়াছিল, যদি মীরা ও পিঙ্ক এক হয়, তবে সে যে কোন উপায়ে হউক, বিলিকে হাজত হইতে উদ্ধার করিবে। সেই জন্যই সে পাহারার ভাল বন্দোবস্ত করিয়াছিল। যে দস্যুর সঙ্গে মীরা কথা কহিতেছিল, সে একটু উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বল্‌লে, সে জেলখানায় কারুসঙ্গে কথা কইতে ব্যস্ত, সেই চেষ্টায় ফির্‌ছে ?"

মীরা। সেই রকম ভাবটা বোধ হল।

এই গল্প শুনিয়া সকল দস্যুই যেন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাদের মনের ভাব—চেষ্টা করিয়াও তারা গোপন করিতে পারিতেছে না—মীরা তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। তারাও নিজে নিজে তা বুঝিতে পারিয়া আর সেখানে থাকা উচিত নয় ভাবিয়া, মীরাকে অভিবাদন করিয়া ত্বরিত পদে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

তার একঘণ্টা পরেই তাহারা সকলে একটা গুপ্ত তাড়ীখানায় উপস্থিত হইল। পাঠক জানিয়া রাখুন এইরূপ তাড়ীখানা, বিলাতের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রধানত সেখানে দস্যুদিগের আড্ডা।

যে ব্যক্তি মীরার সঙ্গে কথা কইতেছিল, সে সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"ভাই সব! আমাদের শিকার ক্রমেই জালের ভিতর এসে পড়্‌ছে। এখন সকলে সাবধান হয়ে কাজ করি এস। এবার যেন কোন রকমে সে হারামজাদী না পালায়।"

দস্যুদল আনন্দে হুর্‌রে করিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে মীরাও নিশ্চিন্ত ছিল না। যে উদ্দেশ্য সাধনের

নিমিত্ত মীরা এই খেলা খেলিতেছিল, তাহার নিমিত্ত সে প্রস্তুত হইতেছিল। তাহাকে ধরিবার জন্য জেলের চারিদিকে পাহারা, মীরা তাহা জানিত যে কোন ছদ্মবেশ ধরিয়া সে বিলির সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে, দস্যুরা তাহাকেই সন্দেহ করিবে, এবং সেই দণ্ডেই তাহাকে গুলি করিয়া মারিবে। বিশেষতঃ বিলিকে মুক্ত করিতে হইলে, পথ পরিষ্কার থাকা দরকার। এক বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, দ্বিতীয় বিপদে বিলি না পড়ে বা তাহার জীবন নাশ না হয়, যাহাতে এই সকল বিপদ কাটিয়া যায়, দস্যুগণ সহসা আর পাহারা না দেয়, মীরা সেই উদ্দেশ্যে মনে মনে এক মতলব স্থির করিয়া পিদ্রু সম্বন্ধে ওইরূপ গল্প তাহাদের শুনাইয়াছিল; এবং তাহার জন্য প্রস্তুত হইল।

শিকার জালে আসিয়া পড়িয়াছে শুনিয়া দস্যুদলের মহা আনন্দ; এবং সেই দিন সন্ধ্যা হইতে পর দিন সন্ধ্যা পর্যান্ত তন্ন তন্ন করিয়া তাহারা গ্রামের চারিদিক অন্বেষণ করিল কিন্তু কোথাও তাহাদের শিকারের সন্ধান পাইল না। সন্ধ্যার পর যথাস্থানে সেই আড্ডাঘরে পুনরায় তাহারা সকলেই সমবেত হইল, এবং একে একে সকলেই নিজের নিষ্ফলতা জ্ঞাপন করিল; এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাহারা আবার নূতন চেষ্টায় বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে তাহাদের একজন বাহিরে গিয়াছিল, সে দৌড়িয়া ভিতরে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সঙ্গীদিগকে কহিল—এই মাত্র সেই ছোঁড়াটা—পিদ্রু, এই রাস্তা দিয়া বরাবর পোলের দিকে গেল।

শুনিবামাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে তাহারা নিজ নিজ বন্দুক হাতে

সেখান হইতে দ্রুত বাহির হইল; এবং পাঁচজনে পাঁচ দিক দিয়া, যেদিকে পিক্রু গিয়াছে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পূর্ব্বোৎপন্না একটী নদী গ্রামের প্রান্তভাগ দিয়া, নিবিড় জঙ্গল ভেদ করিয়া দূরে সমুদ্রে গিয়া পতিত হইয়াছে। সকলে চারিদিক দিয়া আসিয়া সেই পুলের নিকট মিলিত হইল। যে বরাবর রাস্তা দিয়া আসিয়াছিল, সকলে তাহাকে পিক্রুর কথা জিজ্ঞাসা করিল।

সে উত্তর করিল—"কই আমিত কিছুই দেখ্‌তে পাই নাই।"

এমন সময় আর একজন, প্রায় একশত হাত দূরে, রাস্তার মাঝ খানে একটা মনুষ্যাকৃতি দেখাইয়া সঙ্গীদিগকে কহিল—"বোধ হয় ওই সে।"

সকলে দেখিল, চিনিল এবং নিস্তব্ধ হইয়া সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিল। পুলের পরপারে একটা আলো ছিল, সেই আলোক রশ্মিতে তাহারা দেখিল, পুলের বেড়ার শেষ ধারে রাস্তার উপর পিক্রু দাঁড়াইয়া আছে।

একজন দস্যু অপরকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"ওই তোমার সেই বাঙ্গালার ছোঁড়া—ওই পিক্রু।"

সেই খান হইতে লক্ষ্য করিয়া তাহারা পাঁচজনেই বন্দুক উঠাইল তাহাকে গুলি করিবার জন্য,—কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সে মূর্ত্তি সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল, তাহারা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তাহারা পিক্রুর পশ্চাতে ছুটিল, পুল পার হইয়া তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। একজন একটা আঁধারে লণ্ঠন বাহির করিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল, দেখিল অনেক দূরে একটা বনের ধারে একটা মানুষ দাঁড়াইয়া আছে।

সঙ্কেত মাত্রেই পুনরায় সকলে অগ্রসর হইতে লাগিল। এ কাজে দস্যুদল সুশিক্ষিত। তাহারা, অর্দ্ধ গোলাকার হইয়া তাহাদের লক্ষ্য ব্যক্তিকে বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন ভাবে, যে অতি সুশিক্ষিত ব্যক্তিও সে ব্যূহ মধ্য হইতে পলাইতে পারে না। তাহারা সেইরূপ ভাবে পিদ্রুকে বেষ্টন করিয়া বরাবর নদীর ধারে লইয়া যাইতে লাগিল। ইচ্ছা নদীর খরস্রোতে ফেলিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়া জলে ভাসাইয়া দিবে।

দস্যুদল যখন বন ছাড়াইয়া ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পড়িল, তখন পাহাড়ের উপর চন্দ্র উঠিয়াছে, সেই আলোকে তাহারা দেখিল, নদীর তীরে একটা লোক গুড়ি মারিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে।

বন্দুকে গুলিভরা—সর্ব্বদাই প্রস্তুত, দেখিবামাত্র তাহাদের মধ্যে একজন সেই মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়িল। নৈশ সমীরণে, নদীর খরস্রোতের সঙ্গে মিশিয়া তার সেই গুড়ুম-শব্দ কতদূর চলিয়া গেল।

তীব্র যন্ত্রণা-সূচক চীৎকার-ধ্বনি রজনীর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শূন্য গগনে মিশিয়া গেল। মূর্ত্তি একবার লাফাইয়া উঠিল, তার পর মৃতের ন্যায় নদীর স্রোতে পড়িয়া গেল। উল্লাসে লম্ফ দিয়া দস্যুগণ নদীতীর মুখে ছুটিল। তীর হইতে দেখিল একটা কালো চেহারা খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা দেখিল লোকটার হাত পা স্থির হইল, একটু দূরে যাইয়া ডুবিয়া গেল। তাহাদের পাপের আর কোন চিহ্ন রহিল না।

যাহার গুলিতে হত্যা হইয়াছিল, গম্ভীর স্বরে সে বলিল—

"এত দিন পরে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।"

আর একজন জিজ্ঞাসা করিল—"ওই কি সেই পিদ্রু।"

দস্যু উত্তর করিল—"হাঁ, ওই সেই পিদ্রু বা—মীরা!"

"তোমার হাতেই ওর মৃত্যুছিল।"

দস্যু পুনরায় তাহার আধারে লণ্ঠন বাহির করিয়া, তীরের বালির ও ঘাসের উপর রক্তের দাগ দেখিয়া গর্ব্বভরে কহিল—

"এই দাগ ভিন্ন আর কোন চিহ্নই রহিল না।"

"এইবার চল আমরা টাকা বখ্‌রা কর্‌তে বসিগে।"

টাকা ভাগের কথাটা দিবানিশি তাহাদের জপমালা হইয়াছিল। কারণ তাহারা জানিত এবং সকলকে বলা হইয়াছিল, যতদিন পর্য্যন্ত না মীরাকে ধরা যায়, বা কোন উপায়ে তাহাকে পথ হইতে সরান যায়, ততদিন ভাগ বখ্‌রা কিছুই হইবে না।

একজন সেই রক্তের দাগ দেখাইয়া বলিল—"ওই গুলোই ইহার সাক্ষী প্রদান করিবে।"

আর একজন বলিল—"একজনের ত থাকার দরকার।"

"আমি থাক্‌বো"—যে ব্যক্তি মদের দোকানে মীরার সঙ্গে কথাচ্ছলে পিদ্রুর গল্প শুনিয়াছিল, যে তার সঙ্গীদিগকে পিদ্রু পুলের ধারে যাইতেছে সংবাদ দিয়াছিল, সেই বলিল—"আমি থাক্‌বো তোমরা সরে পড়।"

তাহারা সেখান হইতে বিভিন্ন পথ দিয়া, একে একে পুনর্ব্বার সেই দোকানে আসিয়া মিলিত হইল।

তখন রাত অধিক হয়নি, প্রায় সন্ধ্যার পরেই তাহারা এই

হত্যাকাণ্ড সাধন করিয়া একঘণ্টার মধ্যেই পুনরায় যথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিহে তুমি এখানে! ফিলাডেলফিয়ার সেই ভদ্রলোক বা মীরা তাহার পূর্ব্ব দিনের সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিল—

"তুমি এখানে যে?"

দস্যু যেন একটু রুক্ষস্বরে উত্তর দিল—"হাঁ, কিন্তু তুমি যে চারিদিকে ঘুরে ব্যাড়াচ্ছ দেখ্‌ছি।"

মীরা উত্তর করিল—একটা নূতন জায়গায় এলে, সেটা ভাল করে দেখ্‌তে হয় বইকি।

একে একে পাঁচজনেই সেখানে উপস্থিত হইল, সকলেই আজ প্রফুল্ল, পেট ভরিয়া সকলে আজ মদ খাইতে লাগিল। কিন্তু সেই মদের খরচা অধিকাংশই মীরা প্রদান করিল।

পরিশেষে একজন বলিল—"আমি ভাই সাড়ে বারোটার ট্রেণে সহরে যাবো, আর আমি থাকতে পারিনে।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মীরা দেখিল, একে একে প্রায় সকলেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া সহরে চলিয়া গেল। মীরার পথ পরিষ্কার হইল, কেবল রহিল মিকন।

নবম পরিচ্ছেদ।

দস্যু হস্তে।

পরদিন প্রাতঃকালে মীরা বেড়াইতে বেড়াইতে সেই মদের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল, মিকনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য।

মীরা দেখিল, প্রায় ৫।৬ জন দুর্দ্দান্ত দস্যু তাহার পথ আগুলিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের কোন মতে সরাইতে না পারিলে বিলিকে উদ্ধার করিবার সুযোগ হয় না। সেও স্বাধীন ভাবে বেড়াইতে পারে না। তাই মীরা মনে মনে এক দুঃসাহসিক মতলব স্থির করিল। অনেক দিন মীরা ভারতে ছিল, ভারতের শোণিতে তাহার কার্য্যময় জীবন বর্দ্ধিত হইয়াছে। ছলনা চাতুরিতে সে সিদ্ধ হস্ত। যে কোন উপায়ে হউক তার পথ পরিষ্কার করা আবশ্যক, দস্যুদের জানা দরকার, তাদের মহাশত্রু নিধন হইয়াছে, তাহারাও নিশ্চিন্ত হয়, মীরাও নির্ব্বিবাদে নিজের স্বকার্য্য সাধন করিতে পারে, তাই সে মতলব করিয়া দস্যুদিগকে পুলের ধারে লইয়া যায়, তাই সে মায়া মৃগের ন্যায় দেখা দিয়া তাহাদিগকে নদীর ধারে লইয়া যায় এবং ছলনা করিয়া আহতের ন্যায় নদী স্রোতে ঝম্প দিয়া পড়ে। সাঁতারে মীরা অদ্বিতীয়, সে দস্যুর গুলি খাইয়া জলে ডুবিবার ভাণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে পর পারে আসিয়া উঠিল, এবং দস্যুগণ যখন একত্রিত হইয়া তাহাদের কৃতকার্য্যের ফলাফল দেখিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইতেছিল, সেই সাবকাশে মীরা পারে উঠিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় ছদ্মবেশী ভ্রমণকারী

সাজিয়া, তাহাদের বহু পূর্ব্বে মদের দোকানে আসিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও মীরা সম্পূর্ণ রূপে পথ পরিষ্কার করিতে পারিল না। পাঠক! ক্রমে তাহা দেখিতে পাইবেন।

বেড়াইতে বেড়াইতে মীরা মদের দোকানে আসিয়া বসিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু মিকনের দেখা পাইল না। বিফল মনোরথ হইয়া সে বেলা মীরা নিজের বাসায় ফিরিয়া গেল। পুনরায় সন্ধ্যার সময় সেই খানে উপস্থিত হইল। মীরার একটু পরেই মিক আসিয়া উপস্থিত হইল। দু একটা কথার পর মিক মীরাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন হে, তোমার সেই বাঙ্গালার ছোঁড়াটাকে আজ দেখেছ কি?"

মীরা যেন একটু আশ্চর্য্য ও গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—

"সে কথায় আর কাজ নাই, আমি তার সম্বন্ধে আর কোন কথা বল্‌তে চাই না।"

মিক। কেন, তার মানে?

মীরা। কারণ আছে।

মিক একটু রুক্ষ ভাবে বলিল—"তুমি আজ হঠাৎ এ রকম হলে কেন?

মীরা। কেন তুমি কি তা শোননি?

মিক। কি শুন্‌বো?

মীরা। খুনের বিষয়।

মিকের মুখ যেন কালি হইয়া গেল, সে কহিল—"খুন!"

মীরা। হাঁ, খুন!

মিক। কে খুন হ'লো? আমিত কৈ খুনের কথা কিছু শুনিনি।

মীরা। তবে কি তুমি এখানে ছিলে না ?

মিক। আমি খুনের কথা কিছু শুনিনি। কি হয়েছে আমায় সব খুলে বল।

মীরা। আমি আর সে বিষয় বল্‌তে ইচ্ছা করি না।

মিক। মীরার কাঁদে হাত দিয়া বলিল—"তুমি যেন কি রকম হয়েছ,—কেন ?"

মীরা। আমি কোন কথা বল্‌তে চাইনে।

মিক। কিসের বিষয় ?

মীরা। যে কোন বিষয়েই হোক।

মিক। আমি তোমায় বল্‌তে চাই।

মীরা। আমি বলি না বলি, তোমার তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি ?

মিক। আছে বই কি।

মীরা। কি বল শুনি।

মিক। আমার ধারণা, তুমি আমার উপর সন্দেহ কচ্ছো।

মীরা। আমার কিছুই বল্‌বার নাই।

পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, খুনের বিষয় শুনিবার জন্য কেন মিক এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

মীরার কথার ভাবে সে বুঝিতে পারিল যে যাকে তারা খুন করিয়াছে, সেই লাসটা ভাসিয়া উঠিয়াছে এবং সকলে তাহা জানিতে পারিয়াছে। কতদূর কি হইয়াছে তাই শুনিবার জন্য মিকের এত আগ্রহ।

মিক একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল—

"তোমাকে নিশ্চয় বলতে হবে!"

মীরা। কেন ?

মিক। কারণ তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে, তুমি যেন আমাকেই সন্দেহ কচ্ছো।

মীরা। আমি তোমায় খুনের কথা বলেছি। তুমি কি খুন করেছ, তাই আমার কথা গায় পেতে নিচ্ছ?

মিক। তোমার কথার মানে আমায় বল্‌তেই হবে।

মীরা। আমায় কি একটা সাক্ষি কর্‌তে চাও নাকি?

অধৈর্য্য ভাবে মিক বলিল—"তার চেয়েও খারাপ হবে, যদি তুমি সব খুলে না বল।"

বিরক্ত ভাবে মীরা বলিল—"তুমি আমায় জোর করে বলাতে চাও?"

মিক। যা ভাবো।

মীরা। যদি তুমি জেদ কর্‌ো তবে কাজেই বলতে হয়।

মিক। হাঁ, আমি জেদ কর্‌ছি।

মীরা। তবে শোন, সেই ছোঁড়াটাকে কে খুন করেছে, তার লাশ পাওয়া গিয়াছে।

মিকের চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সেই সঙ্গে মীরার প্রতি তার ঘোর সন্দেহ হইল।

মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া, পুনরায় মিক জিজ্ঞাসা করিল—"কোন ছোঁড়াটা?"

মিক। যে ছোঁড়ার কথা সে দিন তোমায় আমায় বলাবলি কচ্ছিলুম।

মিক। তার সঙ্গে আমার কি দরকার?

মীরা। তা তুমিই জান, কিন্তু আমি বোকা নয়, যদি আমার পরামর্শ শোন, তবে এখান থেকে সরে পড়।

মিকের বদন পুনরায় অন্ধকার হইল, সে কহিল—

"আমি কেন সরে পড়্‌বো ?"

মীরা। সামান্য ইঙ্গিতই বুদ্ধিমানের পক্ষে যথেষ্ট !

মিক। তার মানে ?

মীরা। মানে এই, সেদিনকার গল্পে তোমার যে কিছু স্বার্থ আছে তুমি যে আগ্রহের সহিত শুন্‌ছিলে, তা আমার বেশ মনে আছে।

মিক। বেশ আমোদ হচ্ছিল তাই শুন্‌ছিলাম।

মীরা। খুব আমোদ বটে, কিন্তু সেই আমোদে তার জীবন যাওয়া উচিত হয়নি।

মিক। বেশ সেটা খুন না হয়ে আত্মহত্যা হতে পারে না কি ?

মীরা। যেরূপ ভাবে তার গায়ে গুলি লেগেছে, আপনা আপনি তা হ'তে পারে না, কেউ খুন করেছে।

মিক। তোমার কি বোধ হয়, সে খুনের সঙ্গে আমার কিছু সম্বন্ধ আছে ?

মীরা। তা আমি জানিনে। তবে আমার যা বলবার তা আমি বললুম। হয়ত আরো কিছু বলতে পারি।

মিক। আর কি—বল শুনি।

মীরা। কাল রাত্রে সে ছোঁড়ার সঙ্গে আমি ছিলুম।

মিক। কেন ?

মীরা। খেয়াল হলো, তাকে এই খান দিয়ে যেতে দেখে ছিলাম।

মিক। তার পর ?

মীরা। দেখলাম ৪।৫ জন লোক এখান থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লো।

মিক। তুমি কি তাদের সঙ্গে সঙ্গে গিছ্‌লে?

মীরা। হাঁ, পুল পর্য্যন্ত।

মিক। তোমার ধারণা যে ওই পাঁচজনেই তাকে খুন করেছে?

মীরা। আমি বিবেচনা করি, যদি আমি ওই পাঁচজনের একজন হতাম, তা'হলে তিলার্দ্ধও এখানে থাক্‌তুম না।

মিক। আমি কি তাদের একজন?

মীরা। হাঁ।

মিক। তোমার মিথ্যা কথা।

মীরা। ভালই, কিন্তু যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি যা জানি সব বল্‌বো।

মীরা আর কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে প্রস্থানোদ্যত হইয়া যখন দরজার নিকট আসিয়াছে, মিক তাহাকে থামিতে বলিয়া, তাহার নিকট আসিয়া চুপি চুপি বলিল—

"আমার পরামর্শ শোন, এখান থেকে পালাও, তোমার পেছনে লোক আছে।"

এইরূপ ভয় দেখাইয়া মীরাকে সরাইবার জন্য মিক চেষ্টা করিল। সে পুনরায় বলিল—শোন, সে পাঁচজনের বরাতে যাই থাক, কিন্তু যে তাদের বিপক্ষে কোন কথা বলিবে তার মৃত্যু নিশ্চয়।

মীরা। আমি তাতে ভীত নই, তবে আমায় শমন না দিলে, কোন কথা জিজ্ঞাসা না কর্‌লে, আমি উপযাচক হয়ে কিছু বল্‌বো না। এই বলিয়া মীরা প্রস্থান করিল।

মীরা প্রস্থান করিলে মিক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই খানে বসিয়া বসিয়া [illegible] মতলব স্থির করিল। খুন তাহার কাছে

কিছুই নয়, মনুষ্য জীবন তার কাছে কীট পতঙ্গ অপেক্ষাও হেয় বলিয়া বোধ হয়। একটা খুন ঢাকিতে আর দশটা খুন করিতে সে কুণ্ঠিত নয়,—সে করেও তা।

মীরা ভাবিয়াছিল এইরূপ উপায়ে, এই রকমে ভয় দেখাইয়া মিককে সেখান হইতে বিদায় করিবে, কিন্তু তার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। বিস্ময়ের সহিত মীরা দেখিল, যাহাকে সে ভয় দেখাইয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে না পালাইয়া তাহারই পশ্চাতে ফিরিতেছে। সে দেখিল সন্ধ্যা হইতে একটা ছদ্মবেশী তাহার সঙ্গে ঘুরিতেছে। নিশ্চয় করিবার জন্য ৪।৫টা দোকানে যাইল, প্রত্যেক স্থানেই সেই লোকটা তার সঙ্গে। মীরা বুঝিল, এ ছদ্মবেশী মিক ভিন্ন আর কেহই না, এত কাণ্ড করিয়াও মীরা শত্রুশূন্য হইতে পারিল না দেখিয়া একটু চিন্তিত হইল, এবং সত্বর মিকের উদ্দেশ্য জানিবার জন্য ব্যস্ত হইল।

ঘুরিতে ঘুরিতে মীরা একটা জুয়ার আড্ডায় উপস্থিত হইল, এবং সেখানে খানিকটা মদ খাইয়া যেন মাতাল হইয়াছে, এইরূপ ভান করিয়া জুয়া খেলিতে বসিল এবং ইচ্ছা করিয়া অনেক টাকা হারিয়া গেল। টাকা হারিয়া মীরা যেন দুঃখিত ভাবে একধারে আসিয়া চুপ করিয়া বসিল, সেই সুযোগে তার ছদ্মবেশী সঙ্গিটী আসিয়া মীরার সহিত আলাপ করিল।

মীরাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কিহে সব হেরেছ নাকি?"

দুঃখিত স্বরে মীরা কহিল—"সব ভাই, সব। একটা পয়সাও আমার আর নাই।"

দস্যু। তুমি আবার সব ফিরে পেতে চাও?

মীরা। পাবো কি? কি করলে পাই বল দেখি?

দস্যু। তা'হলে আমার সঙ্গে চল।

মীরা। কেন এখানে ?

দস্যু একটু চুপে চুপে বলিল—না, এখানে না। এখানে সব শালারা আমায় চেনে, কিছুতেই আমার সঙ্গে ওরা খেল্‌বে না। তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় অনেক টাকা পাইয়ে দেবো।

মীরা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যেতে হবে ?"

দস্যু বলিল—"আমার বাড়ীতে দেখো এখন, সেখানে কত লোক আছে।"

মীরা। চল তবে।

দুই জন সেখান হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িল। খানিক দূর গিয়া একটা মেটো রাস্তা ধরিল, তার পর একটা বাগানের ভিতর দিয়া গ্রামের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। মীরার ধারণা ছিল, হয় ত রাস্তাতেই দস্যু তাহার প্রাণ নাশের চেষ্টা করিবে, সেই জন্য সে অতি সতর্ক ভাবে তার বিশ্বাসী পিস্তলে হাত দিয়া শত্রুকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু দস্যু তাহাপেক্ষাও আরো ভয়ানক কল্পনা করিয়াছিল।

তাহারা ক্রমে একটা বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। সেই বাড়ী দেখাইয়া দস্যু মীরাকে কহিল—"এই আমার বাড়ী।"

মীরা চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, জনমানবের শাড়া শব্দ নাই, চারিদিকেই বন, বনের পর মাঠ ধু ধু করিতেছে—দুষ্কর্ম্ম সাধনের প্রশস্ত স্থান। দস্যুর কথার উত্তরে মীরা বলিল—

"এযে বড় নির্জ্জন স্থান ?"

দস্যু কহিল—"ধরা পড়বার ভয়ে যারা লুকিয়ে থাকে তাদের পক্ষে অতি উত্তম স্থান।"

মীরা। তুমি কি পালিয়ে আছ?

দস্যু কহিল—"সে অনেক কথা। চল ভিতরে যাই সব বল্‌বো এখন।"

উভয়ে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। সেই নির্জ্জন প্রান্তরে সেই জনশূন্য স্থানে, অপরিচিত লোকের সঙ্গে, সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে কত সাহসী যুবকেরও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, হৃদয়ে ভয় হয়, কিন্তু মীরার তা হইল না। মীরা অকুতোভয়ে জানিত, শক্রর সঙ্গে ইচ্ছা করিয়াই সিংহ বিবরে প্রবেশ করিল। জানি না কি অসীম শক্তিতে মীরার হৃদয় পরিপূর্ণ।

ঘরে ঢুকিয়া মিক আলো জ্বালিল, এবং উনানে আগুণ করিতে লাগিল। মীরা স্থির ভাবে বসিয়া তাহার শক্রর গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

আলো জ্বালিয়া, উনানে আগুণ করিয়া, মিক দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া তাহার ছদ্মবেশ খুলিতে লাগিল। গোঁপ, দাড়ি, মাথার পরচুলো সমস্ত খুলিয়া সে পূর্ব্ববেশে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু সে এক বিষয়ে বড়ই নৈরাশ হইল। সে ভাবিয়াছিল তাহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া মীরা আশ্চর্য্য হইবে ও ভয় পাইবে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে, তাহাকে স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। মীরা যেন ইহা দেখিবার জন্য পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল।

নিজবেশে মিক একখানা চেয়ারে বসিয়া ভ্রুকুটী করিয়া মীরাকে কহিল—

"আমি তোমায় এইবার পেয়েছি। এখন বল দেখি, তুমি এইকদিন কি কাজে এই গাঁয়ে ঘুরে ব্যাড়াচ্ছ?"

মীরা বলিল—"ঘুরে ব্যাড়ানই আমার কাজ।"

মিক। তুমি অন্যের কাজকে নিজের কাজ করে নিচ্ছ?

মীরা। ভালই।

মিক। সত্যি কথা বল্‌তে কি,—আমার বিশ্বাস তুমি গোয়েন্দা।

মীরা। ভাবো—তাই আমি।

মিক। তুমি ভাবো বড় চালাক তুমি, কিন্তু আমি তোমায় জালের ভেতোর টেনে এনেছি।

মিক তাহার পিস্তল বাহির করিল, মীরাও নিজের পিস্তলে হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

মিক বলিতে লাগিল—"আমি সে ছোঁড়াকে খুন করিছি, যদি এ ধারণা তোমার হয়েছে, তবে আমায় ধরিয়ে দিলে না কেন?"

মীরা। তোমার বিষয়ে সকল প্রমাণ আমি এখন পাইনি।

মিক। তুমি যে একজন ছদ্মবেশী গোয়েন্দা এবং আমাকে ধরবার চেষ্টায় আছ, এ কথা তুমি অস্বীকার কচ্ছো না?

মীরা। না।

মিক। তুমি কি এ ঘটনার আগে থেকেও আমায় ধরবার চেষ্টায় আছ?

মীরা। হাঁ।

মিক যেন হতভম্ভ হইয়া গেল। সে যে কি বলিবে কি করিবে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। নিজের মনে মনে সে যে মতলব করিয়াছিল, তাহা ফাঁসিয়া গেল। সে এখন বুঝিতে পারিল তাহার সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত প্রতিযোগীতায় উদ্যত।

একটু থামিয়া পুনরায় মিক জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি ঠিক করেছ ?"

"যথা সময়ে তোমাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলান।"—ধীর ভাবে মীরা উত্তর করিল।

মিক। তা'হলে আমার সঙ্গে, সে ছোঁড়ার গল্পের উদ্দেশ্যই তোমার যে আমি তারে খুন করি—কেমন ?

মীরা। ঠিক তাই।

মিক। তার নাম পেয়েছ ?

মীরা। না, কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় তা আমি জানি।

মিক। আঃ! তা'হলে নাম এখন পাওনি ?

মীরা সে কথার কোন উত্তর দিল না।

দলের মধ্যে মিক অত্যন্ত সাহসী, দুষ্কর্ম্মে সে সদাই অগ্রগামী, কিন্তু মীরাকে হত্যা করিবার জন্য, কৌশলে তার বাড়ীতে আনিয়াও সে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। যেন কেমন এক রকম দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে লাগিল। একটু চুপ করিয়া মিক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"তবে আমায় ধরাচ্ছ না কেন ?"

মীরা। যখন ইচ্ছা আমার—তখনি তোমায় ধরাতে পারি।

মিক। বাঁচিয়া থাকিলে ত ?

মীরা। সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে আজ আমার প্রতিযোগীতা হবে।

মিক দেখিল মীরার দুটী উজ্জ্বল চক্ষু তাহার প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। সে জীবনে কখন এরূপ শত্রুর সম্মুখীন হয় নাই। উভয়ে মুখোমুখী হইয়া বসিয়া রহিল, কেহ কাহাকেও আঘাত করিবার সাহস করিতে পারিতেছে না। এমন সময় দূরে বনের ভিতর সাঙ্কেতিক বাঁশি বাজিয়া উঠিল। সেই শব্দ

শুনিয়া দস্যুর বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু মীরার হৃদয়ের শোণিত যেন ঠাণ্ডা হইয়া গেল। মীরা জানিত, মিক ভিন্ন আর সকলেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, পুনরায় যে তাহারা উপস্থিত হইবে সে ধারণা তাহার ছিল না। পুনরায় বাঁশি বাজিয়া উঠিল, মীরার হৃদয় আবার কাঁপিয়া উঠিল। এই সময়ে মীরা দেখিল, মিক যেন একটু অন্য মনস্ক হইয়াছে। মীরা এ সুযোগ ত্যাগ করিল না, পলক মাত্রেই সে তাহার পিস্তলের উল্টাপিঠ দিয়া মিকের মস্তকে প্রাণপণে আঘাত করিল, দস্যু সে আঘাত নিবারণ করিতে পারিল না ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। উপর্য্যুপরি যতক্ষণ সে অচৈতন্য না হইল, ততক্ষণ মীরা তাহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল, মিক মড়ার মতন পড়িয়া রহিল।

মীরা তখন ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া, আস্তে আস্তে সদর দরজার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, একটু পরেই বাহির হইতে দরজায় আঘাত করিল।

মীরা তখন নিস্তব্ধ ভাবে সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিল।

কোন উত্তর না পাইয়া, দস্যুরা পুনরায় জোরে জোরে আঘাত করিল এবং মিকের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহাদের কথায় মীরা বুঝিতে পারিল, প্রায় ৭।৮ জন দস্যু বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

ডাকিয়াও উত্তর না পাইয়া বিরক্ত ভাবে একজন কহিল—

"এ কেমন হলো, দূর থেকে দেখলুম ঘরে আলো জলছে, কাছে এসে দেখি অন্ধকার, এর মানে কি।"

আর একজন বলিল—"হাঁ, আমিও দেখেছি—ওই জানলা দিয়ে আলো বেরুচ্ছে।"

মীরা নিজের মতলব স্থির করিয়া, দরজার নিকটে গিয়া বিকৃত স্বরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল—"বাইরে কারা তোমরা ?"

দস্যুরা নাম বলিল।

শুনিয়া মীরা বলিল—"পালাও তোমরা, এ বাড়ীর চারি দিকে পাহারা বসেছে।"

দস্যুরা জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি ?"

মীরা। এর পর শুনো, এখন পালাও শিগ্‌গীর।

দস্যুরা জিজ্ঞাসা করিল—"কে কে আছ তোমরা ?"

মীরা উত্তর করিল—"মিক আর আমি। যত শিগ্‌গীর পার পালাও, আমরাও গিয়ে মিশবো এখন।"

দস্যুরা অনেকক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিল, কারণ মীরার কথার মানে তারা ভাল বুঝিতে পারিল না। যাহা হউক অবশেষে তাহারা সেখান হইতে প্রস্থান করিল। যাবার সময় জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদের সঙ্গে কোথায় তোমাদের দেখা হবে।"

যেখানে সদাসর্ব্বদা মিক যাইয়া বসে, মীরা সেই স্থানের নাম করিল, শুনিয়া তাহারা প্রস্থান করিল।

তাহারা চলিয়া গেলে, মীরা তাহার আধারে লণ্ঠন জ্বালিয়া মিকের অবস্থা দেখিল। তখনও মিক সেই ভাবে মড়ার মতন পড়িয়া আছে, মীরা আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, মিককে সেই অবস্থায় ফেলিয়া, দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

সেখান হইতে বাহির হইয়া নির্জ্জন বনের পথ ধরিয়া মীরা সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িল, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই নিজের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

পরদিবস সম্পূর্ণ নূতন বেশে মীরা সেই সরাপ খানায় উপস্থিত হইল। পূর্ব্বদিন রাত্রে মিকের বাড়ীতে যাহারা গিয়াছিল, তাহারা কে, সেই বিষয় জানিবার জন্য তাহার মন বড় ব্যস্ত হইয়াছিল। একটু পরেই মীরা দেখিল, মলিন বদনে, উদাস দৃষ্টিতে টলিতে টলিতে মিক আসিয়া সেই খানে উপস্থিত হইল, সে জীবনে বাঁচিয়া আছে দেখিয়া মীরা একটু আহ্লাদিত হইল। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মিক সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

মীরা তাহার পিছু পিছু গিয়া দেখিল, সে বরাবর ষ্টেশনে গিয়া সহরের টিকিট কিনিল এবং ট্রেনে উঠিয়া প্রস্থান করিল।

এইবার তাহার পথ পরিষ্কার হইল। অন্ততঃ সে তিনচার ঘণ্টা সময় পাইল, এবং এই সময়ের মধ্যেই সে কৃতকার্য্য হইবে স্থির করিল। সে বাসায় আসিল এবং নূতন রকম ছদ্মবেশে স্বকার্য্যোদ্ধারের সমস্ত সরঞ্জাম ঠিক করিয়া লইয়া দ্রুতপদে জেল খানার দিকে প্রস্থান করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিলির পলায়ন।

সেই নির্জ্জন কারা গহ্বরে একাকী বসিয়া বিলি তাহার অবস্থা চিন্তা করিতেছে। মোকদ্দমার দিন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, অথচ তাহার সাপক্ষে কোন যোগাড়ই হইতেছে না। কে আছে কেই বা তার জন্য চেষ্টা করিবে,—কেউ নাই, জগতে সে একা!

বন্ধুর মধ্যে এক মীরা—কিন্তু সে স্ত্রীলোক, সেই বা কি করিবে, আর সেওত একা!—অদৃষ্ট বাদী—আজীবন কারাগারে বাস, দেশব্যাপি অপযশ বিধিলিপি।—এই সমস্ত দুশ্চিন্তায় বিলি নিবিষ্ট, এমন সময় তাহার গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া পূর্ব্বকার সেই বৃদ্ধা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া বিলিকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধা কহিল—"কেমন হে যুবক! ভাল আছত? সেদিনকার চেয়ে আজ বোধ হয় তোমায় অনেক ভাল দেখ্‌বো কেমন?"

এরূপ ভাবে বিলি উত্তর করিল—"আরো খারাপ দেখ্‌বে আজ তুমি!"

কারারক্ষক বৃদ্ধাকে ভিতরে যাইতে দিয়া চাবিবন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল।

মীরা বলিল—"বিলি তুমি শীঘ্র প্রস্তুত হয়!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিলি উত্তর করিল—"তবে কি আমায় কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে?"

মীরা বলিল—"না তা নয়। আমি তোমাকে পালাবার মত প্রস্তুত হতে বল্‌ছি, এখন তোমার সাহসের দরকার। এ কাজ এখনি—নতুবা আর হবে না।"

বিলি। কি করে পালাবো?

মীরা। আমার সঙ্গে পোষাক বদলে।

বিলি। আমি পালাবো আর আমার বদলে তুমি থাক্‌বে।

মীরা। হাঁ।

বিলি। আমি তাতে রাজি নই, বিশেষ কারারক্ষক দ্যাখমা-মাত্রেই চিন্‌তে পারবে।

মীরা। না না, এই দ্যাখো।

মীরা তাহার পোষাক উঠাইয়া দেখাইল, তাহার জুতার তলায় কাঠের গুকতলা পরা, তাহাদ্বারা তাহার নিজের স্বাভাবিক উচ্চতা অপেক্ষা অনেক বড় তাহাকে দেখাইতেছে।

মীরা তাহার পকেট হইতে গোপদাড়ী ও পরচুল বাহির করিয়া পরিল এবং তাহার গাউন খুলিয়া পুরুষ বেশে সেই খানে দাঁড়াইল, তখন যদি কেহ দূর হইতে দেখিত, তাহা হইলে এক ঘরে দুই বিলি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত। দেখিতে উভয়েই সুন্দর, উভয়ের মুখশ্রী প্রায় এক সমান, কেবল বয়সে এবং উচ্চতায় মীরা বিলি অপেক্ষা কিছু ছোট, কিন্তু মীরার কাঠের জুতায় সে অভাব মোচন হইয়াছে। মীরার কৌশল ও বুদ্ধি দেখিয়া বিলি মোহিত হইয়া তাহার প্রফুল্ল বদন প্রতি চাহিয়া রহিল।

মীরা বলিল—"এস বিলি, সত্বর তোমার কাজ শেষ কর! সময় আমাদের মহা মূল্যবান।"

বিলি ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"তোমার এই মহত্বের পুরস্কার স্বরূপ আমার বদলে তোমাকে চোর করিতে—প্রাণ থাকিতে আমি পারিব না।"

মীরা বলিল—"তুমি এমন বোকা কেন? ৬ঘণ্টার মধ্যে আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে মিশবো এখন, এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এখন তুমি এদের সদর ফটক পার হ'তে পারবে কি না আমায় বল?"

বিলি। তা আমি পারবো, কিন্তু এ বিপদে আমি তোমায় ফেলে যেতে পারবো না।

মীরা। সেজন্য তুমি ভেবোনা। তোমাকে মুক্ত করতে পারলে,

আমি অক্লেশে এখান থেকে পালাবো, এরা আমার কিছু করতে পারবে না।

বিলি। না না মীরা, তুমি যাও, পারো যদি অন্য উপায়ে আমায় মুক্ত কোরো, আমার জন্য এ বিপদ তুমি ঘাড়ে কোরো না।

মীরা উত্তেজিত ভাবে বলিল—"বিলি! উপায় থাকতে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে কোরো না। বড় দেরি হচ্ছে, এখনি কারাবন্দী আসবে—সব নষ্ট হবে।"

বিলি। আমার বরাতে যা আছে তাই হোক, তোমায় বিপদে ফেল্‌তে পার্‌বো না।

হাত জোড় করিয়া কাতর কণ্ঠে মীরা বলিল—"তোমার পায় পড়ি বিলি আমার কথা ঠেলনা, আমার জন্য তোমার কোন ভয় নাই, আমি নির্ব্বিঘ্নে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো।

মীরার কাতরতা দেখিয়া বিলি মত করিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে উভয়ের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া,মীরার স্থানে বিলি এবং বিলির স্থানে মীরা উপবেশন করিল। মীরা তাহাকে বেশ করিয়া সাজাইয়া দিল।

মীরা বলিল—তুমি এখান থেকে বেরিয়ে বরাবর সহরের ভিতর যাবে, রাস্তায় কারু সঙ্গে কথা কবে না, কোন দিকে ফিরেও চাইবে না, যতদূর সম্ভব দ্রুতপদে আমার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হবে। যদি আমার একটু দেরি দ্যাখ তাতে ভয় করো না, যেন আমার কি হ'ল কিম্বা আমায় খুঁজিতে বেরিও না, কারুকে বিশ্বাস করে কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না।

এই সমস্ত উপদেশ দিয়া, মীরা চাদর মুড়ী দিয়া শুইয়া পড়িল,

এবং বিলি (এখন ছদ্মবেশী মীরা নারী) চেয়ারে বসিয়া তাহাকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিল।

এমন সময় চাবি খোলার শব্দ হইল, মীরা তখন চাপা গলায় গালাগালি দিয়া বলিতে লাগিল—"বেরো বুড়ি আমার এখান থেকে, আমি তোরে দেখ্‌তে চাইনে, তোর ধর্ম্ম কথা আমার ভাল লাগে না। বেরো—বেরো—শিগ্‌গির বেরো।"

বিলি বলিল—"যুবক! আমি তোমার জন্য বড় দুঃখিত হলুম। আমি তোমার মত অনেককে এই উপদেশ দিয়ে সৎপথে এনেছি, তাদের মতি ফিরিয়েছি তুমি শোন, তোমার মন ভাল হবে, তুমিও সৎপথে আসবে।"

মীরা। (ওরফে বিলি) বলিল—"বাবা! আমি তোর কথা শুনতে চাইনে, তুই বেরো আমি ঘুমই।"

কারারক্ষক বলিল—"আপনি আসুন, আপনার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে।"

বিলি বলিল—আর একটু সময় আমায় দাও না, দেখি আর ২।৪টা উপদেশ দিয়ে, যদি একে সৎপথে আন্‌তে পারি।

রক্ষি বলিল—"না, আপনার সময় ফুরিয়ে গেছে, আর সময় দেবার ক্ষমতা আমার নাই।—আপনি আসুন।"

বিলি যেন অনিচ্ছা সত্বে আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠিয়া বাইরে আসিল। সেখান হইতে ঝুলিতে ঝুলিতে বুড়োরা যেমন চলে—সেইরূপে জেলখানা হইতে বাহির হইয়া, সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মুক্ত পথে, মুক্ত বাতাসে বিলি যেন নবজীবন লাভ করিল। নির্ভয়ে দ্রুতপদে বিলি চলিতে লাগিল। কিছুদূর আসিলে, বিলি

বুঝিতে পারিল, তাহার পশ্চাতে লোক আসিতেছে, তাহার সন্দেহ হইল, বুঝি জেলখানা হইতে কেহ পিছু লইয়াছে। তখন প্রায় অর্দ্ধেক পথ বিলি আসিয়াছে। নিঃসন্দেহ হইবার জন্য সে একটা বনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এবং একটা ঝোপের ভিতর লুকাইয়া আগন্তুকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বিলি ভাবিল যদি জেলখানার কেহ হইত, যদি তাহাদের কোন সন্দেহ হইত, তাহা হইলে সেই খানেই চেঁচাচেচি করিত, কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূর আসিত না। আমায় দেখ্‌তে হচ্চে কেন লোকটা আমার সঙ্গ নিয়েছে। এই স্থির করিয়া বিলি সেই খানে লুকাইয়া বসিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সে লোকটা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, পশ্চাৎ হইতে বিলি লম্ফ দিয়া তাহার উপর পড়িল এবং উভয়ে হাতাহাতি আরম্ভ হইল, অল্পক্ষণ মধ্যেই বিলি তাহার প্রতিযোগীকে মাটীতে ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুই ? কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসচিস্ ?" আগন্তুক সে কথার কোন উত্তর না দিয়া আশ্চর্য্য ভাবে বলিল—"বা! এযে একটা পুরুষ মানুষ!"

একটু হাঁসিয়া বিলি জিজ্ঞাসা করিল—"তুই কি আমাকে মেয়েমানুষ ঠাউরেছিস্ নাকি ?"

সে বলিল—"মেয়েমানুষের পোষাক পরা তোমার—কাজেই তাই ঠাউরেছি।"

বিলির তখন ছদ্মবেশের কথা মনে পড়িল, পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ভাব আমি মেয়েমানুষ, তুমি আমার সঙ্গ নিয়েছ কেন ?"

সে বলিল—আমার একজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা কচ্ছিলুম।

বিলি বলিল—বন্ধুর জন্য?

উত্তর হইল—হাঁ।

বিলি। ভাল, আমিই তোমার বন্ধু। কি চাও তুমি?

সে বলিল—"তা আমি জানি, আমার একটু আস্‌তে দেরি হয়েছে, কিন্তু দেখ্‌ছি সব ঠিক হয়েছে।"

বিলি জিজ্ঞাসা করিল—"কি ঠিক হয়েছে?"

লোকটা বলিল—"যদিও দুজনে এক সঙ্গে মিলে কাজ করবার কথা ছিল, কিন্তু আমার না আসাতেই সে কাজ হাঁসিল হয়েছে।"

বিলি। কার সঙ্গে তোমার দ্যাখা করবার কথা ছিল?

লোক। মীরার সঙ্গে।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বিলি জিজ্ঞাসা করিল—মীরার সঙ্গে তোমার দ্যাখা কর্‌বার কথা ছিল কোথায়?

লোক। আমাদের একটা কাজ ছিল।

বিলি। কি কাজ?

লোক। যদিও সব কথা আমার বলা উচিত নয়, কিন্তু বোধ হয় তোমাকে বলাতে দোষ হবে না। কথা এই, একজন নির্দ্দোষী যুবক চোর অপবাদে হাজতে পড়ছে, মীরার ইচ্ছা তাকে কোন গতিকে সেখান থেকে বারকরে দেওয়া, এবং সেই বিষয়ে আমি তাকে সাহায্য কর্‌বো। আমিও একজন ডিটেক্‌টিভ, আমরা দুইজনেই যে দস্যুদল ডাকগাড়ী লুট করেছে তাদের ধর্‌বার চেষ্টায় আছি।

লোকটার কথায় তাহার প্রতি আর বিলির অবিশ্বাস রহিল না, বিলি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে তুমিও ডিটেক্‌টিভ।"

· লোকটা বলিল হাঁ, আমিও ডিটেক্‌টিভ।

বিলি। আর বিলিকে হাজত থেকে বার করবার জন্য মীরার সাহায্য করতে এসেছ ?

লোক। সেই জন্যই আমি এ সহরে এসেছি! তুমি দেখেছ আমি চারিদিকে ঘুরে ব্যাড়াচ্ছিলুম—কারণ আমার আসবার একটু দেরি হয়েছে বলে। কিন্তু দেখাই সব ঠিক হয়েছে।

বিলি। তোমার সব মিথ্যা কথা।

লোক। কেন, তোমাকে মেয়েমানুষ বলেছি বলে ? আমার ধারণা ছিল, হয় তুমি মীরা, না হয় বিলি, দুয়ের একজন নিশ্চয়। প্রথম যেদিন মীরা তোমায় দেখ্‌তে আসে, সেই দিনই তোমার সঙ্গে তার এই কথা, তোমার পালাবার পরামর্শ হয়েছিল কিনা বল ?

বিলি। কোন তারিখে, বল্‌তে পার ?

লোকটা তখন তারিখ দিন ও সময় বলিল। বিলির আর তিল মাত্র সন্দেহ রহিল না, বিলি তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিল, সে উঠিয়া বসিল।

বসিয়া সে কহিল—"যদিও তুমি পালাতে পেরেছ, কিন্তু আমার বোধ হয় কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে।"

বিলি জিজ্ঞাসা করিল—কিসে তুমি টের পেলে ?

লোকটা বলিল—"যেন সেই রকম কি একটা গোলমাল আমি শুনতে পেলুম। সকলেই যেন ব্যস্ত চারিদিকে ছুটোছুটি কচ্ছে দেখলুম। তোমার সঙ্গে এলুম বলে ভাল করে সব শুনতে, কি জান্তে পারলুম না।"

বিলি জিজ্ঞাসা করিল—তবে মীরা ত ধরা পড়েছে ?

লোক। মীরা ধরা পড়বে? না না, তা তুমি ভেবো না। সে যেমন করে হোক পালাবে, তাকে ধরে এমন লোক পৃথিবীতে নাই। তবে তুমি যদি আবার ধরা পড়, আবার যদি তোমায় হাজতে নিয়ে যেতে পারে, তা'হলে তার বিপদ হবে। তুমি একটু সাবধানে থাকো, তোমায় না ধরতে পারে।

বিলি একটু চিন্তিত ও ভীত হইল। পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি আমায় কি করতে বল?"

লোক। প্রথমে, তুমি তোমার পোষাক বদলে ফেল। এখন এ বেশে থাকা তোমার নিরাপদ নয়। আমার সঙ্গে তোমার বেশ পরিবর্ত্তন কর। যদিও আমি তোমার বেকবার সাহায্য করতে পারিনি, এখন যাতে আবার ধরা না পড় তার উপায় করে দেই।

উভয়ে বেশ পরিবর্ত্তন করিল। তখন সে লোকটা তাহাকে বলিল,—"যতক্ষণ সন্ধ্যা না হয়, ততক্ষণ তুমি এই বনেই থাকো। এখন বাইরে বেরিয়ে কাজ নাই। একটু অন্ধকার হলে, আমি অথবা মীরা তোমায় এসে নিয়ে যাবো। মীরা তোমায় কোথায় যেতে বলে দিয়েছে?

বিলি সমস্ত পরিচয় দিল।

শুনিয়া লোকটা বলিল—"বেশ ভাল কিন্তু সন্ধ্যার এদিকে তুমি এখান থেকে বেরিও না। সন্ধ্যার পর আমরা যে হয় এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। যদি দেরি হয় যেন ব্যস্ত হয়ো না। এখন চারিদিকে তোমার খোঁজ হচ্ছে, এখন বেরুলেই ধরা পড়বে। আমি একবার ঘুরে দেখে আসি, কতদূর কি হলো।

তুমি খুব সতর্ক হয়ে থেকো, যদি কাউকে দেখো একটু গাঢাকা হয়ে থেকো। আমি আসি তবে।"

লোকটা চলিয়া গেল। একটু দূরে যাইয়া সে আপনাআপনি বলিয়া উঠিল—"এইবার মীরা, যত ধড়িবাজ তুমি হও, এইবার তোমায় নিশ্চয় ধরবো। বিলিকে পাকড়েছি, তোমায় পাকড়াতে পারলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।"

পাঠক বুঝিতে পারিলেন লোকটা কে?

কপট বন্ধুর কপট সহানুভূতিতে মুগ্ধ হইয়া, তাহার কপট কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই নিস্তব্ধ জনমানব শূন্য অরণ্য মধ্যে বিলি লুকাইয়া বসিয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মীরার সাহস ও বিলি শত্রু হস্তে।

ছদ্মবেশে বিলির প্রস্থানের পর কারারক্ষী চাবিবন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। মীরা তখন বিছানা হইতে উঠিয়া পুরুষ বেশ ত্যাগ করিয়া নিজ বেশ পরিধান করিল। এখন আর মীরা ছদ্মবেশে সাজিল না। ঘণ্টাখানেক পরে, কারারক্ষী পুনরায় তাহার কয়েদীকে দেখিতে আসিল। চাবির ছিদ্র দিয়া লোকটা উঁকি মারিয়া ভিতরে দেখিয়া কেমন একটা আতঙ্ক-সূচক চীৎকার করিয়া উঠিল। সে দেখিল একটা সুন্দরী যুবতী নিজের বিছানায় বসিয়া রহিয়াছে,—আর সেই দস্যুদলের সহচর হাজতের আসামী বিক্রেণর সে ঘরে নাই। যুবতী একলা, দেখিয়াই সে বিস্ময়ে

চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শুনিয়া পাছে অপর লোক আসিয়া জুটে, এই ভয়ে মীরা তৎক্ষণাৎ দরজার কাছে গিয়া সেই গর্ত্তে মুখ দিয়া কহিল—"চুপ চুপ! চেঁচিও না! গোল করলে তুমি নিজেই বিপদে পড়্‌বে।"

রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল—"সে কয়েদী কই?"

মীরা বলিল—"আমিই সেই কয়েদী। দোর খুলে ভিতরে এসো, আমি তোমায় দ্যাখাচ্ছি।"

এই কথা বলিয়া মীরা তাহার পরচুল ও দাড়িগোঁপ পরিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া রক্ষী বলিল—

"ও হবে না,—মিছে গোঁপদাড়ি পরে ভুলালে চল্‌বে না।"

মীরা বলিল—"অত চেঁচিও না, স্থির হয়ে ন্যাখো, নইলে তুমি নিজেই বিপদে পড়বে।"

রক্ষী বলিল "আর আমার বিপদের বাকি কি?"

লোকটা যথার্থই বলিল তার বিপদের বাকি কি! আইনানুসারে সে কঠিন শাস্তি পাইবার কাজ করিয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে, বিখ্যাত দস্যু সহচর, তার নিকট হইতে পলাইয়া গেল, এই গাফিলতার দরুণ তাহাতে কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে, কিছুতেই তার নিষ্কৃতি নাই, সে তা জানিত, তাই সে বলিল আর আমার বিপদের বাকি কি।

মীরা বলিল—তাহ'লে তোমার ত বড় বিপদ, কেমন না?

রক্ষী। হাঁ, কিন্তু তুমিই তার গোড়া। তোমার দ্বারাই এ কাজ হয়েছে।

মীরা। যদি তুমি আমার কথা শোন, তা'হলে তোমার কোন বিপদ হবে না।

রক্ষী। কেমন করে?

মীরা। দোর খুলে ভিতরে এসো আমি বল্ছি; অতবড় জোয়ান তুমি, আমার মতন একটা ছুঁড়িকে দেখে ভয় পেলে নাকি।

রক্ষী। না।

মীরা। তবে ভিতরে এসো আমি তোমায় সব বল্ছি।

দরজা খুলিয়া রক্ষী ভিতরে আসিল, মীরা তাহাকে বসিতে বলিল। সে বসিলে, মীরা সেই পরচুল পরিয়া তাহাকে দেখাইতে লাগিল,কেমন করিয়া সে তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে ভুলাইতে পারে। দেখিয়া রক্ষী বলিল –

"তাযেন হ'ল তাতে আমার কি উপকার হবে?"

মীরা। তুমি আমাকে বেরুবার সাহায্য কর।

রক্ষী। আর কাজ কি—আমি আর ভুলিনে।

মীরা। তাঁহলে আমার মতে আস্ছো না?

রক্ষী। না।

মীরা। তুমি জান না, আমি কত সহজে এতে কৃতকার্য্য হতে পারি।

রক্ষী। তার সন্দেহ কি, তুমি কত বড় লোক।

"এই দ্যাখো"—মীরা তাহার বিছানার নিচের হাত দিল, আবার বলিল –"এই স্থাখ আমি কত সহজে আমার কাজ করতে পারি।"

লোকে ভেল্কি দেখাবার আগে যেমন নানারূপ আড়ম্বর করে, অনেক রকম কথা বলে, লোক সমূহকে অন্যমনস্ক করে, মীরাও সেইরূপ একথা সে কথায় তাহাকে অন্যমনস্ক করিতে লাগিল।

যেই সে একটু অন্যমনস্ক হইল, অমনি মীরা তাহাকে চেয়ার সমেত এত জোরে ফেলিয়া দিল যে লোকটা ছিকরাইয়া পড়িয়া গেল। নিমেষ মধ্যে মীরাও তাহার উপর পড়িল এবং পূর্ব্ব প্রস্তুত রুমালের মুখবন্ধ তাহার মুখে পরাইয়া তাহার চীৎকার করিবার পথ নিবারণ করিল, এবং কটী মধ্য হইতে দড়ি বাহির করিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। লোকটা যেন হতভম্ভ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মীরা তাহার নিজ কাজ সমাধা করিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দেখ্‌লে সাহেব! কত সহজে আমার কাজ শেষ হ'ল? তুমি যদি আমার কথায় রাজি হতে, তা'হলে আর তোমার এ দুর্দ্দশা হত না।"

লোকটা কথা কহিতে পারিল না, কেবল একবার গোঁ গোঁ করিয়া উঠিল। মীরা আর সেখানে তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল এবং দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

একে একে প্রত্যেক ঘাটী পার হইয়া মীরা ফটকের নিকট উপস্থিত হইল, এইবার তাহাকে বাহির হইবার পাশ দেখাইতে হইবে। তাহার নিজের পাশ বিলিকে দিয়াছে। চতুরা মীরা মনে মনে মতলব স্থির করিয়া দ্রুতপদে তাহাদের আফিস ঘরে উপস্থিত হইল এবং কহিল—"আপনারা শীঘ্র ২০ নম্বর ঘরে যান, সেখানে মস্ত গোল দেখে এলুম।"

এই কথা শুনিয়া সেখানে যে যে উপস্থিত ছিল, সকলেই ব্যস্ত হইয়া সেই দিকে ছুটীয়া গেল, পাশ চাহিবার কথা আর তাহাদের মনে হইল না, মীরাও মুক্ত পথে সদর রাস্তায় উপস্থিত হইল।

মীরা যখন কারাগার হইতে বাহিরে আসিল, তখন তাহার স্ত্রীবেশ, যখন রাস্তায় পড়িল তখন সে ১৭।১৮ বৎসরের যুবক। একটু আড়ালে আসিয়াই সে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল এখনি তাহাকে ধরিবার জন্য লোক ছুটিয়া আসিবে, হইলও তাই। কিছুদুর যাইতে না যাইতে ৩।৪ জন পাহারওয়ালা ছুটিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল—

"মশায়! বল্‌তে পারেন, একটা ছুঁড়িপানা মাগী কোন দিকে গেল।"

মীরা অম্লান বদনে তাহার গন্তব্যপথের বিপরীত দিক দেখাইয়া দিল।

তাহারা বলিল -"হাঁ, আমরাও তাই অনুমান করেছি, ওই পথ ভিন্ন আর পালাবার পথ কই।"

এই বলিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে সেই মুখো ছুটিল, মীরাও মনে মনে হাঁসিতে হাঁসিতে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

মীরা তখন নিজের বাসায় পৌছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আসিয়াই মীরা তাহার বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"এডলিন সে যুবক কোথায়, যার কথা আমি তোমায় বলে গিছলুম।"

এডলিন বলিল—"কই কেউত আসেনি।"

আশ্চর্য্য হইয়া মীরা জিজ্ঞাসা করিল—"কেউ আসেনি?"

এডলিন। কই না।

বিস্মিত হইয়া মীরা সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার ভয় হইল, "বিলি কি তবে আবার ধরা পড়েছে! যদি তাই হয়,

তা'হলে তাকে মুক্ত করা অতি কঠিন ব্যাপার হবে। বিশেষতঃ এত কষ্ট করে, এত কৌশল করে তাকে উদ্ধার করে আবার সেই বিপদে পড়্‌লো?"—এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া মীরা যেন অস্থির হইল, এবং নিশ্চয় জানিবার জন্য পুনরায় সেখান হইতে বাহির হইল। খানিকদূর গিয়াই মীরা বুঝিতে পারিল, তাহার সঙ্গে লোক আসিতেছে।

মীরা জানিত বিপদ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত, প্রতি মুহূর্ত্তেই, তাহার জীবনের আশঙ্কা, মৃত্যু দিবানিশি তার পশ্চাতে ঘুরিতেছে। জানিয়াও সে তার কর্ত্তব্য কর্ম্মে সদাই ব্যস্ত, শত্রুকে বাধা দিবার জন্য সে সদাই প্রস্তুত।

পশ্চাতে শত্রু বুঝিয়াই সে তাহার গতি পরিবর্ত্তন করিল, এবং গ্রামের ভিতরের রাস্তা ধরিল।

যে পথ সে ধরিল, সে পথ বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ, জনমানব শূন্য। তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী শত্রুর পক্ষে সে পথ সুপ্রশস্ত, জানিয়াও মীরা ইচ্ছা করিয়াই সেই পথ ধরিল। ধন্য তাহার সাহস।

উপস্থিত বিপদের জন্য মীরার অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। যে পথে সে যাইতেছিল, তাহার দুই ধারেই পাহাড়ের দেওয়াল, নানারকম বন্য লতায় তাহা পরিপূর্ণ—একটা গলি। সেই গলির একটুখানি যাইলেই একেবারে দুটো পিস্তলের আওয়াজ হইল, মীরা সটান সেই খানে পড়িয়া গেল।

"এইবার শালীকে ঠিক মেরেছি!"—বলিতে বলিতে দুনজন দস্যু দ্রুতপদে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু সত্বরেই তাহাদের সে ভ্রম দূর হইল। তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া, মীরা না উঠিয়া শুইয়াই তাহাদের দিকে ফিরিল,

এবং তাহারা অল্প দূরে আসিবামাত্র তাহাদের লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। গুলি খাইয়া একজন পড়িয়া গেল, একজন পলাইল।

মীরা উঠিল, দস্যু জীবিত কি মৃত তাহা না দেখিয়া সে সেই পাথরের দেওয়াল পার হইয়া বরাবর মাঠের মাঝখান দিয়া ভিন্ন পথে নিজের বাসায় আসিল।

বাসায় আসিয়া মীরা এবার সম্পূর্ণ এবং সুচারু রূপে তাহার বেশ পরিবর্ত্তন করিল; এবং বড় একটা কোট গায় দিয়া আবার বাহির হইল।

এখানকার দলের মধ্যে মিক একজন প্রধান লোক ছিল, কিন্তু সেও মীরার হাতে পরাস্ত, আঘাতিত এবং সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

পিস্তলের বাঁটের দ্বারা মীরা যখন মিককে অজ্ঞান করিয়া পলায়, তাহার খানিক বাদে মিকের চৈতন্য হয়। চৈতন্য হইয়াছিল বটে কিন্তু আঘাত তাহার সাঙ্ঘাতিক হইয়াছিল। চৈতন্য পাইয়া মিক উঠিল, এবং টলিতে টলিতে বাড়ীর বাহির হইল। এমন সময় যে দলকে মীরা মিথ্যা কথা বলিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিল, তাহারাও আসিয়া সেই খানে উপস্থিত হইল।

তাহারা নূতন দল মীরাকে ধরিবার জন্য ডেলজন তাহাদের মিকের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল।

মিককে বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিয়া নূতন দলের সর্দ্দার তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—

কিহে সর্দ্দার! তুমি বাড়ী রয়েছ তবে আমাদের মিথ্যা করে ঘুরিয়ে দিলে কেন বলত?

অতি কষ্টে আস্তে আস্তে মিক জিজ্ঞাসা করিল—

কে, বোগরা,—তুমি ?"

বোগরা বলিল—"হাঁহে, আমি। এর ঢুপ্টা আগে আবার আমি তোমার এখানে এইছিলুম, সেই সময় কে আমাকে মিথ্যা কথা বলে, ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দিলে, কে সে ?"

পরিচয় দিবার জন্য মিকের পেট ফুলিতেছিল, সে সেইখানে বসিয়া পড়িল, এবং একে একে মীরার কথা সমস্ত পরিচয় দিল। সমস্ত শুনিয়া বোগরা বলিল—"একি যথার্থ না গল্প বল্‌ছো ?"

মিক উত্তর করিল—"মেয়েমানুষের আকারে সে একটা মহাশত্রু।"

বোগরা জিজ্ঞাসা করিল—"সেই যে পিক্রু ও মীরা এবং সেই ব্যবসায়ি ভদ্রলোক—এই তিনই এক, এ তুমি ভাল করে জেনেছ ?"

মিক উত্তর করিল—"হাঁ, সেই নদীর ধারে আমাদের ভুলিয়ে ফাঁকি দিয়েছিল।"

বোগরা বলিল—"ভাল, সে যে সাজেই থাকুক, এইবার তাকে মারবো আমরা।"

মিক। যদি তা না পার, তবে নিশ্চয় যেন আমাদের বাঁচবার আর কোন উপায় নাই। দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে, আমাদের প্রত্যেক আড্ডা, সব সে চেনে।

সেই খানে বসিয়া অনেকক্ষণ তাহারা পরামর্শ করিল। স্থির হইল, পরদিন বৈকালে মিক সেখান থেকে সহরে চলিয়া যাইবে। কেবল নতুন যাহারা আসিয়াছে, তাহারাই সেই সুন্দরী, কিন্তু তাহাদের পক্ষে মহাশত্রু মীরাকে ধরিবার জন্য সেই থানে থাকিয়া পাহারা দিবে।

বোগরা একজন পুরাণ বদমায়েস, অনেকদিন দস্যুবৃত্তি করিয়া নানারকম কুট মতলবে সে এক রকম পাকা হইয়াছে। বিলিকে বন্ধুভাবে ভুলাইয়া বোগরাই বনের ভিতর রাখিয়া আসিয়াছিল। মীরার জেলখানায় ঢুকিবার পরেই বোগরা সেই খানে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই জন্য মীরাকে সে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সে মীরার ছদ্মবেশের এবং তাহার আকৃতির সমস্ত পরিচয়ই মিকের নিকট পাইয়াছিল; এবং সেই জন্যই বিলিকে মিথ্যা কথায় ভুলাইতে পারিয়াছিল।

বিলিকে বনে রাখিয়া বোগরা বরাবর আড্ডায় উপস্থিত হইল। বিলির কাছে মীরার বাসার সন্ধান পাইয়াছিল, সে আড্ডায় আসিয়াই দুই জন লোক তাহার বাসায় পাঠাইয়া দিল। বলিয়া দিল অর্দ্ধেক পথে তাহারা উপস্থিত থাকিবে এবং মীরাকে দেখিলেই গুলি করিয়া মারিবে; কিন্তু মীরাকে মারিতে গিয়া তাহাদের কি অবস্থা হইয়াছিল, পাঠক তাহা দেখিতে পাইয়াছেন।

মীরাকে মারিতে লোক পাঠাইয়া, বোগরা অপর একজন লোক সঙ্গে করিয়া যেখানে বিলি তার অপেক্ষায় বসিয়া আছে সেই বনে উপস্থিত হইল, এবং লোকটাকে যাহা কিছু শিখাইবার দরকার, সমস্ত উপদেশ দিয়া এবং একটু পরে তাহার সঙ্গে দেখা করিবার কথা বলিয়া নিজে বিলির কাছে উপস্থিত হইল।

বিলি এক বৃক্ষমূলে বসিয়াছিল, তাহার বন্ধুকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বোগরা একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল—"সব গোলমাল হয়ে গেছে।"

উৎসুকের সহিত বিলি জিজ্ঞাসা করিল—“মীরা কি ধরা পড়েছে?”

বোগরা বলিল—“না, মীরা পালিয়েছে বটে কিন্তু তার এখন আর বেরুবার যো নাই, তাকে এখন লুকিয়ে থাক্‌তে হবে। তোমায় যেখানে যেতে বলেছিল, সেখানে আর তোমার যাওয়া হবে না।”

বিলি জিজ্ঞাসা করিল—“তার কোন বিপদ হবে না ত?”

তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বোগরা উত্তর করিল—

“না! তবে তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে, কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার জন্ম আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দেব। সে লোকও এলো বলে।”

বিলি জিজ্ঞাসা করিল—“সে কতদূর এখান থেকে?”

বোগরা বলিল—“একটু দূর বই কি। শিগগির তোমায় খুঁজে বের কর্‌তে না পারে, এমন স্থানে তোমায় পাঠাতে হবে। তার পর এই হৈ চৈটে মিটে গেলে, তোমাকে এখানে আনা যাবে, তখন আর তোমার কোন ভয় থাকবে না। ইতিমধ্যে মীরা সব ঠিক করে নেবে।”

তাহার কথায়—বিলির অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না। যে যে কথা সে বলিল, বিলির সকলি সত্যজ্ঞান হইল এবং তাহা অপ্রকৃতও নয়। সমস্ত শুনিয়া বিলি বলিল—“আমি এখন তোমার হাতে, মীরার বন্ধু তুমি, সুতরাং আমারও বন্ধু। যদি কখন সময় পাই, ভগবান যদি মুখ তুলিয়া চান, তবে এ উপকারের কৃতজ্ঞতা জানাইব, এখন আমি বড় বিপদগ্রস্থ।”

বোগরা ব্যস্ত ভাবে বলিল—"না না, আমায় তোমার ধন্যবাদ দেওয়া বা কৃতজ্ঞতা দেখান কিছুই কর্‌তে হবে না। আমি কে আমি কেবল হুকুম তামিল কচ্ছি বইত না।"

বিলি। যাই বলুন, তা'হলে কখন আমায় যেতে হবে?

বোগরা। এখনি।

বিলি। তা'হলে সে লোক কোথায়, যে আমার সঙ্গে যাবে?

বোগরা। সে এলো বলে, আমি তার সঙ্কেতের জন্যই অপেক্ষা কচ্ছি। আমরা দুজনে আস্‌তে সাহস করলুম না। কি জানি যদি কেও কোন সন্দেহ করে। ভাল কথা!—যে লোক তোমায় নিয়ে যাবে, যা যা কর্‌তে হবে সব কথা তাকে বলে দেওয়া হয়েছে। আমরা যেমন তোমার বন্ধু, সেও তাই, এ কথা যেন তোমার মনে থাকে।

বিলি উত্তর করিল—"যখন তোমাদের লোক তখন [illegible] আর আমার অবিশ্বাস কি।"

বোগরা। আর তুমিও খুব সাবধানে যেও, তোমাকে ধরবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে, সেটা যেন ভুলো না। একটু এ দিক ও দিক হলে আর আমরা তোমায় রক্ষা করতে পারবো না।

এমন সময় সঙ্কেত ধ্বনি হইল। শুনিয়া বোগরা বলিল—"ঐ আমার সে লোক এয়েচে।"

বোগরাও সঙ্কেত সূচক শিশ দিল, অল্পক্ষণ পরেই [illegible] ভিতর দিয়া [illegible] মারিতে মারিতে সে আসিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল।

বোগরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন ক্রমি, পথ পরিষ্কার হয়েছে ত?"

ক্রুমি উত্তর করিল—"হাঁ, একরকম পরিষ্কার হয়েছে।"

বোগরা। হৈ চৈ একটু থেমেছে কি?

ক্রুমি। খুব সামান্য, আমাদের আর সময় নষ্ট করা উচিত হয় না।

বোগরা, বিলিকে দেখাইয়া কহিল—"এই তোমার মানুষ। কিন্তু ক্রুমি, আমার এই বন্ধুর নিরাপদের জন্য তুমি সম্পূর্ণ দায়ী।"

ক্রুমি। যদি উনি আমায় বিশ্বাস করেন।

বোগরা। নিশ্চয়, খুব বিশ্বাস কর্‌বেন উনি।

ক্রুমি। তা'হলে ওর নিরাপদের জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী রইলুম। এখন চল তবে আমরা যাই।

বিলি ও ক্রুমি প্রস্থান করিল। এমন লোকের সঙ্গে বিলি চলিল, যে ইচ্ছা করিলে সামান্য কুকুরের মত তাহাকে হত্যা করিতে পারে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ম্যাকসিক্যান জিম।

শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়া মীরা পুনরায় ছদ্মবেশে জেলখানার কাছে গিয়া বিলির সন্ধান লইল, দেখিল বিলি ধরা পড়ে নাই। তখন বিলির জীবন সম্বন্ধে তাহার অতিশয় ভাবনা হইল। মীরা পুনরায় বাসায় আসিল, অনেকক্ষণ ভাবিল, তার পর সম্পূর্ণ নূতন বেশে পুনরায় বাহির হইল।

বিলিকে হস্তগত করিয়া বোগরার আজ মনে বড় আহ্লাদ। সে এবং তাহার সমস্ত দল, সেই আড্ডাঘরে বসিয়া আমোদে উন্মত্ত। বিলিকে ধরিয়াছে, মীরাকেও মারিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে—সে এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। বিলিকে ধরিয়া সে দস্যু দলের একটা মহত উপকার করিয়াছে, এখন মীরাকে ধরিতে পারিলেই তাহাদের মনের বাসনা পূর্ণ হয়, এবং মনের সাধে আরো কিছুদিন দস্যুবৃত্তি করিতে পারে। বিলাতের মধ্যে এই দলই প্রসিদ্ধ এবং ইহাদেরই দলের কিয়দংশ ইউরোপের পশ্চিম অংশের প্রায় সকল রেল লাইনেই ডাকাতি করিত।

তাহারা বুঝিয়াছিল যে মীরা তাহাদের একজন প্রধান শত্রু, কারণ তাহাদের অনেক গুপ্তকথা, অনেক খবর সে জানিত। তাহারা পাহারওয়ালা দেখিলে হাঁসিত, জজেদের ঠাট্টা করিত, ডিটেক্‌টিভ দেখিলে হাততালি দিত, কিন্তু পরিশেষে তাহাদের প্রকৃত ভয়ের কারণ হইল একটা সামান্য বালিকা।

মীরা পিদ্রু বেশে যে খেলা খেলিয়াছিল, তাহাতেই তাহারা বুঝিয়াছিল, তার কত বুদ্ধি, কত ক্ষমতা, কত চতুরতা সে জানে। সেই জন্যই সে প্রকৃত ভয়ের কারণ হইয়াছিল।

এতদিন পর্য্যন্ত কেবল সাক্ষ্যের অভাবে তাহারা ধরা পড়িয়াও খালাস পাইতেছিল। তাহাদের এতবড় দলের কার্য্য পদ্ধতি এমন সুন্দর, পরস্পরের একতা এমন দৃঢ় যে ধরা পড়িয়া দোষ সাব্যস্ত হওয়ার পরেও কেবল সাক্ষ্যের জোরেই তারা বেকসুর খালাস হইয়া আসিত। ভাল ভাল নামজাদা ব্যবসাদার তাদের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া, তাদের মুক্ত করিয়া আনিত। বাস্তবিক তাদের কার্য্যকলাপে কেহই বুঝিতে পারিত না যে তারাই এই বিখ্যাত

দস্যুদলের একজন। কিন্তু পিক্রু রূপে মীরা তাদের সকল খবর জানিয়াছে। দলের সর্দ্দারের চাকর রূপে, সে তাদের প্রত্যেকের নাম, বাড়ী, কোথায় কবে ডাকাতী করিয়াছে সকল সংবাদ সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত আছে, সে প্রত্যেককে চিনিয়া ধরাইয়া দিবে, তখন আর কোন সাক্ষিই তাদের রক্ষা করিতে পারিবে না। যে কাজ তারা করিয়াছে, ধরিতে পারিলেই বিনা ওজরে ফাঁস কাষ্ঠে ঝুলিয়া পড়িতে হইবে।

সেই জন্যই মীরাকে মারিবার জন্য তাদের এত যত্ন। বোগরা এবং তার দলের সকলে, যে দুই ব্যক্তিকে মীরাকে মারিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল, তাদের জন্য উৎকণ্ঠিত ভাবে বসিয়া ছিল, সেই সময় তাহাদের পুরাণ একজন সঙ্গী সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সকলেই জানিত, এ লোকটা ধরা পড়িয়া অনেক দিন হইল জেল খাটিতেছে।

অনেক দিন পরে হঠাৎ তাহাকে স্বশরীরে উপস্থিত দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া তার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

লোকটার নাম—"ম্যাকসিকান জিম" জিম দিব্য ভদ্রলোকের মত তাদের কাছে আসিয়া বসিল, এবং সকলকেই আশ্চর্য্য দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল—"কিহে, আমাকে দেখে সব অবাক্ হয়ে গেলে নাকি?"

একজন বলিয়া উঠিল—"হাঁ হাঁ জিমি! আমরা ভেবেছিলুম তুমি গোরে শুয়ে আছ, তাই তোমায় দেখে যেন অবাক্ হয়ে গেছি আমরা।"

আর একজন বলিল.-"আচ্ছা জিমি! যদি সত্যিই তুই বেঁচে আছিস্, যদি রক্ত মাংস সত্যিই তোর গায়ে থাকে, তবে যেন ছমাসের বুড়ো দেখাঁচ্ছে কেন?"

জিম উত্তর করিল—"ভূত! হতুম বটে এতদিন, দড়িও গলায় উঠে ছিল, কেবল একটী দয়ালু বালিকাই আমায় বাঁচিয়ে দিলে। নইলে এতদিন হতুম তাই।"

সকলেই বলিয়া উঠিল—"বল সব—আমরা শুনি।"

জিম বলিল—"গল্প ছোট বেশি কথা কিছু না। আমার দরকার বলে, একজনের একটা ঘোড়া, না বলে চেয়েনিয়ে যাচ্ছিলুম, তাইশুদ্ধ আমায় শালারা ধরে নিয়ে গেল। পনের মিনিটের মধ্যেই বিচার শেষ,—দড়ির গহনা পরে, গাছের ডালে ঝুলে ঝুলে গান করবার আদেশ হয়ে গেল। ঝোলাবার জন্য যে আমায় নিয়ে গেল, সেই বালিকা তারি—বুদ্ধে সেই বলে কয়ে আমায় বাঁচিয়ে দিলে। আর একজন সেই দিন ধরা পড়েছিল, দড়িগাছটা তারই গলায় উঠে গেল। নাম হল ম্যাকসিক্যান জিম দোলখাচ্ছে।"

আর একজন জিজ্ঞাসা করিল—"তা'হলে এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? এতদিন এসনি কেন?"

জিম বলিল—"দিন দুই তিন একটা ছোট খাট কাজ করে এলুম। ৫।৬ জনে সমুদ্রের ধারে বসে পাথর ভাঙ্গতুম, তারপর একদিন ঠিকানা টিকানা না দিয়ে ২।৩ জনে সরে পোড়্লুম, ক্রমে এই এসে জুটেছি।"

জিমের গল্প শেষ হইল, এমন সময় যাহারা মীরাকে মারিতে গিয়াছিল, তাদের একজন আসিয়া সেই খানে উপস্থিত হইল।

তার সমস্ত গায় রক্ত, কাপড় জামা সমস্তই রক্তে ভিজে গিয়েছে, মাথা দিয়ে তখনও রক্ত মুখ বেয়ে পোড়্ছে। তার সেই বিতিকিচ্ছি চেহারা দেখিয়া সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল। বোগরা ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"বেটসি! তুমি কি আহত হয়েছ?"

বেটসি অতি কষ্টের সহিত উত্তর করিল—"হাঁ"।

বোগরা। যে কাজে গিছ্লে তার কি হলো? সে ছুঁড়িকে মারতে পেরেছ ত?

বিটসি। মারা! তাকে? সে উল্টে আমাদের সিকোরকে মেরে ফেলেছে।

এই কথায় সকলেই যেন চমকে উঠলো, এবং তাদের সঙ্গীকে বেষ্টন করিয়া সকলেই ঘটনা জিজ্ঞাসা করিল।

বিটসি তখন আগাগোড়া সমস্ত পরিচয় দিল, এবং তাদের মারবার জন্যই যে মীরা ইচ্ছা করিয়াই সেই বনের ভিতর ঢুকিয়াছিল সে কথাও বলিল।

সমস্ত শুনিয়া বোগরা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে তখনি দুইজন সঙ্গী লইয়া যেখানে মিকোর আহত হইয়া পড়িয়া আছে, সেই খানে যাইতে উদ্যত হইল। তাহারা ঘরের বাহির হইয়াছে, এমন সময় দেখিল খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মিকোর সেই খানে আসিতেছে।

দেখিয়া বোগরা বলিল—"আমরা তোমায় আন্তে যাচ্ছিলাম।"

অতিকষ্টে মিকোর বলিল—"আমি এয়েচি বটে, কিন্তু এখন অনেক গুলি আমার গায়ে ঢুকে আছে। আমি তোমায় বলছি বোগরা—সেই পুরুষ বল, মেয়ে বল, আর পেত্নিই বল, যা সে

হোক না কেন—আমাদের পক্ষে এখন সে একা নয় সে একলাই একশো।”

বোগরা। সে তোমাদের ভুলিয়ে বনের ভিতর নিয়ে গিছলো ?

মিকোর। মাইরি! একেবারে বুনো পাহাড়ের মাঝখানে। যাই হোক সে কিন্তু আমাদের পক্ষে এখন অনেক।

বোগরা। তোমাদের পক্ষে, আমাদের পক্ষ নয়।

মিকোর। সকলের পক্ষেই।

বোগরা। তোমরা ঠিক জায়গায় তাকে ধর্‌তে পারনি।

মিকোর। আমরা ঠিক জাগয়ায় ঘিরে ছিলুম তাকে।

সকলে পুনরায় সেই ঘরে প্রবেশ করিল এবং মিকোরও পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত পরিচয় দিল।

ম্যাকসিকান জিম তাহার পাশে দাঁড়াইয়া একমনে তাহার সমস্ত পরিচয় শুনিতে লাগিল।

সমস্ত শুনিয়া উত্তেজিত ভাবে বোগরা বলিল—

এত বড় মুস্কিল! আমাদের সমস্ত কাজ, একটা ছুঁড়ীর ভয়ে বন্দ! একি কম আপশোষের কথা।

মিকোর নিজের আহত স্থানে ঔষধ বাঁধিতে বাঁধিতে পুনরায় সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—লোকে বলে ভৌতিক, আমি সে কথা ঘৃণার সহিত হাঁসিয়া উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু এই মাগী ছুঁড়ি কি ছোঁড়া যা বল, এর কাজকর্ম্ম দেখে শুনে সেই কথাই যেন আমার মনে ক্রমে বিশ্বাস হচ্ছে। কতবার তাকে আমরা ধরেছি—ঘেরেছি, অব্যর্থ ভেবে গুলি করেছি, কিন্তু সব ফরসা হয়ে গেছে—রাত্তিরে তাকে মেরেছি, সকালবেলা কি মুহূর্ত্ত পরেই

আবার সে জ্যান্ত হয়েছে। একি এ—আমার ত বুদ্ধিতে কিছুই আস্‌ছে না, আগাগোড়া কথাগুলো একবার ভেবে দেখ দেখি। এতবড় একটা ডাকাতের দলকে একটা ১৪ বৎসরের ছুঁড়ি হিমসিম খাইয়ে নিয়ে ব্যাড়াচ্ছে। যাদের ভয়ে ইংলণ্ড ব্যতিব্যস্ত, তারাই সেই ছুঁড়িটের ভয়ে অস্থির। কত কাণ্ডকারখানা কর্‌ছো, তাকে ধর্‌তে পার্‌ছো কি? তোমরা তাকে ধরবার জন্য ঘুর্‌ছো, কিন্তু সে আবার ছদ্মবেশে তোমাদের দলের ভিতর বসে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে, গল্প করে, তোমাদের সমস্ত খবর জেনে নিচ্ছে, তোমাদের সঙ্গে দিবারাত্র ঘুর্‌ছে, আবার সুবিধা পেলেই তোমাদের দলের ২।৪ জনকে সরিয়ে দিচ্ছে। এ কি মানুষের কাজ?

কথাটা সকলেরই মনে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে বোগরা উত্তেজিত স্বরে কহিল—"চলতো দেখিগে, কোথায় সে হারামজাদি থাকে দেখে আসি।"

সকলে একত্রিত হইয়া যে হোটেলে মীরাকে পূর্ব্বে দস্যুদ্বয় দেখিয়াছিল, সেই দিকে চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বোগরার মৃত্যু।

যে বাড়ীতে মীরা ছিল, তাহার অধিকারীর নাম এডলিন। অকস্মাৎ ৭।৮ জন দস্যু সুসজ্জিত বেশে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং এডলিনকে একটা ঘরের মধ্যে রাখিয়া, তাহার প্রহরী রূপে দুইজন দস্যু সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিল। অবশিষ্ট দস্যুরা তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাসি আরম্ভ করিল। প্রত্যেক স্থান তারা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও মীরাকে পাইল না, তখন হতাশ্বাস হইয়া সকলে বাহিরে আসিল এবং এডলিনকে সাবধান করিয়া দিয়া, তাহারা সেখান হইতে প্রস্থান করিল। আসিবার সময় তাহাকে বলিল, "দেখ এডলিন যদি তুমি এ কথা প্রকাশ কর, তবে আমাদের হাতে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়। খুব সাবধান, যেন একথা প্রকাশ না হয়।"

তাহারা সেখান হইতে বিফল মনোরথ হইয়া, ফিরিয়া আসিয়া সহরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল, মীরাকে ধরিবার নিমিত্ত কেবল বোগরা ও জিম হোটেলে ফিরিয়া আসিল।

পথে আসিতে আসিতে জিম বলিল—"দ্যাখো বোগরা, যে কাজ আজ হলো, তাতে কাল সকালে এখানে থাকা ভার হবে তুমি কি ভাবো এডলিন চুপ করে থাকবে?"

বোগরা গম্ভীর স্বরে কহিল—তা আমি জানি। দু একজন ছাড়া আর সকলকেই সরিয়ে দিতে হবে। নৈলে বিপদ ঘটবে।

জিম জিজ্ঞাসা করিল—"সকালবেলা ছোঁড়ারা বলাবলি কচ্ছিল,

মীরা নাকি গারদ থেকে কাকে বেরকোরে এনেছে, একথা সত্যি ?"

বোগরা। হাঁ, সত্যি।

জিম। কে সে ?

বোগরা। সেই বিলিকে।

জিম। তা'হলে সে পালিয়েছে।

বোগরা। বড় বেশীদূর নয়।

জিম। কি রকম, আমি বুঝতে পারলুম না।

বোগরা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া জিমের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"তোমার সঙ্গে আমার ২।১টা কথা আছে।"

জিম কিছু তাচ্ছল্য ভাবে একটু হাঁসিয়া উত্তর করিল – কি কথা বলো, তোমার আড়ম্বর দেখে যে ভয় করে।

বোগরা। তুমি তখন যে গল্প বলেছিলে আমি তা শুনেছি।

জিম। আমি ত আস্তে বলিনি, খুব চেঁচিয়েই বলেছিলুম। তুমি কেন, সেখানে যারা ছিল সকলেই শুনেছে। শোনবার জন্যইত বলেছিলুম।

বোগরা। তা বলো, কিন্তু আমার কিছু সন্দেহ আছে।

জিম। কেন, তোমার আবার কি হলো ?

বোগরা। তুমি যে ম্যাক্‌সিক্যান জিম, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, দেখ আমি অনেক দিন এ কাজ কচ্ছি, হঠাৎ কোন বিষয় আমি বিশ্বাস কত্তে পারিনে, বিশেষ এই সময়ে। হয় তুমি ভাল রকম প্রমাণ আমাকে দাও, নতুবা তোমার নিষ্কৃতি নাই।

জিম। তোমার মাথায় কি ইচ্ছা ঢুকেছে বোগরা ?

বোগরা। যদি তুমি আমার কথার উত্তর না দাও, তবে এই পিস্তলের গুলি এখুনি তোমার কপালে ঢুক্‌বে।

জিম। কি কথা বলো ?

বোগরা জিমের কানে কানে কি কথা বলিল।

রাস্তার পাশে একটি ক্ষুদ্র বনের নিকট দাঁড়াইয়া, উভয়ে কথা কহিতেছিল। বোগরার কথা শুনিয়া জিম নিজে কোন উত্তর দিল না, তাহার হস্তস্থিত পিস্তলের উত্তপ্ত গুলি বোগরার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া তাহার কথার উত্তর দিল। বোগরা গতজীবন হইয়া ভূতলশায়ী হইল, জিমও সেখান হইতে প্রস্থান করিল, যাইবার সময় বোগরার মুখের নিকট মুখ লইয়া বলিল—

"এতক্ষণে আমার প্রকৃত উত্তর পাইলে।"

জিম প্রস্থান করিল।

দস্যুদলের মধ্যে যাহারা মীরার অন্বেষণে গিয়াছিল, সমস্ত রজনী বৃথা কষ্ট স্বীকার করিয়া, প্রভাত হইবার অল্প পূর্ব্বে তাহারা আড্ডা ঘরে ফিরিয়া আসিতেছিল, আসিতে আসিতে আড্ডার কিছু দূরে, সেই বনের ধারে যেখানে বোগরার দেহ পড়িয়া ছিল, সেই খানে আসিয়া তাহারা দেখিল একটা মড়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন প্রভাত হইতেছিল, উষার আলোকছটা, নিশায় তুহিন রাশি ভেদ করিয়া অল্প অল্প দেখা দিতে ছিল। সেই অস্পষ্ট আলোকে সমাগত দস্যুবৃন্দ দেখিল, ধরাশায়ি ব্যক্তি আর কেহই নহে, তাহাদিগের উপস্থিত পরিচালক, অসমসাহসী—"বোগরা।"

বোগরাকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া, ভয়ে উপস্থিত ব্যক্তিগণ যেন কি রকম হইয়া গেল ও বিতিকিচ্ছি শব্দ করিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল, কাহার বাক্যস্ফূরণ হইল না।

অনেকক্ষণ পরে একজন জিজ্ঞাসা করিল—

"কিসে মলো?"

যে ব্যক্তি হাঁটু গাড়িয়া সেই মৃত দেহ দেখিতেছিল, সে উত্তর করিল—"গুলিতে।"—এ ব্যক্তি অপর কেহই নয়, যাহার হাতে বোগরার মৃত্যু হইয়াছে, এ সেই ছদ্মবেশী ম্যাক্লিক্যান জিম বা মীরা।

তখন সকলেই একবাক্যে জিজ্ঞাসা করিল—

"জিম, এখন উপায় কি করি, আমাদের উপায় বলে দাও।"

জিম বলিল—"আমাদের প্রথম কাজ মড়াটাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা, ভোর হয়েছে, এখুনি পুলিশ এসে একটা হুলুস্থুল করবে, এই মড়ার সঙ্গে সকলকে বেঁধে নিয়ে যাবে।"

সকলেই ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিল, এবং অবিলম্বে দেহটা লইয়া আড্ডা ঘরে প্রবেশ করিল। টাকায় সকলি হয়, দস্যুদিগের অর্থাভাব ছিল না,সেই অর্থ বলে ডাক্তারের সার্টিফিকিট মিলিল—"যে বোগরার বসন্তরোগে মৃত্যু হইয়াছে।"—সেই জন্য বিনা পরীক্ষায় অতি সত্বর মৃতদেহ কবরস্থ হইল, ঝঞ্ঝাট মিটিয়া গেল। এ সমস্ত কৌশল ও যোগাড় জিমের দ্বারা হইল। এই ঘটনায় সমস্ত দস্যুই জিমের অতিশয় পক্ষপাতি হইল।

বোগরার কার্য্যকলাপ ও সাহস দেখিয়া, মীরা তাহাকে একটু ভয় করিত, তাহাকে সত্বর সরাইতে না পারিলে তাহার কার্য্য সুচারু রূপে চলিবে না, প্রত্যেক পদবিক্ষেপে তাহাকে সাবধান হইতে হইবে, ইহা মীরা বিশেষ রূপে জানিতে পারিয়াছিল, সেই নিমিত্ত আর কালবিলম্ব না করিয়া, সুযোগ প্রাপ্তি মাত্রেই মীরা নিজের পথ পরিষ্কার করিল। যখন নির্ব্বিঘ্নে শবের সমাধি হইল,

তখন উপস্থিত দস্যুগণকে ভয় দেখাইয়া সেখান হইতে মীরা সরাইয়া দিল। কেবল মীরা ব্যতীত আর সকলেই সেই দিনই সে স্থান ত্যাগ করিল। মীরা নিষ্কণ্টক হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জিমের চাতুরি।

মীরার এখন প্রথম ও প্রধান কার্য্য বিলির অন্বেষণ করা। কারাগার হইতে বাহির হইয়া বিলি যে পুনরায় দস্যু হস্তে পড়িয়াছে, মীরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল, যা কিছু সন্দেহ ছিল, বোগরার কথার আভাসে সেটা মিটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোথায় যে তাঁহারা বিলিকে সরাইয়া রাখিয়াছে, অথবা তাহাদের একজন প্রধান শত্রু বিলি, এই বোধে তাহাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিয়াছে কিনা, এ বিষয়ে মীরা কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারে নাই, এবং বিশেষ চেষ্টা করিয়াও দস্যুগণের নিকট হইতে তাহা প্রকাশ করিতেও পারে নাই। এক বোগরা ভিন্ন দলের অপর কেহ যে বিলির সংবাদ রাখে না মীরা তাহা সন্ধানে জানিতে পারিয়াছিল। সুতরাং অপর কোন উপায় না দেখিয়া মীরা নিজেই তাহার অন্বেষণার্থে বহির্গত হইল।

নদীতীরে বনের ভিতর ও পাহাড়ে চারিদিকে মীরা বিলির অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমাগত দুই দিন অন্বেষণ করিয়াও যখন তাহার কোন সংবাদ পাইল না, তখন সে

হতাশ হইল। বিলির জীবনের পক্ষে তাহার সন্দেহ জন্মিল। অন্তরের যাতনায় বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল। ভাবিল—"হায়, আমিই তাঁর মৃত্যুর কারণ, আমারই পরামর্শে তিনি পলাইয়া আসিয়া দস্যু হস্তে পড়িয়া জীবন হারাইয়াছেন।"

তৃতীয় দিবসে মীরা একাকিনী নদীর ধারে বসিয়া, আপন মনে বিলির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার ধারণা হইল, বিলি মরে নাই। নিশ্চয় তিনি জীবিত আছেন, যদি দস্যুরা তাহাকে মারিয়া ফেলিত, তবে একটা না একটা চিহ্ন আমি দেখিতে পাইতাম। সে সাহস তাহাদের হয় নাই, কোন দূর স্থানে দুর্বৃত্তেরা তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে নিশ্চয়। এই ভাবিয়া তাহার অন্তর অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

সন্ধ্যার পরেই মীরা আপন বাসায় ফিরিয়া আসিল; এবং পুর্ব্ববেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, ম্যাক্মিকান জিমের বেশে দোকান ঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে অনেক লোক উপস্থিত ছিল, সেই সমস্ত লোকের মধ্যে সূক্ষ্মদর্শী মীরা দেখিল, একজন দস্যু অথবা সেই দলের নিয়োজিত লোক বসিয়া আছে। লোক চিনিতে, লোকের মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে, মীরা বিশেষ পরিপক্ক হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত দেখিবামাত্রেই উপস্থিত ব্যক্তি যে দুঃ-অভিপ্রায়ে বসিয়া আছে এবং তাহাকেই খুঁজিতেছে তাহা বুঝিতে পারিল। মীরা তখন অপর স্থানে না বসিয়া, যেখানে সেই ব্যক্তি বসিয়াছিল, তাহার পাশে গিয়া বসিল, এবং তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। মীরা তাহার নিকট বসাতে, বুঝিতে পারিল লোকটা যেন কিছু সন্তুষ্ট হইল, প্রথমে সেই মীরাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"তুমি কি এই খানেই থাকো ?"

মীরা উত্তর করিল—হাঁ, এই খানেই আমার বাসা।

"কি কাজ কর্ম্ম করা হয় ?"

মীরা একবার চারিদিক দেখিয়া লইল উদ্দেশ্য তাহাকে দেখান যেন সে কত গোপনীয় কথা বলিতেছে, পাছে কেহ তাহা শুনিতে পায়, এই ভাব দেখাইয়া, একটু উঠিয়া তাহার কানে কানে চুপি চুপি বলিল—"আমিও একজন চোর।"

মীরার কথা শুনিয়া লোকটা যে কোনরূপ আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করা তাহা কিছুই করিল না। কেবল এক অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে মীরার দিকে চাহিয়া রহিল—সে দৃষ্টির অর্থ, যেন সে বিরক্ত হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি যে চোর, একথা বলিতে তোমার ভয় হয় না ?"

মীরা একটু ঘাড় নাড়িয়া, একটু অল্প হাঁসিয়া উত্তর করিল,—আমরা উভয়ে উভয়কে চিনিয়াছি বলিয়াই, একথা বলিলাম।

তুমি কি আমায় চোর বলিয়া ধারণা কর ?

আমি জানি তুমি একজন চোর। আমি তোমায় চিনিয়াছি বলিয়াই একথা বলিলাম। এখন আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি।

কি উপদেশ ?

যত শীঘ্র পার এখান থেকে পালাও, কারণ তুমি একজন দাগি, গোয়েন্দারা তোমাদের বার করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছে।

লোকটা হাঁসিয়া বলিল—"ভাল, আমি স্বীকার করিলাম, তোমার কথাই ঠিক, তাতে হয়েছে কি ?"

কিছু বিরক্ত ভাবে মীরা কহিল—"আমি তোমায় সাবধান করে দিলুম, এখন তোমার যা ইচ্ছা।"

এই বলিয়া মীরা সেখান হইতে গৃহের অপর দিকে গেল, লোকটাও একটু পরেই সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

মীরা সেখান থেকে সরে গেলেও, তার নজর সেই লোকটার উপরেই ছিল। সে যখন চলিয়া গেল, মীরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে আসিয়া তাহার অনুসরণ করিল। কিছুদূর আসিয়া মীরা দেখিল, সে লোকটা আর একজনের সঙ্গী হইল, পূর্ব্ব হইতেই সে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

উভয়ে কিছুক্ষণ পরামর্শ করিল।

একটু পরেই মীরা সেই খানে উপস্থিত হইয়া কহিল—

কিহে, তুমি এখানে?

পূর্ব্ব ব্যক্তি চুপি চুপি তাহার সঙ্গীকে বলিল—"এই সেই, যে আমাকে সাবধান কচ্ছিল!"

উভয়ে আবার কিছুক্ষণ পরামর্শ করিল, পরে মীরাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—দেখ আমরা বড় গোলমালে পড়েছি, আমাদের একজন দলপতির দরকার, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে যাও, তবে সকল কথা তোমাকে বলি।

মীরা। কোথায় যেতে হবে?

লোক। এই একটু দূরে, আ[illegible] আড্ডায়।

মীরা। চল।

তখন তিন জনে সহরের বা[illegible] গাড়ীতে প্রবেশ করিল। একটা ঘরের [illegible] বসিয়া [illegible] এবং কিছুক্ষণ কথোপকথনের প[illegible] দুইজনে

মীরার হাত ধরিল এবং অপর ব্যক্তি তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিল। পরে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া, মীরাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—

তোমাদের দলে কত লোক আছে, আর তারা কোথায় আছে সমস্ত কথা খুলে বল, নৈলে এখনি তোমায় মেরে ফেল্‌বো।

মীরা হাঁসিয়া উত্তর করিল—"তোমরা কতদিন একাজ কচ্ছো, এখন পর্য্যন্ত তোমরা এ বিষয়ে পাকা হতে পারনি।"

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—"তার মানে?"

মীরা। যা বল্‌লুম. তাইতে বুঝে নাও।

লোক। তুমি জান, আমরা কে?

মীরা। হাঁ, জানি বৈকি।

লোক। জেনে শুনে তুমি আমাদের সঙ্গে এয়েছো?

মীরা। হাঁ।

লোক। তোমার মতলব কি?

মীরা। তিনি এসে বল্‌বেন এখন।

এই সময় চতুর্থ এক ব্যক্তি সেই গৃহে প্রবেশ করিল। এবং মীরাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল—"তুমি এখানে?"

মীরা। আমি যে একজন চোর।

আগন্তুক। তুমি চোর!

মীরা। এরাত সেই জন্যই আমায় বেঁধেছে।

আগন্তুক হাঁসিয়া বলিল,— বটে, খুব চোর ধরেছে তো। পরে অপর দুইজনকে কহিল,—এর হাতকড়ি খুলে দাও।

লোক দুজন কিছু অপ্রস্তুত ভাবে থতমত খাইয়া, আস্তে আস্তে মীরার হাতকড়ি খুলিয়া দিল।

মীরা সেই দুজনকে কহিল—"দেখ আজ যেখান থেকে আমাকে ধরে এনেছো সেখানে আর তোমরা যেও না।"

আগন্তুক কহিল—"যেমন আমাকে তোমরা মান্য কর, ইহাকেও সেইরূপ মান্য করিবে। ইহার আদেশও সেইরূপ প্রতিপালন করিবে। এখন তোমরা এখান থেকে যাও।"

তাহারা চলিয়া গেল।

মীরাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"আর কতদিনে কাজ শেষ হবে?"

মীরা। দেরি আর কিছুই নয়, সমস্তই এক রকম ঠিক হয়েছে, কেবল রেণরকে খুঁজে পেলেই সব মিটে যায়।

লোক। বোধ হয় বিলিকে মেরে ফেলেছে।

মীরার বদন মেঘাচ্ছন্ন হইল। দুঃখিত স্বরে উত্তর করিল—

আমারও সেই আশঙ্কা হয়। বড়ই কষ্টের বিষয়, এতটা যোগাড় করে, শেষে এই ফল হলো।

লোক। এখন কি করবে?

মীরা। আর অপর কিছুই নয়, একেবারে সব গ্রেপ্তার করা, মায় টাকা শুদ্ধ।

লোক। তবে অপর আর কোন কাজ নাই? গ্রেপ্তারের যোগাড় করি?

মীরা। কিন্তু বিলির বিষয় যতদিন না ঠিক জান্তে পারবো, ততদিন আমি কিছু করবো না।

যে লোকটির সঙ্গে মীরা কথা কহিতেছিল, সে লোকটী অপর কেহই নহে, পূর্ব্বপরিচিত "ডিটেক্টিভ"। তাঁর নাম হেনরি বা হেনরিপল ট্রিমণী।

হেনরি কহিল—বিলির কিছু সন্ধান পেয়েছো কি?

বিষণ্ণ বদনে মীরা কহিল—"কিছু না।"

হেনরি। তোমার কি অনুমান হয়?

মীরা। কারাগার থেকে পালাবার সময় নিশ্চয় তার পিছনে চর ছিল, বিলি আবার দস্যুর হাতে পড়েছে।

হেনরি। তাকে লুকিয়ে রাখবার কি কিছু কারণ আছে?

মীরা। আছে বৈকি, লোক্‌কে জানান যে লোকটা নিশ্চয় দোষী, ডাকাতের সঙ্গে যোগকরে টাকা লুটেছে, আবার তাদের সঙ্গেই ষড়যন্ত্র কোরে গারদ থেকে পালিয়েছে।

হেনরি। তারা ভিতরের খবর জানে না বলেই, এরূপ ধারণা করেছে, আমরা যে তাদের কত সন্ধান রাখি সে বিষয় তারা কিছুই জান্তে পারেনি।

মীরা। হাঁ, সে নিশ্চয়।

হেনরি। তুমি কি ভাব, বিলিকে তারা মেরে ফেলেছে এ সন্দেহ, এ রকম বিশ্বাস তোমার হয় কি?

মীরা। সেই ভয়টাই যেন মনে হয়, থেকে থেকে যেন সেই আশঙ্কাতেই অন্তর কেঁপে উঠে।

হেনরি বলিলেন,—তাই যদি হয়ে থাকে, সেই ধারণাই যদি তোমার মনে, তবে মিছে ঘুরে আর কি হ'বে? এসোনা কেন সব ধরিয়ে দেই।

মীরা। বিলির খবর আগে ভাল করে না জেনে আমি এখন কিছু করতে পারছি না। যদি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পারি যে বিলি মারা পড়েছে, তখন যা ভাল বিবেচনা হয় তাই কোর্‌বো।

হেনরি। তা'হলে কখন তুমি বেরুচ্ছো?

মীরা। যখন হয় আমি প্রস্তুত হয়েই আছি। আর এক কথা, আপনার লোকেদের বারণ করে দেবেন ও সরাইখানাতে তারা যেন আর না যায়।

হেনরি। সে কথা আমি বলে এসেছি, আমি যে নিজে সেখানে গিয়েছিলাম।

মীরা। তা আমি জানি, আপনিও এখন এখান থেকে তফাৎ থাকবেন। তবে আমি এখন চল্লুম।

হেনরি। আবার কখন দেখা হবে?

মীরা। কাল,—ঠিক রাত বারটার সময়।

হেনরি। কালকের কাজ কি, আর কি আছে? কি মতলব করেছ?

মীরা। একবার মার্কলের কাছে যাবো ইচ্ছা আছে, কাল একবার চেষ্টা করা যাক, দেখি কি হয়।

হেনরি। বিলির খবর না নিয়েই? এই যে বল্লে আগে তার সন্ধান নেবে?

মীরা। সে সন্ধান ত কর্‌বই, তার মধ্যে এটাও একবার দেখে আসা যাক।

বিলির নিরুদ্দেশে মীরা যেরূপ কাতর, তার অন্তর যেরূপ ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ, প্রাণের ব্যথা যেরূপ তার বদনে অঙ্কিত কিন্তু তাহার সঙ্গীর সে ব্যাকুলতার চিহ্ন মাত্রও নাই, তিনি স্থির গম্ভীর, তাহার মুখ দেখিলে বোধ হয় তিনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত।

জিম (মীরা) সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে পুনরায় সেই আড্ডায় উপস্থিত হইল। সেখানে আসিয়া

বুঝিতে পারিল সকলেই যেন কিছু ব্যস্ত,—কি একটা ঘটনা হইয়াছে।

কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ঘরের এক পাশে একটা বেঞ্চির উপর বসিয়া সতর্ক নয়নে চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, একটা কোণের ঘরে ডেলজন এবং আরও ২।৩ জন দস্যু বসিয়া গোপনে কি পরামর্শ করিতেছে। মীরা নিস্তব্ধ ভাবে সেই খানে বসিয়া রহিল।

একটু পরেই তাদের একজন বাহিরে আসিল এবং সঙ্কেতে মীরাকে ডাকিয়া ঘরের ভিতর যেখানে তাদের মন্ত্রণা হইতেছিল সেই খানে লইয়া গেল।

মীরা উপস্থিত হইলে ডেলজন বলিল—

"জিম, আমাদের একটু উপকার করো, একটা সৎপরামর্শ আমাদের দাও।"

মীরা জিজ্ঞাসা করিল—কিসের পরামর্শ কি আমায় করতে হবে বল। আমার সাধ্যানুসারে চেষ্টা কোর্‌বো।

ডেলজন বলিল—শোন জিম, আজ আমরা বিশ্বাস করে তোমায় যে কথা বোল্‌বো, সে কথা আমাদের দলের ভিতর কাকেও বিশ্বাস করে বলিনে। দেখো জিম, যেন সে বিশ্বাস আমাদের নষ্ট না হয়।

মীরা উত্তর করিল—যেমন তোমরা আমায় বিশ্বাস কচ্ছো, আমিও প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, প্রাণ থাকৃতে সে বিশ্বাস আমি নষ্ট করবো না।

ডেলজন বলিল—আমরা এখন কি অবস্থায় আছি তা দেখতে পাচ্ছো?

মীরা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল—

"হাঁ, বেশ দেখতে পাচ্ছি।"

ডেলজন। পায় পায় ডিটেক্‌টিভ ঘুরে বেড়াচ্ছে—হাত কড়ি, হাতে করে। এখানে আমাদের তিষ্ঠান ভার হয়েছে। এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য, কি উপায় আমরা করি, তার একটা উপায় ঠিক কর, একটা ভাল পরামর্শ আমাদের দাও।

"আমি তা জানি"—জিম হেঁসে হেঁসে বল্লে, আমি জানি তা। এই মাত্র তাদের ৩।৪ জনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, অনেক কথা হ'ল তাদের সঙ্গে।

উৎসুক ভাবে ডেলজন জিজ্ঞাসা করিল—

"গোয়েন্দাদের সঙ্গে তোমার কথা হোলো? কি কথা হ'ল জিম?"

জিম। আমার মতলব কি জানো, কোন রকমে তাদের ভেতরের কথা বার কোরে নেওয়া। সেইজন্য ইচ্ছে করেই তাদের সঙ্গে মিশে গেলুম।

ডেলজন। কোথায় তাদের দেখা পেলে?

জিম। এই বাড়িতেই, এই খানেই তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ডেলজন। তারা কিছু সন্ধান পেয়েছে? তাদের কথার ভাবে এমন কিছু বুঝতে পার্‌লে?

জিম। কিছু পারেনি তারা, তাদের কথার ভাবেই বোধ হ'ল—তারা কিছু সন্ধান পায়নি।

ডেলজন। তোমায় তারা কিছু সন্দেহ করেনি ত?

জিম। কিছু না, আমি জানি অনেকগুলো মূর্ত্তি এসে সহরে ঢুকেছে, অনুসন্ধানে জানলুম—পরস্পর কেউ কারুকে চেনে না।

'এই সুযোগে আমিও ডিটেক্‌টিভ সেজে, তাদের সঙ্গে মিশে তাদের মনের কথা কতক আদায় করে নিলুম।

'উৎসাহে জিমের পিট চাপড়ে ডেলজন বল্‌লে—বাঃ জিম বেশ ফন্দি কোরেছ তুমি,—বহুত আচ্ছা তোমায়।

জিম। শুধু তাই না, আমিও তাদের দুএকটা মতলব বলে দিলুম।

ডেলজন। শুন্‌লে তারা—তোমার মতলব শুন্‌লে ?

জিম। না, সে কথা তাদের পছন্দ হ'ল না।

ডেলজন। ভালই হয়েছে, তার পর ?

জিম। তাদের সঙ্গে কোরে আর এক আডডায় ঢুকলাম।

ডেলজন। সেখানে নতুন সন্ধান কিছু পেলে ?

জিম। হাঁ, পেলাম কিছু, বুঝতে পার্‌লাম কেন তারা সেখানে জড় হয়েছে।

ডেলজন। কি বুঝলে, বল শুনি।

একটু গম্ভীর ভাবে জিম বলিল—যেন কারু জন্য তারা সেখানে অপেক্ষা কোরে রয়েছে, কারু সঙ্গে যেন কোন রকম রফার বন্দোবস্ত হচ্ছে।

জিমের এই কথায় সকলেই যেন একটু চোম্‌কে উঠলো, এবং পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। কি যেন একটা আতঙ্ক তাদের প্রাণে উপস্থিত হ'ল।

উৎকণ্ঠিত ভাবে ডেলজন বলিল—সেই সন্দেহই আমার মনে হয় জিম, এক এক বার আমিও তাই ভাবি। তুমি কাকে সন্দেহ করো জিম ?

জিম। সন্দেহ করে কারু নাম আমি কর্‌তে চাইনে। তবে হয়ত তোমার ও আমার এক ধারণাই হ'তে পারে।

ডেলজন। আচ্ছা নাম না কর, কি রকম রফার কথা হচ্ছে, তা কিছু জানতে পারলে?

জিম। কতক বটে, ভাবে বোধ হলো লুটের টাকার কতক।

লুটের টাকার কথা শুনিয়া দস্যুগণ আবার চমকাইয়া উঠিল, পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিল, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিল না।

ডেলজন বলিল—লুটের টাকা দিয়ে বন্দোবস্ত?

জিম উত্তর করিল—হাঁ, সেই রকমি বোধ হ'ল।

ডেলজন জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা তোমার কা'কে সন্দেহ হয়? নাম করেই বলো না, তাতে ভয় কি?

জিম উত্তর করিল—অনুমান করেই নাওনা, খোলা খুলিতে দরকার কি?

ডেলজন। আচ্ছা খুলে বলতে তুমি রাজি না হও। সাটে সোটেই বলো।

জিম। আমারও তাই ইচ্ছে। কথা এই, সে লোক যে বন্দোবস্তের কথা বলেছে, এরা তাতে রাজি হচ্ছে না।

ডেলজন জিজ্ঞাসা করিল—কি বন্দোবস্তের কথা বলেছে, তা শুনলে কিছু?

জিম। এরা বলেছে, যত টাকা চুরি গেছে, তা থেকে শতকরা দশ টাকা হিসাবে তাকে দেবে, তাই নিয়ে সে দলের প্রত্যেক লোকের নাম লিখে দেবে।

ডেলজন। সে তাতে রাজি হয়েছে?

জিম। না, সে তাতে রাজি হয়নি। সে শতকরা কুড়ি টাকা করে চেয়েছে।

সকলেই নিস্তব্ধ, অনেকক্ষণ পরে উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া ডেলজন বলিল—শোন তোমরা, আমার মনে অনেক দিন থেকে এ সন্দেহ হয়েছে, আমাদের দলে যে বিশ্বাস ঘাতকের কাজ চল্‌ছে, যে দিন থেকে আমাদের গোপন কথা বাইরে বেরিয়েছে, সেই দিন থেকেই আমি তা বুঝ্‌তে পেরেছি, আরো বুঝ্‌তে পেরেছি টাকার ভাগের দেরি দেখে। এই রকম একটা বন্দোবস্ত হলেই যে আমরা ধরা পড়্‌বো, সে সন্দেহ অনেক দিন হতেই আমার মনে হয়েছে। এখন কাজে তাই দাঁড়ালো!

জিম বলিল—ঠিক তাই ডেল! তুমি যা ভেবেছ, যে সন্দেহ তোমার মনে হয়েছে তাই ঠিক,—ঘটাবেও তাই। তোমাদের চারিদিকে জাল পাতা রয়েছে, যে দিন রফা হবে, সেই দিনই জাল গুটীয়ে তোমাদের চুনো পুটী সব ধরে ফেল্‌বে। এখন তোমরা আপনার আপনার পথ চিন্তও।

ডেলজন বলিল—শোন জিম, তুমি নাই বলো, নাম নাই করো,—আমি নাম বল্‌ছি, এ কাজ মার্কলে ভিন্ন আর কারত নয়। কেমন ঠিকত?"

জিম সে কথার কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল।

ডেলজন পুনরায় বলিতে লাগিল—হাঁ, মার্কলেরই এই কাজ, তার কাছেই আমাদের সমস্ত টাকা মজুত। সে ভিন্ন এ কাজ আর কারত নয়। তার মনে যে একটা কুমতলব আছে, সে যে মনে কিছু একটা ফন্দি করেছে, তার অনেক কাজে আমি তা বুঝ্‌তে পেরেছি। সেইজন্য হাজার চেষ্টাতেও আমরা টাকার বখরা করতে পারছিনে। যতবার সে কথা তুলেছি, ততবার

একটা না একটা ওজোর করে সে কথা সে কাটিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা এক মতলব করি এসো।

জিম। কি মতলব—বলো?

ডেলজন। রফার আগেই আমরা তার এই চক্রান্ত ফাঁসিয়ে দেই, যেমন করেই হোক আমরা টাকাটা বখরা করে নেই। তুমি কি বল?

জিম জিজ্ঞাসা করিল—টাকা কোথায়?

ডেল। টাকা যেখানে আছে তা আমি জানি।

জিম। আর মার্কলে?

ডেল। সেও বেশি দূর না,—নিকটেই আছে।

জিম। তুমি কি ভাবো টাকা মার্কলের কাছেই আছে?

ডেল। নিশ্চয়, নইলে পুলিসের সঙ্গে বন্দোবস্তের কথা হতোনা।

জিম। তা'হলে তুমি আন্দাজে বোল্‌ছো,—নিশ্চয় বল্‌তে পারো না?

ডেল। না, তবে তাকে একদিন টাকার কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু সে কথার কোন উত্তর আমায় দেয়নি। বিশ্বাস্ কোরে আমায় বোল্‌লে না। তাতেই আমার মনে আরো সন্দেহ হয়েছে যে নিশ্চয় তার মনে কোন কুমৎলব আছে।

জিম। তা'হলে এখন তুমি কি করতে চাও?

ডেল। আমি ইচ্ছে কর্‌ছি, তোমায় একবার তার কাছে পাঠাবো। যেমন কোরেই হোক টাকাটা তার সঙ্গে আছে কি না জেনে আস্‌বে।

জিম। তার পর?

"তার পর"—ডেলজনের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, হস্তে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ

করিয়া বলিল—"তার পর এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ।"

জিম। কিন্তু শোন্ ডেলজন, আমার ধারণা যদি ২।১ দিনের মধ্যে টাকার বখরা না হয়, তবে আর হবে না।

ডেল। তা আমরা জানি।

জিম। টাকা ভাগ হয়ে গেলে আর তোমাদের কোন ভয় নাই, তা'হলে মার্কলে আর তাদের সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত কর্‌তে পারবে না। তোমাদের নামও তারা পাবে না, কাজেই দিন কতক এদিক ওদিক করে, মস্ত মস্ত রিপোর্ট লিখে তারাও যে যার আস্তানায় সরে পড়্‌বে।

ডেল। আমিও তাই এদের বলছিলাম।

"বিলির কি হ'ল ?"—অতি সহজ ও সরল ভাবে জিম জিজ্ঞাসা করিল, "বিলিরেণর কি হলো, তার কিছু খবর পেলে ?"

ডেল। আমার বোধ হয়, সে বিষয় আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি।

এই কথায় জিমের বুকের রক্ত যেন শুখিয়ে গেল, কিন্তু তার হৃদয়ের ভাব মুখে প্রকাশ পাইল না। প্রশান্ত ভাবেই জিম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন কোরে ধর্‌লে তাকে ?

ডেল। সে ভারি কৌশলে, তার হাজত থেকে পালাবার আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা তাকে ধরে ফেলেছিলাম।

এই বলিয়া ডেলজন বিলিকে ধরিবার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সমস্তই জিমকে পরিচয় দিল।

জিম জিজ্ঞাসা করিল,—তারপর ক্রুমি আর তোমার সঙ্গে দেখা করেছে কি ? কোন খবর তোমায় দিয়েছে ?

ডেলজন বলিল—না।

জিম। তবে, এটায় কেমন একটা সন্দেহ হয় না ? ক্রুমি

ফিরেও এলোনা, কিম্বা কোন খবরও পাঠালে না; কেন এমন হোলো?

ডেল। সন্দেহ হয় বটে, তবে এটা ঠিক যে বিলি তার সঙ্গে গিয়েছে। হয়ত কোন বিশেষ কারণে সে আস্তে পারেনি, তাকে লুকিয়ে থাকৃতে হয়েছে।

জিম। তাহ'লে মার্কলের ওখানে কখন যাওয়া স্থির করলে?

ডেল। কাল, কাল তুমি আমার সঙ্গে খুব সকালে দেখা কোরো, যা যা করতে হয় সব তোমাকে বোল্‌বো।

জিম। আমার সঙ্গে আর কে যাবে?

ডেল। কেউ না, তোমায় একলাই এ কাজ করতে হবে।

জিম। দলপতিকে কদিন দেখিনি কেন, আর আসে না বুঝি?

ডেল। সে বলে, সে নাকি আহত হয়েছে।

জিম। আচ্ছা তবে আমি এখন চল্‌লাম।

সকলেই সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গোলাবাড়ী—দলপতি সকাশে।

পূর্ব্ব কথোপকথনের আধঘণ্টা পরেই মীরা তাহার ডিটেক্‌টিভ বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হেনরি জিজ্ঞাসা করিল,—খবর কি? কিছু নূতন ঘটনা হয়েছে নাকি? মীরা এক খানা চেয়ারে বসিল এবং মৃদুস্বরে বলিল,—এইবার ঠিক খবর পাওয়া গেছে।

হেনরি জিজ্ঞাসা করিল—কিসের ?

মীরা বলিল—এখন যে আমি তাদের ভারি বিশ্বাসী।

হেনরি। কার কার ?

মীরা। ডেলজনের দলের।

হেনরি। কিছু কর্‌তে হবে নাকি ?

মীরা। হাঁ, টাকার বখরা।

হাঁসিয়া হেনরি বলিল,—টাকাত মার্কলের কাছে ; কিন্তু সে কোথায় ?

মীরা। সে সন্ধান কাল জান্‌তে পারবো, ডেলজন কাল তার বাসা দেখিয়ে দেবে।

হেনরি। কিসে তারা এত বিশ্বাস কর্‌লে তোমায় ?

মীরা। আমি তাদের মনে একটা খট্‌কা লাগিয়ে দিয়েছি। মার্কলে ভেতর ভেতর যে একটা রফা বন্দোবস্ত কর্‌ছে, এই বিশ্বাস তাদের মনে জন্মে গেছে। তারাও আপনাআপনি বসে সেই কথাই তোলাপাড়া কচ্ছিল, ঠিক সময় মতন আমার কথা খেটে গেছে—তাদের এখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাই আমার উপর।

হেনরি। তোমায় কি কর্‌তে বল্‌ছে ?

মীরা। লুটের টাকাটা মার্কলের কাছ থেকে তাদের জন্য বার করে আন্‌তে হবে।

হাঁসিয়া হেনরি জিজ্ঞাসা করিল, তাদের জন্য ?

মীরাও হাঁসিয়া উত্তর করিল—এখন তাদের জন্য বইকি।

হেনরি। রেণরের খবর কিছু পেলে ?

শরতের চাঁদের উপর যেন একখান কাল মেঘ ঢাকা পড়িল। বিষণ্ণ বদনে মীরা উত্তর করিল—

আমিই তার ধ্বংশের কারণ হলুম, যদি তখন বার না করতুম, তবে তার জীবন নষ্ট হ'ত না।

হেনরি। তার জীবন নষ্ট হয়েছে কেমন করে জান্‌তে পারলে?

ডেলজনের মুখে যাহা শুনিয়াছিল, মীরা তাহার সমস্ত পরিচয় দিল।

শুনিয়া হেনরি উত্তর করিল—

"তা'হলে ক্রুমি এখন ফেরেনি?"

মীরা। না।

হেনরি। তার ফিরে না আসাটা বোধ হয় মঙ্গলের।

মীরা। সেই একটু যা ভরসা।

হেনরি। ক্রুমি যদি আদেশানুসারে কাজ কর্‌তে পারত তা'হলে সে এতদিন ফিরে আস্‌তো। তার ফিরে না আসাতেই বোধ হচ্ছে বিলির সে কোন অনিষ্ট কর্‌তে পারেনি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মীরা বলিল—

"ভগবান জানেন, কেবল অনুমান বইত না।" এইরূপ কথোপকথনের পর মীরা সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

পরদিন সকাল বেলায় মীরা সেই আড্ডা ঘরে উপস্থিত হইয়াই দেখিল ক্রুমি বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই মীরার রক্ত যেন ঠাণ্ডা হইয়া গেল, সে বুঝিতে পারিল বিলি আর ইহজগতে নাই। তাহার শরীর যেন অবসন্ন হইয়া আসিল, সে আস্তে আস্তে একখানা বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া একজন দস্যুকে গোপনে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ক্রুমি কি খবর দিলে?"

দস্যু বলিল—কই কিছু না।

মীরা। সে কেমন করে এলো?

দস্যু। তা কেমন কোরে বোলবো।

মীরা। ডেলজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

দস্যু। না, ডেলজন এখন আসেনি।

এমন সময় ডেলজন আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জিমকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, ক্রুমিকে ডাকিয়া তাহাদের গুপ্ত-গৃহে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া ক্রুমিকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার খবর কি?"

"ভাল খবর।"

বিলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে?

হাঁ, সে বিষয় নিশ্চিন্ত।

উভয়ে পুনরায় বাহিরে আসিল এবং জিমকে লইয়া ডেলজন প্রস্থান করিল।

বাহিরে আসিয়া ডেলজন বলিল—শোন জিম, আমার অতি গোপনীয় কথা, এমন কি আমাদের দলের অনেকেই যা জানে না এমন কথা আজ আমি বিশ্বাস করে তোমায় বল্‌ছি।

জিম উত্তর করিল—বলো—সে বিশ্বাস নষ্ট হবে না।

ডেলজন বলিল—যে দায়িত্বে তুমি হাত দিচ্ছ, সে কথা ভাল করে বুঝে দেখো। নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন কর্‌তে না পার্‌লে, তোমায় সকলেই অবিশ্বাস কোরবে, তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়্‌বে। বেশ ভাল করে বুঝে একাজে হাত দাও।

জিম উত্তর করিল—ভাল করে বুঝেই আমি এ কাজে হাত দিয়েছি, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

ডেলজন বলিল—কোন রকমে যদি তুমি ধরা পড়ো, আমরা কেউ তোমার সাহায্যে যেতে পারবো না।

জিম। তাও আমি জানি।

ডেল। যদি এ কাজ সম্পন্ন করতে না পারো, সব দিক গোলমাল হয়ে যাবে, সকলেরই অবিশ্বাসী হবে।

জিম। সব দিক ভাল করে বিবেচনা করেই আমি এ কাজে হাত দিয়েছি ডেলজন।

ডেল। তা'হলে জেনে শুনেই তুমি এ কাজে স্বীকার হ'লে?

জিম। হাঁ।

"তবে এসো"—জিমের হাত ধরিয়া ডেলজন নিজের গাড়িতে উঠিল।

একখান টমটমে করিয়া ডেলজন আড্ডা ঘরে আসিয়া ছিল, সেই টমটমে করিয়া উভয়ে প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে ডেলজন বলিল—মার্কলে যেখানে আছে, তুমি সেই বাড়ি আজ দেখে আসবে। কিন্তু তার কাছে টাকা আছে কিনা তা আমি জানি না, তোমাকে সেই সন্ধান নিতে হবে। আর জানতে হবে কোথায় সে টাকা লুকান আছে, এ সব সন্ধান কৌশলে তুমি তার কাছ থেকে বার কোরে নেবে। তোমার কাছে সঠিক খবর পেলে আমরা যা হয় কর্ব্বো।

জিম। বখরার সময় আমায় থাকতে দেবে না?

ডেল। না, তবে তোমার ভাগ কড়ায় গণ্ডায় পাবে।

জিম। আমায় কেবল সন্ধান নিয়ে তোমাদের খবর দিতে হবে?

ডেল। হাঁ, তুমি কেবল খবর এনে দেবে। কিন্তু মনে রেখো এ তামাসার কাজ নয়, তোমার উপর আমাদের কড়া নজর রইলো, তোমার পেছনে আমাদের লোক মোতায়েন, যদি কোন

রকমে তোমার কোন চাতুরী ধরা পড়ে, সেই দণ্ডেই তোমার মৃত্যু। তোমার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমরা গুণে রাখ্‌ছি, এ কথা যেন ভুলো না।

জিম বলিল—তোমরা যে রকমে পারো ডেলজন, আমায় পরীক্ষা করো, শেষ টের পাবে আমি তোমাদের বন্ধু কি—শত্রু।

ডেলজন আর কোন কথা বলিল না, আপন মনে গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল। গ্রাম হইতে প্রায় ৭।৮ মাইল দূরে আসার পর, একটা মস্ত বাগানের মধ্যে সেকেলে ধরণের একটা গোলাবাড়ী তাহাদের দৃষ্টি গোচর হইল। দূর হইতে সেই বাড়ী দেখাইয়া ডেলজন বলিল—"ওই বাড়ীতে মার্কলে থাকে।"

গাড়ীতে বসিয়াই জিম একবার তাহার চারিদিক চাইয়া দেখিল। দেখিল—লোকালয় বিহীন জনশূন্য প্রান্তর—চারিদিক ধু ধু করিতেছে। তার ধারে ধারে নিবিড় জঙ্গল, হঠাৎ দেখিলে সেখানে মানুষের বাস আছে বলিয়া বোধ হয় না।

জিম জিজ্ঞাসা করিল—মার্কলে কি একলা থাকে না আর কেউ আছে?

ডেলজন বলিল—না, একলা থাকে না; একজন বুড়ি কাফ্রি তার রাধুনী, একজন চাকরাণী, আর দুজন পুরুষ মানুষ তারা কে আমি জানি না।

জিম। তার কি বড়ই অসুখ?

ডেল। হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন বেশ সেরে উঠছে।

জিম। তা'হলে কি রকমে কথাটা তোলা যাবে?

ডেল। তা যে রকমে তুমি সুবিধে বোঝ। সে বিষয়ে তুমি তোমার নিজের ইচ্ছা মত চল্‌বে, আমার তাতে কোন মতামত

নাই। এখন তুমি এইখানে নেবে আমার জন্য অপেক্ষা করো, আমি তার সঙ্গে দেখা করে আসি। সে যে এখানে লুকিয়ে আছে, দলের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

বিস্ময়ের সহিত জিম জিজ্ঞাসা করিল—লুকিয়ে আছে?

ডেল। হাঁ, লুকিয়ে আছে।

জিম। কেন?

ডেল। মীরার ভয়ে।

হাঁসিয়া জিম বলিল—আমাদের চেয়েও তার বেশি ভয় মীরাকে তার মানে?

ডেল। কেন যে, কিসের জন্য যে মার্কলে তাকে এত ভয় করে, তা আমরা জানি না। তবে অনুমান হয় সে এমন কোন গুপ্ত কথা জানে, যার জন্য মার্কলে তার ভয়ে অস্থির। সে বলে তার চাকর পিড্র আর মীরা এক, তাইতে আমাদের আরো সন্দেহ হয়েছে, যে মার্কলে ভাল করে সেরে উঠলেই এখান থেকে সরে পড়বে।

জিম। আচ্ছা তুমি এমন কোন বন্দোবস্ত করতে পারো, যে তুমি রোজ তার কাছে না এসে কারু দ্বারা খবর পাঠাবে।

ডেল। না, সে ভারি সন্দিগ্ধ চিত্ত।

জিম। কোন মেয়ে মানুষের দ্বারা?

ডেল। ও বাবা!—মেয়ে মানুষের নামে সেত আঁতকে উঠে, সে কেবল মীরাকেই দেখে।

জিম হাঁসিয়া বলিল—এত ভয় তার মীরাকে?

ডেল। হাঁ, এত ভয়।

জিম। আমি একবার সে ছুঁড়িকে দেখ্‌তে পাই।

ডেল। তোমায় যেন তাকে দেখতে না হয়। আমাদের দলের যে তাকে দেখেছে, সে-আর ফিরে আসেনি। যাক ও কথা, ক্রমে বেলা হল, তুমি ওই গাছতলায় বোস, আমি দলপতির সঙ্গে দেখা করে আসি।

ডেলজন বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল, জিম সেইখানে বসিয়া বাড়ীর চারিদিক ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মার্কলে ও ডেলজন।

বাগানের মধ্যে খানিক দূর যাইলে বাড়ীর ফটক, সে খানে একজন দস্যু পাহারায় নিযুক্ত। ডেলজন সেই খানে উপস্থিত হইলে তাহাকে দেখিয়া দস্যু অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিল।

ডেলজন দলপতির কুশল কথা জিজ্ঞাসা করিল।

উত্তরে দস্যু বলিল—মার্কলে আজ একটু ভাল আছে, এবং তোমার জন্য অপেক্ষা কচ্ছে।

এই বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া মার্কলের ঘরে লইয়া গেল।

এক খানি ইজিচেয়ারে মার্কলে বসিয়াছিল, ডেলজনকে দেখিয়া উঠিয়া তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া পার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসাইয়া হাঁসিয়া হাঁসিয়া বলিল—বড় খুসি হলাম ডেল, তোমায় দেখে আজ আমি বড় আনন্দ পেলুম।

ডেলজন বলিল—তুমি খবর দিলেই আমি আসি, হাজার কাজ থাকুলেও আমি দেরি করি না।

মার্কলে জিজ্ঞাসা করিল—তার পর,—এখন সহরের খবর কি বল ?

ডেলজন। খবর বড় ভাল নয়।

মার্কলে। কেন নূতন কিছু হয়েছে নাকি ?

ডেল। চারি দিকেই হুলুস্থুল, প্রায় ২০।২৫ জন ডিটেক্‌টিভ্‌ দিনরাত সহরের চারি দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেরুণ দায় হয়েছে।

মার্কলে। হাঁ, আমিও তা শুনেছি। আরো শুনেছি ম্যাকসি-ক্যান জিম বলে কে একজন তোমাদের সঙ্গে মিশেছে, সত্য ?

ডেল। হাঁ, একজন আছে বটে।

মার্কলে। তুমি তাকে দেখেছ ?

ডেল। হাঁ।

মার্কলে। কেমন লোক সে ?

ডেল। বড় আমুদে, কিন্তু কাজের লোক।

মার্কলে। লোকটা বেঁটে মতন—না ?

ডেল। হাঁ।

মার্কলে। শোন ডেল, আমি তোমাদের একটা কথা বলে দেই। যদি তোমরা ভাল চাও, যদি দলের মঙ্গল চিন্তা তোমাদের থাকে, তবে সেই জিমকে আজি মেরে ফেলগে।

মার্কলের এই কথায় ডেলজন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার এ কথার মানে ?

মার্কলে। মানে সে একজন গোয়েন্দা।

ডেলজন। তুমি কেমন করে জান্‌লে সে গোয়েন্দা ?

মার্কলে। ওই দলের ভেতর আমার একজন বন্ধু আছে, তার মুখেই আমি শুনেছি।

মার্কলের এই কথায় জিমের প্রতি ডেলজনের অবিশ্বাস না হইয়া, সে যে প্রকৃত তাদের হিতৈষি এ ধারণা তাহার দৃঢ় হইল। এবং দলপতির প্রতি তাহার অত্যন্ত সন্দেহ হইল। সে বিস্মিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—ডিটেক্‌টিভের দলে তোমার বন্ধু আছে?

মার্কলে উত্তর করিল—হাঁ।

ডেল। সে তোমায় সব খবর দেয়?

মার্কলে। হাঁ, তার দ্বারাই সমস্ত খবর আমি পাই।

ডেল। তা'হলে যা গুজোব উঠেছে, সেটা দেখ্‌ছি মিথ্যা নয়।

মার্কলে। কি গুজোব?

ডেল। গুজোব,—তুমি বিপক্ষ দলে মিশেছ।

দলপতির মুখটা আঁধার হইয়া গেল। সে বিষণ্ণ বদনে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার এ কথা বিশ্বাস হয়?

ডেল। আমার কথা ছেড়ে দাও। ২।১ দিনের মধ্যে দলের লোকই এসে তোমায় বলবে। তুমি কোথায় আছ তাই জানবার জন্য সকলেই আমায় পিড়াপিড়ি কচ্ছে।

মার্কলে। আমার অসুখ—আমি আহত তাত তারা জানে।

ডেল। জেনেও তারা স্থির হচ্ছে না।

মার্কলে। তারা কি বলে—কি চায় তারা?

ডেল। তারা বলে বখরার কথা,—তারা চায় টাকার ভাগ

মার্কলে। তাদের বোলো, এক কড়াও আমি নষ্ট করিনি, হৈচৈ একটু ঠাণ্ডা হলেই, আমি পাই পয়সা তাদের সামনে বসে বখরা করে দেবো। কিন্তু এখন বখরা—কিছুতেই হবে না।

ডেল। তবে সব কথা বোলবো—শুনবে?

মার্কলে। বল।

ডেল। তারা শুনেছে, তুমি তাদের বেচবার চেষ্টায় আছ। সেই জন্যই তুমি ডিটেক্‌টিভের দলে মিশেছ—তারা বিশ্বাসও করেছে তাই।

মার্কলে। কে এ কথা বলে?

ডেল। অনেকেই।

মার্কলে। তাদের নামই বল শুনি।

ডেল। না, তা আমি বোলবো না। কিন্তু এটা জেনো, দলের সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, তুমি তাদের ধরিয়ে দেবে বলেই টাকার বখরার এত দেরি কচ্ছো।

মার্কলে। এ তাদের ভুল ধারণা। আমি তাদের ভালোর চেষ্টাই কচ্ছি। আমার বিশেষ চেষ্টা মীরাকে ধরা, তাকে ধরতে না পারলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পার ছিনে। তার জন্যই আমাদের এত কষ্ট পেতে হচ্ছে।

ডেল। তারাও বলে যে মীরার সঙ্গেই তোমার যোগ আছে। পিক্রু আর মীরা যে এক, এ কথা তুমি বরাবরই জান, জেনেই তুমি তাকে নিজের কাছে রেখেছিলে।

মার্কলে। তুমিও কি এ কথা বিশ্বাস কর ডেল?

ডেল। না।

মার্কলে। এত নীচ প্রবৃত্তি আজও আমার হয়নি। তুমি জান মীরা, পিক্রু নামে আমার চাকর হয়ে, আমাদের সকল কথাই সে শুনেছে, তার কাছে আমাদের কিছুই লুকোন নাই। যদি আমরা ধরা পড়িত তার দ্বারাই সে কাজ হবে। তাই তারে আমার এত ভয়, তাই আমার বিশেষ চেষ্টা যে কোন উপায়ে তারে ধরে আনা, বা মেরে ফেলা। নতুবা আমরা নিরাপদ নই, সে

আমাদের প্রত্যেককে চেনে, আমাদের প্রত্যেক আড্ডার খবর সে রাখে। কিন্তু আমি যে মতলব করেছি, তুমি দেখো ২।৪ দিনের মধ্যেই সে আমাদের জালে পড়বে।

ডেলজন। বিলিকে মেরে ফেলা হয়েছে।

মার্কলে। আমিও তা শুনেছি।

ডেল। তুমি সব খবরই রাখো দেখছি। আমাদের আগেই তুমি সব শুনতে পাও।

মার্কলে। হাঁ, খবর আমি সব পাই, যখনি যা হয় তখনি তা আমি শুনতে পাই।

ডেল। আমার ধারণা ছিল আমিই বুঝি সব খবর তোমায় এনে দেই। কিন্তু এখন দেখছি আমি ছাড়া আরো তোমার গুপ্তচর আছে।

মার্কলে। বল্লুম যে বিপক্ষ দলে আমার লোক আছে, তার দ্বারাই সমস্ত খবর আমি সংগ্রহ করি।

ডেল। আমাদের খবর সে কেমন কোরে পায়?

মার্কলে। আমার বোধ হয় তোমাদেরই কেউ তাকে সমস্ত কথা বলে। বোধ হয় সে লোককেও আমি চিনি। সে তোমাদের নূতন বন্ধু—জিম!

মার্কলে ডেলজনকে জিমের প্রতি অবিশ্বাসী কর্‌বার যত চেষ্টা করিতে লাগিল, ডেলজনের বিশ্বাস তাহার প্রতি তত দৃঢ় ও দলপতির প্রতি অবিশ্বাসের মাত্রা তত বাড়িতে লাগিল। একটু বিরক্ত ভাবে ডেলজন বলিল,—মার্কলে, আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে ইচ্ছা করি।

মার্কলে। কি কথা বল?

ডেলজন বলিল—টাকাটা কোথায় আছে, কার কাছে রেখেছ, তা আমায় বলতে কিছু দোষ আছে কি?

মার্কলে। টাকা অতি নিরাপদ স্থানে আছে ডেল।

ডেল। ভাবো, যদি হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা তোমার হয়?

মার্কলে। দুর্ঘটনা—কিসের?

ডেল। কথার কথা বল্‌ছি।

মার্কলে। তার মানে?

ডেল। আমার বিশ্বাস, দলের লোক এত উত্তেজিত হয়েছে, যে তারা যদি কোন রকমে সন্ধান করে বার কর্‌তে পারে, একবার যদি তোমার দেখা পায়, তখনি তোমায় গুলি করে মার্‌বে।

মার্কলে। আমি অনেক ভাল হয়েছি, ২।৪ দিনের মধ্যেই আমি তাদের সঙ্গে দেখা কোরবো। তখন সব গোল মিটে যাবে, সকলেই ঠাণ্ডা হবে।

ডেলজন। যত দেরি হচ্ছে, ততই তাদের মন খারাপ হচ্ছে।

মার্কলে। তোমার পরামর্শ কি? কি কর্‌তে বল তুমি আমায়?

ডেল। আমাকে টাকার কথা বল্‌তে তোমার আপত্তি কেন? আমিও তো একজন বখরাদার, তবে আমায় লুকোবার আবশ্যক কি?

মার্কলে। আমার উপর তোমার কি সন্দেহ হয়েছে ডেলজন?

ডেল। একি সন্দেহের কথা হইল? যাতে আমাদের প্রত্যেকের স্বার্থ রয়েছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করতেও কি আমার অধিকার নাই? যদি ধরা পড়ি, যদি জেলে যেতে হয়, তখন কি আমাদের ছেড়ে দিয়ে কেবল তোমায় ধর্‌বে।

মার্কলে। আচ্ছা, আর ২।৪ দিন সবুর কর, আমি তোমাদের সকল গোল মিটিয়ে দেবো।

ডেল। দু-চার দিন নয় মার্কলে, ২।৪ ঘণ্টার কথা বল; নইলে যদি কোন বিপদ ঘটে তোমার, তার দায়ী আমি নই।

মার্কলে। আমি বড় দুঃখিত হোলাম ডেলজন তোমার কথা শুনে। কিন্তু কি কোর্‌বো, এখন আমি কোন উপায় করতে পারছিনে।

ডেল। যা ভাল বোঝ তাই কর। আমি তবে এখন চল্‌লুম।

মার্কলে। আবার কখন আসবে?

ডেল। কাল।

মার্কলে। আচ্ছা কাল এসো তুমি, আমার মনের কথা সব তোমায় খুলে বোল্‌বো।

ডেলজন। বেশ, ভাল কথা; তবে এখন যাই আমি; নমস্কার!

ডেলজন আসিয়া নিজের গাড়িতে উঠিল, এবং পথে যাইতে যাইতে দলপতি ঘটিত সমস্ত কথা জিমকে পরিচয় দিল। সে যে নিশ্চয় কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, তার মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল।

সমস্ত শুনিয়া জিম হাঁসিয়া বলিল—সে মরিয়া হয়ে উঠেছে—ডেলজন।

ডেলজন বলিল—আমিও তাই মনে ভেবেছি।

জিম। এখন আমার কথা বিশ্বাস হোলোত? আমি তোমায় বোল্‌ছি, যে বিপক্ষ দলের লোকের সঙ্গে মিশে—তোমাদের ব্যাঁচবার চেষ্টা কর্‌ছে।

ডেল। আর বল্‌তে হবে না জিম,-আমি সব বুঝতে পেরেছি।

জিম। আচ্ছা কাল আমায় যেতে হবে তো, কি কি কথা হয় তার সঙ্গে, সব শুনতে পাবে তুমি।

গ্রামে পৌছিয়া উভয়ে গাড়ি হইতে নামিল, এবং দুইজনে দুই দিকে প্রস্থান করিল। জিম একটু পেছ কাটিয়ে ক্রুমির সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাকে খুঁজ্‌তে লাগলো।

সন্ধ্যা বেলা ক্রুমি একজন কাপ্তেন পাকড়ে দুজনে খুব মদ খেয়ে, আর এক বোতল সঙ্গে নিয়ে দুজনে গলাধরাধরি কোরে নদীর ধারে বেড়াতে গেল। সেখানে বোসে আবার দুজনে মদ খেতে আরম্ভ কর্‌লে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই অপরিচিত লোকের সঙ্গে ক্রুমির বেশ বন্ধুতা হ'ল। ক্রমে ক্রুমি একটু মাতাল হয়ে উঠলো, ২।১ টা কথা জড়িয়ে যেতে লাগলো, ক্রুমি তার বন্ধুকে বল্‌লে, চলো বাড়ী যাই।

বন্ধু উত্তর কর্‌লে—হাঁ, যাই চলো, কিন্তু তোমায় আমি ছাড়্‌তে পারছিনে বন্ধু।

ক্রুমি একটু চোমকে উঠে, জড়িয়ে জড়িয়ে বল্‌লে,—কেন, তুমি কি ভাব্‌ছো আমি টলে পড়বো?

টলে পড়ো আর না পড়ো, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কথা হচ্ছে এই, তুমি আমার একজন বন্ধুকে মেরে ফেলেছো।

বন্ধু! তোমার—কে, সে?

"বিলি রেণর।"

রেণর তোমার বন্ধু ছিল?

"হাঁ,—প্রাণের বন্ধু আমার।"

ক্রুমির তখন নেশা অনেকটা ছুটিয়া গিয়াছিল, সে গর্জ্জন

করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কর্কশ স্বরে বলিল,—বটে! সেই জন্যই বুঝি তুই আমাকে ফাঁকি দিয়ে এখানে এনেছিস্? তাই আমায় মদ খাইয়ে মাতাল কচ্ছিস? তা নয় যাদু, আমরা সে রকম মাতাল হলে, কাজের বেলায় আমাদের নেশা থাকে না। তোর বন্ধুকে মেরেচি বোল্‌চিস, আয়—তোর বন্ধুও যে পথে—তোরেও সেই পথে পাঠাই আয়—দুজনে এক সঙ্গে থাক্‌বি ভাল, বিচ্ছেদ সইতে হবে না।

ক্রুমি লাফ দিয়া তার শত্রুর উপর পড়িল, ইচ্ছা তাহাকে ভূতলশায়ী করে। কিন্তু তাহার সে আশা বিফল হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে পুলিশের লোক তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

যখন তাহার হাতে হাত কড়ি পড়িল, তখন তার বন্ধুটী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"ক্রুমি, আমি তোমায় হত্যা অপরাধে গ্রেপ্তার করিলাম।"

ক্রুমি ধীরে ধীরে সেই খানে বসিয়া পড়িল, লোকটী তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য পুলিশের লোককে ইঙ্গিত করিল, তাহারা তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। পাঠক! বুঝিতে পারিয়াছেন, ক্রুমির এই বন্ধুটী কে? লোকটী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত, নিউ-ইয়র্কের বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ—হেনরি পল টি্মণী।

ক্রুমিকে বিদায় করিয়া, হেনরি সেই ছদ্মবেশেই পুনরায় সেই আড্ডা ঘরে উপস্থিত হইল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, দস্যু দলের প্রায় অধিকাংশ লোক সেখানে উপস্থিত হইয়া বসিয়া আমোদ করিতেছে। হেনরিকে একাকী দেখিয়া, পূর্ব্ব দস্যুগণ, যাহারা ক্রুমিকে তাহার সঙ্গে যাইতে দেখিয়াছিল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—

"কিহে, তুমি একলা এলে, তোমার সঙ্গী কোথায়?"

হেনরি একটু হাঁপাইতে হাঁপাইতে, ব্যস্ত ভাবে উত্তর করিল—

"সঙ্গীর কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছো? সে ধরা পড়েছে।"

সমস্বরে সমস্ত দস্যু জিজ্ঞাসা করিল—ধরা পড়েছে?

হেনরি। হাঁ, তাকে পুলিশে ধরেছে।

পুলিশের নামে সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল—কেমন করে ধরা পোড়লো?

হেনরি নিজের গল্প বলিল, গল্প শুনিয়া সকলের মনে একটা সন্দেহ হইল, তাহারা পরস্পর চুপি চুপি কি পরামর্শ করিল, এবং তার মধ্যে একজন হেনরিকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস নাকি?"

ধীর ভাবে হেনরি উত্তর করিল—"তা দিলেও দিতে পারি।"

উত্তর শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল। একজন রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তুই—?"

একজন ডিটেক্‌টিভ।

"তবে মর"!—একেবারে ৩।৪টী পিস্তলের আওয়াজ হইল।

কিন্তু হেনরি তখন আর সেখানে নাই। তৎপরিবর্ত্তে ৫।৬ জন সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

পুলিশ দেখিয়া দস্যুগণ পালাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু যে দিকে তাহারা যায়, প্রত্যেক দরজায় প্রত্যেক জানালায়—উন্মুক্ত তরবারি হস্তে পুলিশ দণ্ডায়মান। তাহাদের পালাইবার পথ একেবারেই বন্ধ দেখিতে পাইল। সকলেই ধরা পড়িল, সকলের হাতে হাতকড়ি পড়িল। ডেলজন ছাড়া ডাকগাড়ি লুটের প্রায় সমস্ত দস্যুই এখানে উপস্থিত ছিল। হাতকড়ি শুদ্ধ দস্যুগণকে

রাস্তা দিয়া যখন পুলিশে লইয়া যায়, তখন গ্রামে এক হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। আবার যখন মহকুমা হইতে ষ্টেশনে ট্রেণ দস্যুগণকে লইতে আসিল, তখন প্রায় ২।৩ শত লোক ষ্টেশন উপস্থিত। কেন যে তাহাদের ধরা হইল, এর কারণ কেহই বুঝিতে পারিল না। কেবল আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিল। ট্রেণ চলিয়া গেলে, ম্যাকসিক্যান জিম বেশে মীরা ও হেনরি এক খানা গাড়ী করিয়া যেখানে মার্কলে লুকাইয়া আছে, সেই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়ে গাড়ী হইতে নামিল, একটু দূরে বাগানের ভিতর গাড়ী খানা লুকাইয়া রাখিয়া, মীরাকে সেই খানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া হেনরি সেই বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া মীরাকে বলিল—"সব ঠিক,— তুমি যেতে পারো।"

মীরা বাগানের পথ অতিক্রম করিয়া, বাটীর সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া, আস্তে আস্তে দরজায় আঘাত করিল। একটু পরে ভিতর হইতে কে তাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি?"

মীরা উত্তর করিল—"বিড্‌ওয়েল।"

দরজা খুলিয়া গেল, মীরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একজন ভুষমন চেহারার লোক তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। এত রাত্রে একজন অপরিচিত লোকের মুখে নিজেদের দলের একজনের নাম শুনিয়া সে যেন কিছু আশ্চর্য্য হইল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া ভ্রুকুটী করিয়া মীরাকে কহিল—"দাঁড়াও ওখানে,—এক পা এগুলেই আমি তোমায় গুলি কর্ব্বো।"

তাহার সন্দেহ ও ভ্রুকুটী দেখিয়া মীরা হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল—"কেন, তুমি কি আমায় শত্রু ঠাউরালে নাকি?"

সেইরূপ ভাবেই দস্যু জিজ্ঞাসা করিল—কে তুমি?

মীরা বলিল—আমি একজন মস্ত বন্ধু।

দস্যু। তবে বিডওয়েলের নাম করলে কেন?

মীরা। সেই আমায় তার নাম করতে বলে দিয়েছে।

দস্যু। কি দরকার তোমার এখানে? কি চাও তুমি?

মীরা। আমি সর্দ্দারের সঙ্গে দেখা কত্তে চাই।

দস্যু। সর্দ্দার এখানে নাই।

মীরা। তাকে বলগে, আমার খবর বড় জরুরি।

দস্যু। আমার কাছে বল—কি খবর তোমার।

মীরা। যদি দরকার হয় সেই খানে দাঁড়িয়ে শুনো। এখন আমায় দেরি করিও না, শিগগির খবর দাও, রাত হয়ে যাচ্ছে।

দস্যু। কি নাম তোমার?

মীরা। সিকোল।

যেমন আগুনে জল পড়লে হয়, সিকোল নাম শুনে লোকটার দশা তাই হলো। তার উগ্রভাব দূরে গেল, পিস্তল পকেটে ফেলে, তাড়াতাড়ি একখানা টুল মীরাকে বসতে দিয়ে, একটু হেঁসে বোললে—"তুমি এখানে একটু বোসো, আমি তোমার খবর সর্দ্দারকে দিয়ে আসি।"

একটু পরেই সে ফিরিয়া আসিল এবং কহিল—"যদিও মার্কলের শরীর তত ভাল নয়, তবু তোমার সঙ্গে দেখা করবে,—এসো তুমি।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সিংহ-বিবরে।

মীরা ম্যাকসিক্যান জিম রূপে মার্কলের কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল, দলপতি সুসজ্জিত বেশে তাহার বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আছে। তাহার এই সাবধানতা দেখিয়া মীরা আপন মনে একটু হাঁসিল, এবং বিনা বাক্যব্যয়ে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার সম্মুখে উপবেশন করিল, এবং দলপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"এইবার নাচ ফুরিয়ে গেল।"

সে কথায় কান না দিয়া মার্কলে জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি ?"

মীরা উত্তর করিল—"আমি একজন দূত।"

মার্কলে। দূত! কে পাঠিয়েছে তোমায় ?

মীরা। যে তোমায় বেশ চেনে।

মার্কলে বিরক্ত ভাবে বলিল—"আমি তোমার এমন ছেঁদো কথা পছন্দ করিনে।—বুঝলে জানি!"

হাঁসিয়া মীরা বলিল—"পছন্দ করনা ?"

মার্কলে। একেবারেই না।

মীরা। আমিও পছন্দ করিনে। আমিও অনেক দিন থেকে তোমার কাছে আসবার সুযোগ খুজে ব্যাড়াচ্ছি—একটা খবর দেবার জন্য।

মার্কলে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি এখানে থাকি, এ খবর তোমায় কে দিলে ?"

। ডেলজন।

মার্কলে। কোথায় সে?

মীরা। এখনি আস্‌বে।

মার্কলে। এই রাত্রেই!—কেন কি দরকার?

মীরা। তাকে আসবার জন্য খবর দেওয়া হয়েছে।

মার্কলে। তোমার খবর কি আমায় বল?

মীরা। ডেলজনের জন্য অপেক্ষা করছি, সে এলেই সব শুন্‌তে পাবে এখন।

মার্কলে। কেন, নূতন কিছু ঘটেছে নাকি?

মীরা। ঘটা ছেড়ে একেবারে গ্রেপ্তার।

চমকিত স্বরে মার্কলে বলিল—"গ্রেপ্তার!"

মীরা। হাঁ—একদম।

মার্কলে। কে কে ধরা পড়েছে?

মীরা। প্রায় সকলি।—তোমার বন্ধু বিডওয়েল তার মধ্যে আছে।

মার্কলে। সে পাঠিয়েছে বলেই না তুমি আমায় খবর দিয়েছ?

মীরা। হাঁ, বলেছি।

মার্কলে। তার নাম করে এখানে আসবার কারণ?

মীরা। 'নইলে যদি ঢুকতে না দেয়। সেই জন্যই তার নাম করেছি।

মীরার এই কথায় মার্কলের মুখ শুকাইয়া গেল। সে সন্দেহ নয়নে মীরার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তা'হলে বন্ধু ভাবে তুমি এখানে এসোনি?

মীরা। তোমার কি সেই ধারণা হ'লো?

মার্কলে। হচ্ছে বই কি।

মীরা জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার দলের লোকের বন্ধু কি তুমি?"

মার্কলে। চিরকাল।

মীরা। তবে তাদের ফাঁকি দিলে কেন? কেন তাদের টাকার বখরা দিলে না?

মার্কলে। সে তাদের ভালর জন্যই।

মীরা। খুব ভাল করেছ তাদের। দলপতি তুমি কিনা, সব চারি দিকে ঘুরে ব্যাড়াচ্ছিল—এক যায়গায় করে দিলে তাদের।

মার্কলে। তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পারছিনে, সব খুলে বল।

মীরা। ডেলজন এলেই খোলসা শুন্‌বে।

মার্কলে। আজই সে এখানে আসবে?

মীরা। নিশ্চয়, এখন বল দেখি টাকাগুলো কোথায় রেখেছ?

ক্রোধে ও সন্দেহে মার্কলের চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ ভাবে মীরাকে বলিল,—শোন মহাশয়! তুমি এটা মনে ভেবোনা যে এ বাড়ীতে তোমার ইচ্ছে মত সব কাজ হবে। এটা তোমার নিজের বাড়ী নয়।

মীরা উত্তর করিল—হাঁ হাঁ, তা নয়, তা জানি, তবে কি জানো দলপতি, টাকার—কথা—অনেকটা—

মীরার কথা শেষ না হইতে, নিচেয় কার পদশব্দ হইল মার্কলে তাহার চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্রুদ্ধ ভাবে মীরাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ও কিসের শব্দ?"

মীরা উত্তর করিল—বোধ হয় ডেলজন এলো।

অস্থির ভাবে আগন্তুকের আগমনাপেক্ষার মার্কলে দরজার দিকে চাহিয়া রহিল। একটু পরেই ব্যস্ত ভাবে ডেলজন আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া মীরাকে দেখিতে পাইয়া বলিল—"এই যে তুমি পালিয়েছ দেখ্‌ছি।"

মীরা হাসিয়া বলিল—হাঁ, সকলের আগে।

মার্কলে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে ডেলজন?

ডেলজন বলিল—যা হবার তাই, গোয়েন্দারা আজ সব গ্রেপ্তার করেছে।

মার্কলে। আমিও তাই ভেবেছি।

ডেল। ভাব্‌বে বইকি, এখন তোমার ওই ভাবনাই সর্ব্বদা।

মার্কলে। একথা কেন বললে ডেল?

ডেল। বুঝে দেখ নিজের মনে, মনের অগোচর তো পাপ নাই।

মার্কলে। আমি বুঝতে পারলাম না তোমার কথা।

ডেল। তা পার্‌বে না।

মার্কলে। কেন?

ডেল। তা তুমিই জান।

মার্কলে। তোমার মনের কথা কি খুলে বল ডেলজন, আমি ও রকম ঠেসের কথা ভাল বাসিনে।

ডেল। আমার কথায় ঠেসও নাই, ঘুরপ্যাচও নাই, আমার খোলসা কথা। কথা এই—তুমিই এদের ধরিয়ে দিয়েছ।

বিস্মিত ভাবে মার্কলে উত্তর করিল—আমি!

ডেল। হাঁ, তুমি পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়েছ।

মার্কলে। মিথ্যা কথা।

ডেলজন মীরার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কিছু বলেছ জিম?

মীরা উত্তর করিল—না, আমি এই মাত্র এইচি, তোমার জন্য অপেক্ষা কচ্ছি।

মার্কলে মীরাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

এ লোকটী কে ডেলজন?

ডেল। সকালে তোমায় যার কথা বলেছিলাম, এই সেই—ম্যাকসিক্যান জিম।

মার্কলের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, সে ভীতি-বিহ্বল নেত্রে দরজার দিকে চাহিয়া পুনরায় ডেলজনকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমিও কি আমার বিপক্ষ হ'লে ডেল?

ডেল। এ কথা তোমার মুখেই শোভা পায়।

মার্কলে। তুমি কি এর সঙ্গে মিশেছ?

ডেল। হাঁ, মিশেছি বইকি।

মার্কলে। তুমি একে চেনো?

ডেল। চিনি।

মার্কলে। নিশ্চয় বল্‌ছো তুমি ভাল রকম জান একে?

ডেলজন সে কথার কোন উত্তর দিল না। মার্কলে পকেট হইতে একটা ছোট সাঙ্কেতিক বাঁশী বাহির করিয়া, সজোরে তাহাতে ফুঁ দিল। বাঁশীর তীব্রস্বরে সেই গভীর রাত্রে বাড়ীর চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সশস্ত্র দুইজন দস্যু সেই গৃহে উপস্থিত হইল। তাহাদের উভয়েরই হাতে গুলি ভরা পিস্তল্—ঘোড়া খোলা।

ডেলজনও তৎক্ষণাৎ নিজের পিস্তল বাহির করিয়া উত্তেজিত ভাবে কহিল—

এইবার তোমার মুখোস খুলে গেল। আঃ বিশ্বাসঘাতক!

উভয় দস্যুই এইরূপ উত্তেজিত, কিন্তু মীরা নির্ভয় হৃদয়ে স্থির ধীর নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া আছে। কিন্তু তাহার প্রত্যেক চক্ষের পলক উভয় দস্যুর পিস্তলের উপর নিক্ষিপ্ত।

ডেলজনের এইরূপ উত্তেজিত ভাব দেখিয়া মার্কলে বলিল—আমার এ আয়োজন তোমার জন্য নয় ডেলজন।

ডেল। তবে এদের ডাক্‌লে কেন?

মার্কলে। এখনি জান্তে পার্ব্বে। তোমার ধারণা আমি তোমাদের বিপক্ষ হয়েছি, কেমন?

ডেল। হাঁ, আমি কেন—সকলের মনেই হয়েছে।

মার্কলে। সে বিশ্বাস—সে ধারণা কে তোমাদের মনে করে দিয়েছে—তোমার এই লোক?

ডেল। না, আমি শুনেছি।

মার্কলে। কি শুনেছ?

ডেল। শুনেছি, তুমি পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়ে, একটা বন্দোবস্ত করেছ এবং আমাদের নামের ফর্দ্দ দিয়েছ।

মার্কলে। মিছে কথা ডেলজন, তোমাদের মন খারাপ করে দেবার জন্য আমার নামে মিছে কলঙ্ক দিয়েছে। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাদের অনিষ্টের চেষ্টা করিনি।

ডেল। তবে তাদের সঙ্গে তোমার কিসের ভাব?

মার্কলে। কিছু ভাব নেই আমার সঙ্গে।

ডেল। আমাদের টাকা—কোথায় তা?

মার্কলে। আমার কাছে।

ডেল। তাদের ফিরিয়ে দেওনি ?

মার্কলে। ফিরিয়ে দেবো—কেন ? তুমি কি পাগল ?

ডেলজন মীরার দিকে চাহিয়া বলিল—

"বলনা জিম—কথা কচ্ছোনা কেন।"

মীরা উত্তর করিল,—তুমি বিশ্বাস কর ওই কথা, সকাল বেলায় নিজ মুখেই তোমায় বলেছে, তাদের দলে ওর বন্ধু লোক আছে,—এখন বল্‌ছে কিসের ভাব তাদের সঙ্গে, তুমিই বোঝনা ওর কথার ভাব। ভাল করে চেপে ধর, ওর মুখ দিয়েই সব কথা বার করে নাও, আসল কথা ওই মুখ দিয়েই বেরুবে এখন।

ডেল। সত্যই ত, তুমিই ত সকালে বলেছ তোমার একজন বন্ধু তাদের দলে আছে—এখন সে কথা উড়িয়ে দিচ্ছ।

মার্কলে। তোমায় ঠকিয়েছে ডেলজন। চতুরের চাতুরি জালে পড়েছ তুমি। তুমি কি বিশ্বাস করো—আমি বিশ্বাসঘাতক ?

ডেল। না হ'লে বোলবো কেন। এতদিন ত বলিনি।

মার্কলে। সে বিশ্বাস কে করিয়ে দিলে—তোমার ওই বন্ধু লোক—না ?

ডেল। তা আমি বল্‌তে চাইনে।

মার্কলে। নাই বল, আমি বুঝতে পেরেছি,—এ তোমার এই বন্ধুর চাতুরি।

ডেল। তাতে ওর লাভ ?

মার্কলে। একটু বাদেই দেখ্‌তে পাবে।

ডেল। তুমি কি একে চেনো ?

মার্কলে। বোধ হয় চেষ্টা কর্‌লে চিন্তে পারি।

ডেল। তবে ওর পরিচয় আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লে কেন?

মার্কলে। আমি ওকে ম্যাকসিকান জিম বলে জানিয়ে।

ডেল। কি বলে জানো? কি নাম ওর—কেও?

মার্কলে। ওই যে বন্ধুটী তোমার—এই পুরুষের পোষাক পরা লোকটী—ও পুরুষ নয় ডেলজন।

তাহার এই কথায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডেলজন মীরার দিকে চাহিল, তাহার ভাব দেখিয়া মীরা হাঁসিয়া উঠিল।

মার্কলের তখন খুন চাপিয়াছে। তাহার চক্ষু জ্বলিতেছে, হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ, উষ্ণ শোণিত তাহার শিরায় শিরায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, উত্তেজনার ভাব তাহার প্রত্যেক অঙ্গ দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সে তীব্রস্বরে মীরাকে বলিল,—পিক্র তুই সিংহের গর্ত্তে এসে ঢুকেচিস। তুই আমাদের দলের সকলকে গ্রেপ্তার করিয়ে দিয়ে আমাকেও গ্রেপ্তার কর্‌বার জন্য এসেছিস্ কিন্তু আজ তোর নিস্তার নাই।

হঠাৎ বজ্রাঘাত হইলে লোকে যেমন কেমন ধারা হইয়া যায়, তাহার শরীরের প্রত্যেক শিরা ও ধমনী যেমন তাড়িত প্রভাবে কাঁপিয়া উঠে, পিক্র নাম শুনিয়াও ডেলজনের ঠিক সেই দশা হইল। সে শূন্য দৃষ্টিতে মীরার দিকে চাহিয়া রহিল।

মার্কলে বলিল,—তোমার বন্ধু ডেলজন—আর কেউ নয়। যাকে ধরবার জন্য আমাদের এত চেষ্টা, যার জন্য আমাদের এত বিপদ—এত কষ্ট, আমাদের সেই চিরশত্রু মীরা—তোমার সম্মুখে—তোমার বন্ধুরূপে বসে আছে।

ডেলজন মীরার দিকে অগ্রসর হইয়া কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুই—তোর নাম কি?"

মীরা একলা, একে স্ত্রীলোক, তায় যুবতী।—চারিজন দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের প্রধান যারা—গুলি ভরা পিস্তল—উন্মুক্ত তরবারি হাতে করিয়া, তাহাকে নিধন করিবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। পালাবার পথ রুদ্ধ—এত বিপদ সম্মুখে—তবুও মীরা ধীর ও স্থির, অচঞ্চল হৃদয়ে চেয়ারে বসিয়া আছে। ডেলজনের জিজ্ঞাসায়, হাঁসিতে হাঁসিতে মীরা উত্তর করিল—"অনেকেই আমাকে পশ্চিম দেশীয় মেয়ে গোয়েন্দা বলে,—আমিই মীরা!"

"তবে এই তোর শেষ"—ডেলজন তাহার হস্তস্থিত পিস্তল উঠাইয়া মীরার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। কিন্তু মীরার গায় সে গুলি লাগিল না, উন্মুক্ত বাতায়ন পথে গুলি বাহিরে চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রেপ্তার।

মীরাকে গুলি করিবার জন্য ডেলজন গুলি করিল, কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল। মার্কলের সাঙ্কেতিক বংশী ধ্বনিতে তাহার যে দুজন অনুচর সশস্ত্র হইয়া সেই খানে আসিয়া ডেলজনের পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদেরই একজন ডেলজনের সেই নৃশংস কার্য্যে বাধা দিয়াছিল। নিজের লোকের দ্বারা বাধা পাইয়া দলপতি গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং নিমেষ মধ্যে নিজের পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া পুনরায় মীরাকে মারিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহা-তেও আবার বাধা পড়িল।

ঠিক সেই সময়ে, যে সময়ে মার্কলে উগ্রমূর্ত্তিতে পিস্তল উঠাইয়া মীরাকে লক্ষ্য করিল, ঠিক সেই সময়ে একজন অপরিচিত ব্যক্তি সেই গৃহে উপস্থিত হইল এবং হাসি হাসি মুখে দস্যুদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিল—"নমস্কার মহাশয়।"

"আমায় চিন্তে পারছো না—মার্কলে?"—সেইরূপ মৃদু হাসির সহিত ভদ্র লোকটী উত্তর করিল—"সে কি হে? আমায় চিন্তে পার্‌লে না?"

সেইরূপ উগ্রভাবেই মার্কলে বলিল—"কই না, আমি তোমায় কখন দেখিনি।"

"দেখনি আমায়!"—যেন কিছু বিস্ময়ের সহিত ভদ্র লোকটী উত্তর করিল—"বল কিহে, এর মধ্যেই ভুলে গেলে? এই সে দিনও ত তোমায় আমায় এক সঙ্গে নিউইয়র্কে কত আমোদ করে বেড়ালুম। কত দিন যে তোমায় আমায় একসঙ্গে ছিলুম, তা ভুলে গেলে কি?"

এইবার মার্কলে চমকিয়া উঠিল। লোকটী পুনরায় বলিল—"মনে করে দ্যাখো, তোমায় আমায় অনেক দিনের বন্ধুত্ব,—পুরোনো বন্ধু আমি তোমার!—আমার নাম জানো কি তুমি?"

শুষ্ক মুখে, কম্পিত কণ্ঠে মার্কলে বলিল—"কি নাম তোমার? আমি ভুলে গেছি।"

গম্ভীর ভাবে আগন্তুক বলিল—"আমার নাম—পলটী মনি। লোকে আমায় গিপ্‌সি ডিটেক্‌টিভ বলে। অনেকদিনের দ্যাখা শুনো কিনা, অনেক দিন থেকে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, আজ আবার সেই পুরণো বন্ধুত্ব বজায় করবার জন্যেই এখানে এইচি আমি। বড় খুসি হলুম—তোমার সন্ধান পেয়ে, যথার্থই

আজ আমার বড় আনন্দ হয়েছে।—বেশ ভাল আছ তুমি?” রোষে, ক্ষোভে উত্তেজিতস্বরে, দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—“যাও!—এখুনি তুমি আমার এখান থেকে বেরিয়ে যাও! নইলে ভাল হবেনা—তুমি বিপদে পড়বে।” “একি কথা ভাই?” উপহাসের উচ্চ হাসি হাসিয়া ট্রিমনী উত্তর করিল—“অনেক রাত হয়েছে,—আমায় এমন করে তাড়িও না বন্ধু!—আর যদি তাড়াও আমায়—তবে চল, তোমায় আমায় এক সঙ্গেই যাই চল।—তোমায় না নিয়ে আমার একলা যাওয়া ভাল দেখায় না ভাই।—অনেক দূর থেকে এসেছি, আমি অনেক দিন ধরে তোমার সন্ধান করে ব্যাড়াচ্ছি, অনেক কষ্টে তোমার দ্যাখা পেয়েছি আজ,—এত কষ্টের পর তোমায় পেয়ে আমি কি ছেড়ে যেতে পারি।—আমার একলা যাওয়া কি ভাল দেখায়। তুমি চলো—তোমার এই বন্ধুটী যাবে, সেই সঙ্গে আমরাও যাবো—যেখানে যাবে তুমি। আর তোমার দলের লোকে—তোমার সঙ্গী যারা যারা ছিল—তারা আগেই সেখানে হাজির হয়ে, তোমার অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য অপেক্ষা কচ্ছে, সেখানে গেলেই দল বল সব দেখতে পাবে,—একলা থাকতে হবেনা তোমায়।”

নিরব নিস্পন্দ ভাবে পলক বিহীন নেত্রে মার্কলে ও ডেলজন, ট্রিমনীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। যখন তাহার বলা শেষ হইল, মার্কলে একবার তাহার পার্শ্বচর দস্যু দুজনের প্রতি চাহিয়া ভ্রূকুটী করিল, মনের ইচ্ছা তারা যদি একটু সাহায্য করে, তাহা হইলে চারজনে মিলিয়া, দুজন শত্রুকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারে। তাহার এই ইঙ্গিত, এই মনের ভাব ট্রিমনী বুঝিতে পারিল এবং হাসিয়া পুনরায় বলিল—“তুমি

কি এমনিই ঠাওরাও দলপতি? আমরা কি এমনিই কাঁচা লোক যে সকল দিক ঠিক না করে, শত্রুর বাড়ীতে এসে ঢুকবো,—এমনিই অসাবধান আমরা!—না হে ভায়া—তত বেয়াকুব আমরা নই; আট ঘাট না বেঁধে—আমরা কোন কাযে হাত দেইনে—বিশেষ তোমাদের মত লোকের কাছে। শিয়াল কুকুরের জীবন অপেক্ষাও যারা মানুষের জীবন হেয় দ্যাখে তাদের কাছে অনেক সাবধান হয়ে আস্‌তে হয়। ঐ যে দুজন তোমার অনুচর—তোমার বড় বিশ্বাসী ওরা, তা আমি জানি। বিশ্বাসী বলেই ওদের এই খানে, তোমার লুকোন জায়গায়, ওদের রেখেছ তুমি। কিন্তু তুমি জানো ওরা কার লোক? ওরা আমার লোক,—অনেক দিন থেকে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছে ওরা। এখন বুঝ্‌তে পারলে কেন ওরা ডেলজনকে, বাধা দিয়েছে? তোমার শত্রু দেখেও কেন ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে? ওরা তোমার লোক নয় হে দলপতি, ওরা তোমার লোক নয়।"

মার্কলে ও ডেলজনের মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল। উভয়ে উভয়ের মুখ পানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু সে চাহনির কোন অর্থ নাই, সে শূন্য দৃষ্টি।

মীরাকে সম্বোধন করিয়া হেনরি বলিল—"আর দেরীতে কায কি মীরা, তোমার বন্ধু ডেলজনের হাতে গহনা পরিয়ে দেও।"

মীরা তাঁহার পকেট হইতে একজোড়া পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে হাত কড়ি বাহির করিয়া, হাসিতে হাসিতে ডেলজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ভাই ডেলজন—মনে করোনা কিছু—তোমাদের ভালোর জন্যই আমরা এসেছি,—তোমার জন্যই এত দিন—তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে, তোমাদের পাহারা দিয়েছি—তোমরা পাছে পথ

ভুলে কোথাও সড়ে পড়ো—সেই ভেবে দিন রাতের মধ্যে একদণ্ড তোমাদের কাছ ছাড়িনি।—নানা রকম বেশে সদাই তোমাদের সঙ্গে আছি আমি, পাঁচজন পাঁচ জায়গায় ছিলে, এখন কুড়িয়ে সব এক জায়গায় হয়েছ, আমিও নিশ্চিন্ত হয়েছি। এখন তোমরা দুজন গেলেই তারাও খুসি হয় আমিও খুসি হই। এখন অনুমতি দাও ভাই,—তোমার হাতে গহনা পরিয়ে দিয়ে আমার কায মিটিয়ে ফেলি।"

ডেলজনের হাতে হাত কড়ি পড়িল, সে বাঙনিষ্পত্তি করিল না; দস্যুতায় যে অসুর বিক্রম প্রকাশ করিত, গোঁয়ার বলিয়া দলের লোক যাহার সঙ্গে কথা কহিতে সাহস করিত না, সেই ডেলজন আজ যেন একটা মুষিক অপেক্ষাও অধম হইয়াছে, তাহার একটা কথা বলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্তও লোপ পাইয়াছে—তাহাকে কে যেন যাদু করিয়াছে। সে নিরবে হাতে হাত কড়ি পরিল, সাহস করিয়া মীরার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

আর দলপতি!—তাহার সেই পুরাণ বিশ্বস্ত চাকর—তাহার শরীর রক্ষক—তাহাদেরই একজন অগ্রসর হইয়া—পিস্তলটি কাড়িয়া লইয়া তাহার হাতে হাত কড়ি পরাইয়া দিল।

"এতো আমি আশা করিনি"—টিমনী বলিল—"এতো সত্বর তোমাদের ধরতে পারবো—আর এমনি করে একেবারেই যে দলকে দল ধরা পড়বে, এ আমার বিশ্বাস ছিল না। কেবল এই মীরার সাহায্যেই আমি কৃতকার্য্য হয়েছি। মীরা যে কত চালাক—কত হুসিয়ার—কত বুদ্ধি ধরে মীরা, তা বোধ হয় তোমাদের আর জান্তে বাকি নেই। সে কথা ভাল রকমই জানো তোমরা। ওকে না পেলে, আমায় অনেক ভুগতে

হ'ত। ও যা করেছে—মেয়ে মানুষ তায় বালিকা হ'য়ে। মীরা যে সমস্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছে, যে রকম কৌশলে তোমাদের কঠিন কঠিন পরীক্ষায় ও উত্তীর্ণ হয়েছে, আমার বোধ হয় ভাল ভাল পাকা ডিটেক্‌টিভও তাতে হার মেনে যায়। তোমাদের এই ঘুঘুর বাসায় আগুণ ধরান—কেবল মীরার দ্বারাই হয়েছে। আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র। তবে ওর মনে প্রতিহিংসা ছিল বলেই আমি ওর দ্বারা এত কায পেয়েছি।"

প্রতিহিংসার কথা শুনিয়া উভয় দস্যুই মীরার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

টিমনী বলিল—"হ্যাঁ, দারুণ প্রতিহিংসায় ওর হৃদয় পরিপূর্ণ। ওকে চেন না তোমরা—কিন্তু মীরা তোমাদেরই দেশের লোক। তুমি যেমন মার্কলে বাপের—অগাধ বিষয় পেয়ে—বদমায়েসিতে সব উড়িয়ে দিয়ে, শেষে পেটের জ্বালায় দস্যু দলে এসে মিশেছিলে, মীরার বাপও সেই রকম বিষয় খুইয়ে তোমাদের সঙ্গে যুটে ছিল। অনেক দিন সে তোমাদের দলে ছিল, একদিন বখরার গোলযোগ হওয়ায় সে বেরিয়ে যেতে চায়, পাছে সে তোমাদের কথা প্রকাশ করে দেয়, সেই ভয়ে তোমরা তাকে সেই খানেই খুন করে ফেলো।—চমকোনা—সে অনেক দিনের কথা--সে কথা তোমরা ভুলে গেছো, তার নাম পর্য্যন্তও তোমাদের মনে নেই। কিন্তু তার সন্তান সে কথা ভুলেনি। সেই পিতৃহত্যার পরিশোধ নেবার জন্যেই মীরা তোমার চাকর। সেই পিতৃ-হন্তা—বোগরা! মীরার হাতেই তার প্রাণ গিয়াছে। মৃত্যুকালে সে মীরার পরিচয় জান্তে পেরেছিল—মীরাই তাকে পরিচয় দিয়েছিল। সেই পিতৃহত্যার অনুমতি দাতা ডেলজন—ফাঁসি কাঠ তার

অপেক্ষা কচ্ছে। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে মীরাকে?—মীরা ভারতের নয়—মীরা বিলাতের।”

দস্যুদ্বয় নিরব। অনেকক্ষণ পরে অতি কষ্টে গলা পরিষ্কার করিয়া মার্কলে জিজ্ঞাসা করিল—“মীরার বাপের নাম—কি নাম ছিল তার?”

টি্‌মনী। নাম বল্‌লে চিন্তে পারবে কি তুমি? সে যে অনেক দিনের কথা।—তার নাম—নাম শুনিয়া—ডেলজন চমকিয়া উঠিল।

টি্‌মনী বলিল—ঐ গ্যাখ, ডেলজনের নাম মনে পড়েছে, তাই চমকে উঠেছে। থাক, বাজে কথার আর দরকার নাই, এখন কাজের কথা হোক। বল দেখি মার্কলে, টাকা গুলো কোথায় রেখেছ? শীঘ্র বলে ফেল, আর মিছামিছি বসে থাকা যায় না, অনেক রাত হয়েছে।

মার্কলে বলিল—হাজার বৎসর ঘুরে ব্যাড়ালেও তা খুঁজে বের কত্তে পারবে না।

টি্‌মনী হাসিয়া বলিল—এমন যায়গায় লুকিয়ে রেখেছ?

মার্কলে। হাঁ।

টি্‌মনী। জীবনে সকলেরি মমতা আছে, প্রাণ থাক্‌তে কেউ আশা ছাড়ে না। আমার বোধ হয়—সে জীবন নষ্ট, কত্তে তুমি ইচ্ছুক হবে না।

মার্কলে। আমি তোমার বন্দী।

টি্‌মনী। হাঁ, বন্দী তুমি আমার বটে, কিন্তু যদি সহজে টাকার কথা না বলো, তা হ'লে তোমার কপালে আজ অনেক দুঃখ আছে।

মার্কলে। টাকার জন্যে আমাদের সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত কত্তে রাজি আছো ?

টিমনী। কিছু না। হয় টাকার কথা আমায় বল, নইলে তোমার বুকে বাঁশ দিয়ে ডল্‌বো আমি।

মার্কলে। আমি তোমার কয়েদী। আমার উপর কোন অত্যাচার করবার অধিকার তোমার নেই।

টিমনী। তোমায় যদি আমি যাতনা দিয়ে মেরে ফেলি, তা হ'লে কি হবে জানো ? কাল সকাল বেলার খবরের কাগজে লোকে বিস্ময়ের সহিত পড়্‌বে—"যাহারা ডাক গাড়ি লুটিয়াছিল, সেই বিখ্যাত দস্যুদলের সর্দ্দার মার্কলে ও তাহার সহকারি ডেলজন-কে, গত রাত্রে আমাদের নিউ ইয়র্কের ডিটেক্‌টিভ মিঃ হেনরি ধরিয়াছিলেন। উভয় দলে ঘোর দাঙ্গা হয়, দাঙ্গায় দস্যু সর্দ্দার ও তাহার সহকারি উভয়েই আমাদের লোকের গুলির আঘাতে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। এইবার বোধ হয় দস্যু দল নির্ম্মূল হইবে।" শুনলে দলপতি, এই আমার মতলব। এখন তোমার মতলব কি বল ?

হেনরির কথা শুনিয়া উভয়েরই মুখ শুখাইয়া গেল। শুষ্ক কণ্ঠে ধীরে ধীরে মার্কলে উত্তর করিল—কেবল এক বন্দোবস্তে আমি টাকা ফিরিয়ে দিতে পারি।

হেনরি হাসিয়া বলিল—আবার বন্দোবস্তের কথা! আচ্ছা কি বল শুনি।

মার্কলে। চব্বিশ ঘণ্টার সময় আমাদের দেও, আমরা চলে যাই।

হেনরি হাহা করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া বলিল—সে আশা

এখনো তোমাদের মনে হচ্ছে নাকি? এখনো তোমাদের বিশ্বাস আছে যে আমরা তোমাদের ছেড়ে দেবো? ইয়োরোপ তোমাদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত, তোমাদের ভয়ে কুটিরবাসী দরিদ্র হইতে রাজ-রাজেশ্বর পর্য্যন্ত শশঙ্কিত, ধন প্রাণ নিয়ে সকলেই অস্থির—সকলেই ব্যতিব্যস্ত। কত লোকের আজন্ম উপার্জ্জিত অর্থ, কত লোকের অমূল্য জীবন, কত সতীর সতীত্ব রত্ন, তোমাদের দ্বারা নষ্ট হয়েছে, তার কি ইয়ত্বা আছে। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে কত সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা আছে তা জান কি তোমরা? কত দিনের কত চেষ্টায়, আজ আমরা কৃতকার্য্য হয়েছি, আজ আমাদের কতদিনের পরিশ্রম সফল হয়েছে। আজ ইয়োরোপ নিষ্কণ্টক হইল, আজ লোকের ধন প্রাণ নিরাপদ হ'ল। একথা যখন কালকের কাগজে প্রচার হবে, তখন নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, কত কোটী কোটী লোক দুই হাত তুলিয়া আমাদের আশী-র্ব্বাদ করিবে। তাদের তখনকার মনের ভাব একবার মনে মনে ভেবে নাও দেখি—ভাব দেখি কি আনন্দ তখন তাদের মনে হ'বে। তুমি কি মনে কর আমরা তোমায় খেলা করবার জন্যে ধরেছি? তাই ছেড়ে দেবার কথা বল্‌ছো? ভুলে যাও মার্কলে, ও সব কথা ভুলে যাও। এখন ভালো চাওতো টাকা কোথায় বলে দেও, নইলে মরবার জন্যে প্রস্তুত হও। এক মুহূর্ত্ত সময় তোমাদের আমি দেব না।"

উভয় দস্যুতে মুখ চাওয়া চায়ি করিল, উভয়েই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের আর কোন রকমে নিষ্কৃতি নাই—কারাগৃহের দরজা তাদের জন্যে উন্মুক্ত রয়েছে। খানিকক্ষণ পরে মার্কলে বলিল—"আমাদের কিছু দিন সময় চাই।"

গর্জ্জন করিয়া হেনরি বলিল—শোন দুর্ব্বৃত্ত! তোদের সময়ও নাই, বন্দোবস্তও নাই। এই মুহূর্ত্তে টাকা—নতুবা তোর জীবন দুয়ের এক আমার এখনি চাই।

মার্কলে উত্তর করিল—তবে টাকাও আমাদের সঙ্গে কবরে যাবে।

সেইরূপ উত্তেজিত ভাবে ভ্রূকুটী করিয়া হেনরি বলিল—আচ্ছা, তাই হোক তবে।

হেনরি সঙ্কেত করিল, ৫।৭ জন সশস্ত্র পুলিশের লোক সেই খানে উপস্থিত হইল। হেনরি বলিল—এই ডাকাত দুটোকে নিচেয় নিয়ে যাও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এরা টাকার কথা স্বীকার না করবে, ততক্ষণ এদের যাতনা দেবে। যে কোন উপায়ে হোক এদের কাছ থেকে টাকার কথা বার করে নেবে।

দস্যুদ্বয়কে সেখান হইতে লইয়া গেলে, মীরা ও হেনরি উভয়ে মিলিয়া—টাকা খুঁজিবার নিমিত্ত মার্কলের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রায় দু ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর, তাহারা কৃতকার্য্য হইল। যে রূপ স্থানে, যে রূপ ধূর্ত্ততার সহিত, মার্কলে টাকা লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহা দেখিয়া হেনরি বলিল—"মার্কলে যথার্থই বলিয়াছে আজীবন খুঁজিলেও টাকা পাইবে না।" যা হোক আমাদের অদৃষ্ট ভাল, তাই অল্প আয়াসেই কৃতকার্য্য হয়েছি।

টাকার তোড়া, নোটের তাড়া সমস্ত বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিল, তাহার শিল মোহর অভগ্ন যেমন অবস্থায় আফিস হইতে টাকা পাঠাইয়াছিল ঠিক সেইরূপ অবস্থাতেই আছে। সমস্ত দেখিয়া উভয়ে অনুমান করিল, যে তাহা হইতে এক কপর্দ্দকও খরচ হয় নাই।

তৎক্ষণাৎ সমস্ত টাকা লোক দিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া—দস্যুদ্বয়কে লইয়া সকলে ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। তথায় স্পেশ্যাল ট্রেন তাহাদের জন্যে অপেক্ষা করিতেছিল, সকলে তাহাতে উঠিয়া মহকুমায় রওনা হইল। যথা সময়ে তাহারা সহরে পৌছিয়া, দস্তর মত পাহারা বন্দোবস্ত করিয়া দস্যুদ্বয়কে হাজতে পাঠাইয়া দিয়া মীরা ও হেনরি তাহাদের বাসায় প্রস্থান করিল।

বাসায় পৌছিয়া উভয়ে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বিশ্রাম কক্ষে উপবেশন করিল, এবং নানারূপ কথোপকথনের পর হেনরি মীরাকে জিজ্ঞাসা করিল—কেন মীরা—আজ এমন আনন্দের দিনে, তোমার মুখ এত বিষণ্ণ কেন? গভীর বিষাদের ছায়া তোমার প্রফুল্ল মুখ ঢেকে রেখেছে—কেন?

একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখিত স্বরে মীরা উত্তর করিল—আনন্দের দিন বটে, কিন্তু যখন মনে উঠছে যে একজন নির্দ্দোষির জীবন আহুতি দিয়ে, বিনা অপরাধে তার শিরে চিরদিনের জন্যে কলঙ্ক ডালি চাপিয়ে, আমাদের এই আনন্দ লাভ হয়েছে, তখন আমার হৃদয়ে কে যেন লোহার শলা পুড়িয়ে দিচ্ছে। আবার আবার যখন ভাবছি, আমার জন্যেই তার সেই অমূল্য জীবন দস্যু হস্তে নষ্ট হয়েছে তখন ইচ্ছে হচ্ছে নিজে আত্মঘাতিনী হয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। প্রাণের ব্যথায় অস্থির হয়েছি, আনন্দ করি কেমন করে।

হেনরি বলিল—ওঃ! তুমি বিলির ভাবনা ভাবছো, আচ্ছা, তুমি কি নিশ্চয় জেনেছ তার মৃত্যু হয়েছে? দস্যুর কথা তোমার বিশ্বাস হয়?

মীরা। হ্যাঁ, তাতে আমার অবিশ্বাস নেই। আমি অনেক রকম সন্ধান নিয়েছি।

হেনরি। যদি তাই হয়ে থাকে, তাতে তোমারই বা দোষ কি? আমরা তার ভালোর চেষ্টাই করেছিলাম, কার্য্য গতিকে অমন হয়ে গেল, তাতে আর কি করা যাবে বল। যা হয়ে গেছে, তাতো আর ফিরান যাবে না। সে কথা ভেবে মিছে কেন মন খারাপ কর। ও সব কথা ভুলে যাও।

মীরা। আপনারা পুরুষ মানুষ, মন আপনাদের ইচ্ছার বশীভূত। কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক, স্বভাবতই আমাদের কোমল হৃদয়, সামান্য কারণেই আমাদের হৃদয় ব্যাকুল হয়, কোন কারণে প্রাণে একটু ব্যথা পেলে সহজে তা ভোলা যায়না, আমার কথা শুনেই তার বিপদ, শেষ তার জীবন নষ্ট হলো, সে কথা—সে যাতনা যতদিন বাঁচবো ততদিন মনে থাকবে, মরণ না হলে তা ভুলতে পারবো না।

একটু হাসিয়া হেনরি বলিল—শুধু তাই কি? এর ভেতর কি আর কোন কথা নেই?

মীরা। আবার কি কথা?

হেনরি। আছে বই কি। তুমি না বল্‌লেও আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পেরেছি মীরা!"

মীরা আর বসিতে পারিল না। সে উঠিল, উঠিয়া গৃহ মধ্যে পদ চালনা করিতে লাগিল। হেনরি দেখিল, তাহার প্রত্যেক শিরায় যেন কি এক আবেগের তাড়িত প্রবাহ ছুটিতেছে। ভারত শোণিতের বিমল জ্যোতি তাহার চিবুক দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। লজ্জা বিজড়িত স্বরে মীরা জিজ্ঞাসা করিল—"কি বুঝেছেন আপনি—আমার মনের কথা?"

হাসিয়া হেনরি বলিল—আমায় লুকোও কেন মীরা, আমায় বলতে লজ্জা কি তোমার ?

মীরা উত্তর করিল—আপনিত জানেন, আমার জীবনের কোন কথা আপনার কাছে লুকোন নেই।

সেই রূপ হাসিতে হাসিতে হেনরি বলিল—তা নেই বটে, তোমার সব কথাই আমায় বলেছ, কিন্তু এ কথাটা আমি অনুমানে ধরিছি। কেমন এ কথা ঠিকত ?

মীরা আর সে কথার কোন উত্তর দিল না, লজ্জায় মাথা হেট করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল।

তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া, হেনরি তাহার হাত ধরিয়া কহিল—মীরা, আমার কথায় তোমার বিশ্বাস আছে কি ? আমি যে কোন রকমে তোমায় প্রবঞ্চনা কর্ব্বোনা এ বিশ্বাস তোমার মনে হয়ত ?

চক্ষের জল মুছিয়া মীরা কহিল—"তা যদি না থাক্‌বে, তবে আপনার সঙ্গে আমি মিশবো কেন ? আর আমার সমস্ত কথাই বা আপনার সঙ্গে পরিচয় দেবো কেন ? সে বিশ্বাস আমার মনে খুব আছে।" "তবে শোনো বলি"—হেনরি বলিল—"যদি সেই বিশ্বাস থাকে, তবে শোনো বলি,—মনে রেখো, যদিও আমি তোমায় কোন প্রমাণ এখন দিতে পার্‌ছিনে,—কিন্তু মনে রেখো আমার কথা, বিলি মরে নাই—বিলি বেঁচে আছে।"

ধীরে ধীরে মীরা তাহার সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

হেনরি দেখিল এইবার তাহার বদনে হর্ষের চিহ্ন দেখা দিয়াছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ।

পরদিবস প্রাতের গাড়ীতে হেনরি ও মীরা উভয়েই চিকাগো সহরে যাত্রা করিল। যথা সময়ে সেখানে পৌঁছিয়া, তাহারা সেই খান কার "গ্রেটএক্স্‌প্রেস কোম্পানীর"—শাখা কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইল। সেই খানেই তখন কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট উপস্থিত ছিলেন। উভয়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। হেনরিকে প্রেসিডেণ্ট চিনিতেন, তাহাকে দেখিবা মাত্র উঠিয়া তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া হাস্য বদনে প্রেসিডেণ্ট কহিলেন—"আপনি তাহ'লে কৃতকার্য্য হয়েছেন দেখ্‌ছি?"

হেনরি জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কিসে বুঝতে পারলেন যে আমি কৃতকার্য্য হয়েছি?

প্রেসি। আপনাকে দেখেই, সকলেই জানে এবং আমাদেরও বিশ্বাস, যে কার্য্যের ভার আপনাকে দেওয়া হয়, সে কাজ সম্পন্ন না করে আপনি দেখা দেন না।

হাঁসিয়া হেনরি উত্তর করিলেন—হাঁ, কৃতকার্য্য হয়েছি বটে, কিন্তু তাতে আমার কোন বাহাদুরী নাই। আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র, যা কিছু এই লেডির দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। একে না পেলে, আমি দশ বৎসর ঘুরলেও বোধ হয় কৃতকার্য্য হতে পারতেম না।

মীরার দিকে ফিরিয়া একটু আশ্চর্য্য ভাবে প্রেসিডেণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈ এই লেডি?"

হেন্‌রি। যে দিন ডাক্যতি হয়, আপনারা বিলির গাড়িতে যে স্ত্রীলোক থাকার কথা শুনেছিলেন,—এই সেই স্ত্রীলোক। সে দিন ইনিই সেই গাড়িতে ছিলেন। আপনাকে ইনি কিছু বল্‌তে চান।

প্রেসিডেণ্টের বদন গম্ভীর হইল, হৃদয়ের অবিশ্বাসের ছায়া তাহাতে প্রকাশ পাইল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"বলুন কি কথা—আমি শুন্‌তে প্রস্তুত আছি।"

মীরা ধীরে ধীরে, একে একে প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত সমস্ত ঘটনা বলিলেন।

সমস্ত শুনিয়া, প্রেসিডেণ্ট বলিলেন—"তুমি কি এখানে বিলি রেণরকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত কত্তে এসেছ?"

মীরা উত্তর করিল—"হাঁ মহাশয়—বিলি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।"

প্রেসি। তুমি কি মনে কর আমি এই উপন্যাস বিশ্বাস কোর্‌বো?

মীরা। আজ্ঞে হাঁ।

উচ্চ হাঁসি হাঁসিয়া প্রেসিডেণ্ট বলিলেন—"মিঃ হেন্‌রি আপনি এ গল্প বিশ্বাস করেন কি?"

হেন্‌রি। আজ্ঞে হাঁ, বিশ্বাস করি বলেই একে সঙ্গে করে আপনার কাছে এনেছি। নইলে আন্তেন না।

বিস্ময়ের সহিত প্রেসিডেণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে এই স্ত্রীলোক?"

হেন্‌রি উত্তর করিলেন—"আমাদের দলে একজন মেয়ে গোয়েন্দা আছে, এ কথা আপনি শুনেছেন কি?"

প্রেসি। হাঁ, শুনেছি।

হেন্‌রি। এই সেই—এর নাম মীরা।

প্রেসিডেণ্ট উঠিয়া মীরার সহিত করমর্দ্দন করিলেন এবং হাঁসিতে হাঁসিতে হেন্‌রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেখুন মিঃ পল, আপনার ভুলটুল হয়নিতো—ইনিই যে মীরা—একে বেশ চেনেন ত?"

হাঁসিয়া হেন্‌রি উত্তর করিলেন—"যে কাজ আমরা করি, তাতে আপনাদের চেয়ে আমাদের মনে অবিশ্বাসের ভাগ বেশী। সময় সময় নিজের বন্ধু বান্ধব এমন কি স্ত্রী পুত্রগণকেও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখ্‌তে হয়। মীরাকে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর পূর্ব্বেইত আমি বলেছি যে মীরা না থাক্‌লে, মীরাকে না পেলে আমি এ কাজ উদ্ধার করতে পারতাম না। মীরা যা দেখিয়েছে, আমি অহঙ্কার করে বল্‌তে পারি, যে জগতের মধ্যে কোন ডিটেক্‌টিভ আজ পর্য্যন্ত সে সমস্ত কাজ সমাধা কত্তে পারেওনি—কখন পারবেও না। এতেই বুঝুন মীরা বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী।"

প্রেসি। বিলির গাড়ীতে থাকার কারণ?

হেন্‌রি। আমিই মীরাকে সেই গাড়ীতে থাকতে বলেছিলাম, আমার আদেশ মতেই সমস্ত কাজ মীরা করেছে।

প্রেসি। আপনি কি বলেন—বিলি নিরপরাধ?

হেন্‌রি। সম্পূর্ণ।

প্রেসি। তবে সেই সময়ে তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ না করে, তাকে হাজতে দিতে বলেছিলেন কেন? আপনার আদেশ মতনইত তাকে ধরা হয়েছিল।

হেন্‌রি। তার অনেক কারণ আছে। কেবল এই মাত্র জেনে রাখুন, বিলি যদি বাইরে থাকতো, তাহ'লে আপনার টাকার এক কড়াও আপনি পেতেন না।

হেন্‌রি তাহার সমস্ত মতলবের কথা প্রেসিডেণ্টকে বলিলেন। সমস্ত শুনিয়া প্রেসিডেণ্ট বলিলেন—"আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু বিলি যে হাজত থেকে পালিয়েছে তার কি হবে?"

হেন্‌রি। সেও আমাদের পরামর্শে। আমরাই তাকে সেখান থেকে বারকরে এনেছি। নতুবা ডাকাতেরা তাকে সেই খানেই খুন কত্তো।

প্রেসি। বিলি কি তবে আপনাদের কাছেই আছে?

হেন্‌রি। হাঁ।

প্রেসিডেণ্ট বলিলেন—"তা যেন হ'ল। ডাকাতের দল ধরা পড়লো, বিলিও নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হ'ল কিন্তু আমাদের টাকা—টাকার কি হ'ল? তার কিছু উপায় কর্‌তে পেরেছেন কি?"

হেন্‌রি। তাও এক রকম হয়েছে বই কি।

প্রেসি। এক রকম!—কত আন্দাজ?

হেন্‌রি। যত আপনাদের চুরি গিয়াছে।

"বল্লেন কি?"—বিস্ময়ের সহিত প্রেসিডেণ্ট বলিয়া উঠিলেন—"সব টাকা পেয়েছেন আপনি?"

হেন্‌রি উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে হাঁ, মায় কড়া ক্রান্তি।"

মহা সন্তোষের সহিত প্রেসিডেণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন আমায় কি কর্‌তে বলেন আপনি?"

হেন্‌রি। বিলিকে পুনরায় আপনাদের কাজে নিযুক্ত করুন, এবং যে দোষে তাকে দোষী করা হয়েছে, তাহতে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হোক।

প্রেসি। তাই হবে, বিলিকে আমি পুনরায় নিযুক্ত কল্লুম

এবং তার সুখ্যাতির কথা প্রত্যেক সংবাদ পত্রে লিখে পাঠাবার বন্দোবস্ত এখনি কচ্ছি। আর কিছু কর্‌তে হবে?

হেন্‌রি। না, আর কি ক'রবেন।

প্রেসি। টাকা কখন পাবো?

হেন্‌রি। টাকাত এখন আদালতে। মোকদ্দমার পরেই পাবেন।

উভয়ে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। পর দিবস প্রাতে বিলাতের প্রত্যেক সংবাদ পত্রে বিলির এই অদ্ভুত কাহিনীর কথা প্রচার হইল। যে সমস্ত কাগজে পূর্ব্বে তাহাকে চোর অপবাদ দিয়া কত কথাই লিখিয়াছিল, সেই সব কাগজেই আবার তাহার সুখ্যাতির কথা,—বীরত্বের কথা, বিশ্বাসের কথা দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধে বাহির হইল। সকলেই বিস্মিত হইয়া, বিলির এই অদ্ভুত কাহিনী পাঠ করিতে লাগিল। শত সহস্র মুখে তাহার প্রশংসাধ্বনি ছুটিল।

এক সপ্তাহের মধ্যেই দস্যুদলের বিচার হইল। সে দিন দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আদালতে বিচার দেখিতে উপস্থিত হইয়াছিল। নরহত্যা অভিযোগে প্রত্যেক দস্যুই ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিল—ইয়োরোপ নিষ্কণ্টক হইল। মীরার ও হেন্‌রির অসাধারণ অধ্যবসায়ে বিলাতের লোক দুর্দ্দান্ত দস্যু হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। মীরার নাম সকলে শুনিল কিন্তু কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়, মীরা ও হেন্‌রি টাকা লইয়া প্রেসিডেণ্টের নিকট উপস্থিত হইল; এবং তাঁহাদের শিলমোহরাঙ্কিত সমস্ত টাকার তোড়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া মিলাইয়া লইতে বলিলেন।

প্রেসিডেণ্ট তাহা হইতে ঘোষিত পুরস্কার হেন্‌রিকে প্রদান করিলেন এবং বিলির কার্য্যদক্ষতার চিহ্ন স্বরূপ হাজার ডলার ও একখানি সুবর্ণ মেডেল তাহার বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ হেন্‌রির হাতে দিয়া বলিলেন—"আপনি বিলিকে বলিবেন, আমি তাহার পদোন্নতি করিয়া দিয়াছি, একটু সুস্থ হলেই সে যেন তাহার কার্য্যে উপস্থিত হয়।"

সেখান হইতে ফিরিবার সময়, পথে মীরা হেন্‌রিকে কহিল—"এইবার আপনার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিবার সময় হইয়াছে।"

হেন্‌রি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, বরাবর তাহাদের বাসায় উপস্থিত হইলেন; এবং মীরাকে কহিলেন—"তুমি উপরে আমার বসিবার ঘরে গিয়া একটু বিশ্রাম কর, আমি শীঘ্র আসিতেছি।"

হেন্‌রি প্রস্থান করিলেন।

মীরা দুঃখিত মনে মৃদুপদবিক্ষেপে হেন্‌রির বিশ্রাম কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং দরজা খুলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল, বিলিরেণর চেয়ারে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছে।

অকস্মাৎ বিলিকে দেখিয়া হর্ষ বিস্ময়ে এক অস্ফুট ধ্বনি তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল।

মীরাকে দেখিয়া বিলি চেয়ার হইতে তাড়াতাড়ি উঠিল এবং দৌড়িয়া গিয়া তাহার করমর্দ্দন করিয়া, তাহাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া বলিল—"মীরা, তোমাকে যে আর দেখ্‌তে পাবো, সে আশা আমার মনে ছিল না। তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছ, দুবার তুমি আমায় আসন্ন মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে আমার

জীবন রক্ষা করেছ, আমার এ জীবন তোমার কাছে বিক্রীত। কিন্তু এ জীবন থাক্‌তো না মীরা, তোমার উপদেশ মত কাজ না করে, তোমার কথার অবাধ্য হয়ে—আবার যে বিপদে আমি পড়েছিলাম, যদি সময় মত হেন্‌রি গিয়ে উপস্থিত না হতেন, তা'হলে দস্যুর হাতেই আমার প্রাণ গিয়াছিল।"

মীরা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

বিলি বলিল—"হাজত থেকে বেরিয়ে আমি বরাবর তোমার কথিত স্থানেই গিছ্‌লুম। সেই খানেই ক্রুমি আমার সঙ্গে মেশে; এবং তোমার পরিচয় দিয়ে আমার মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে, সে যে আমারই জন্য সে খানে অপেক্ষা কচ্ছে, এবং সেখানে অধিকক্ষণ থাক্‌লে আমার বিপদ ঘটবে, এই রকম নানা কথা বলে আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পথে যেতে যেতে তার ২।১টা কথায় তার উপর আমার সন্দেহ হয়, আমি তখন নিজের ভুল বুঝ্‌তে পারলুম, এবং তার সঙ্গ ছাড়বার চেষ্টা কত্তে লাগলুম, আমার মনে যে অবিশ্বাস হয়েছে, আমি যে তার সঙ্গে আর যেতে নারাজ—আমি যে পালাবার চেষ্টা কচ্চি, সে তা বুঝতে পারলে এবং আমাকে খুন করবার জন্য ছোরার আঘাত করলে। আমি সে আঘাত নিবারণ করতে পারলাম না, তবে গলায় না লেগে কপালে লাগলো। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম, যখন জ্ঞান হ'ল, যখন চক্ষু মেলবার ক্ষমতা হ'ল, তখন আমি হাঁসপাতালে। হেন্‌রি বল্লেন, তিনি সেই সময় সেখানে উপস্থিত না হলে, ক্রুমি আমায় কেটে ফেল্‌তো। শুনলাম, হেন্‌রি বরাবর ক্রুমির সঙ্গেই ছিলেন এবং আমাদের পেছনেই আসছিলেন, কি একটা কাজের জন্য একটু খানি দেরি হওয়াতেই এই দুর্ঘটনা হয়েছে।"

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় হেন্‌রি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া মীরা একটু লজ্জিত হইল। হেন্‌রি আসিয়া বিলিকে তাহার মনিবের কথা শুনাইলেন এবং তাহার পুরস্কারের টাকা ও স্বর্ণ মেডেল তাহাকে প্রদান করিলেন।

বিলি ও মীরা হেনরির বাসাতেই কিছুদিন রহিল। যখন বিলি উত্তমরূপ আরোগ্য লাভ করিল, তখন হেন্‌রি উদ্যোগ করিয়া মীরার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের দিন বিলির মনিব এবং তাঁহাদের আহ্বানে বিলাতের যাবতীয় বড় বড় সওদাগর বিবাহ স্থলে উপস্থিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিলেন। বিবাহের পর বিলি তাহার নূতন কার্য্যে যোগ দিল, এবং হেন্‌রির সহিত পরামর্শ করিয়া উভয়ে নিজের জন্ম রহস্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইল।

সমাপ্ত।

ম্যানেজার—শ্রীগৌরহরি সেন।

প্রতিজ্ঞা-পালন ১৷০, বিষম বিসূচন ১৷৵০, জয়-পরাজয় ১৲, লক্ষ টাকা ৸০, হত্যা-রহস্য ১৵০, ভীষণ প্রতিশোধ ১৷৵০, ভীষণ প্রতিহিংসা ১৷০, কাল-সর্পী ৸০, রঘু-ডাকাত ১৲, বাঙ্গালীর বীরত্ব ১৲, নরবলি ৸০, মৃত্যু-রঙ্গিণী ৸০, শক-দুহিতা ১৲, হরতনের নওলা ১৲, সুহাসিনী ৸০, শোণিত তর্পণ ১৷০।

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

উপন্যাস—যোগরাণী ১৷৷০, সোণার কণ্ঠী ১৷৷০, স্বপ্নসুন্দরী ১৲, লুকোচুরি ১৷৷০, জাঁহানারা ২৲, কনক প্রতিমা ১৲, ভবানীর মঠ ১৲, সোণার পারিজাত ১৲, লোহার বাঁধন ১৷৷০, প্রেমের প্রতীক্ষা ১৷৷০, ভৈরবী ৸০, মূলে ভুল ৷৷০, ছিন্নমস্তা ৸০, হেমচন্দ্র (মৃণালিনীর উপসংহার) ১৷০, মিলনমন্দির ১৷৷০, সাধনা ২৲, যোগতত্ত্ব বারিধি ২৲, প্রেত তর্পণ ১৷০, দেবতা ও আরাধনা ১৷৷০, জন্মান্তর-রহস্য ১৷৷০, যোগ ও সাধন-রহস্য ২৲, ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা ১৷০, রসতত্ত্ব ও শক্তিসাধনা ২৲, পুরোহিত দর্পণ ২৲, প্রেমতত্ত্ব ৷৷০, রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ২৲, দীক্ষা ও সাধনা ১৷৷০, পথের আলো ১৷৷০, লাল পল্টন ১৷৷০, বিনিময় ১৷৷০, নির্ব্বাণ ১৷৷০, প্রতিদান ১৷৷০, সুর সুন্দরী ৸০।

অমরার্থ চন্দ্রিকা। ২য় সংস্করণ।

শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সংশোধিত।

বঙ্গানুবাদ সহ অমর সিংহ কৃত অমরকোষ অভিধান। মূলগ্রন্থের সহিত শব্দের সূচীপত্র সহ ও একাক্ষরকোষ সহিত এরূপ সুলভ ও নির্ভুল সংস্করণ আর প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজ, উত্তম ছাপা, সুন্দর বিলাতি বাঁধাই। ৬২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য খরচা সহ ১৷০ পাঁচসিকা।

৪৮ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

৺ধনকৃষ্ণ সেন। (গীতাভিনয়)

পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ ১৷৷০, সতী মালাবতী ১।০, পাণ্ডবমিলন বা কর্ণবধ ১৷৷০, সত্যনারায়ণ ১।০, গোবর্দ্ধনমিলন ১।০, অভিমন্যু বধ ১৲, অনুধ্বজের হরিসাধন ১৲ মানসমিলন ১।০, বিল্বমঙ্গল ১।৵, রাবণের মহামুক্তি ১৷৷০, উমাতারা বা জটীল ১৷৷০, পরামুক্তি বা রাধিকার গোলোকমিলন ১।০।

শ্রীধর্ম্মদাস রায় বাণীকণ্ঠ। (গীতাভিনয়)

কবচসংহার ১৷৷০, শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা ১৷৷০, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-বর্জ্জন ১।০, রত্নাকর-উদ্ধার ১৷৷০, কুন্তীর শিব-সাধনা ১৷৷০।

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ। (গীতাভিনয়)

কল্কি-অবতার ১।০, মগধবিজয় ১।০, বৃষকেতু ১৲, ধ্রুব-চরিত্র ১৲, লবকুশের যুদ্ধ বা পুত্র-পরিচয় ১।০, মরুত্ত-যজ্ঞ ১।০, মদালসা-পরিণয় ১।০, নহুষ-উদ্ধার বা নরমেধ যজ্ঞ ১৷৷০, হরিশ্চন্দ্র ১৷৷০।

শ্রীমতিলাল ঘোষ। (গীতাভিনয়)

অভিমন্যু বধ (সচিত্র) ১।০, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন ১।০, পরশুরাম (সচিত্র) ১৷৷০, প্রভাস মিলন ১৲, বুদ্ধলীলা ১৷৷০, তারকাসুর ১৷৷০, কালকেতু ১।০, সুধন্বাবধ ১৷৷০।

৺কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভ ১৷৷০, জড়ভরত ১৷৷০, অংশুমান ১৷৷০ (সত্যম্বরের দলে অভিনীত)।

শ্রীহারাধন রায়। (নাটক)

যোগমায়া (সচিত্র) ১৷৷০, রাম-অবতার ১৷৷০, যযাতি ১৷৷০, কাদম্বরী ১৷৷০, দেবযানী ১৷৷০, পার্থপরীক্ষা ১৷৷০, নলদময়ন্তী ১।০, লক্ষ্মণবর্জ্জন বা রামলীলাবসান ১।০, শাল্ব বধ ৷৷০, সুভদ্রাহরণ ১৷৷০।